রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
বাড়ি নং-১৯, রোড নং-১/বি, সেক্টর-০৯
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
www.rpcl.gov.bd

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ — The Daily Panjeree

BPDB-RPCL Powergen Ltd
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান)
(বিপিডিবি এবং আরপিসিএলের একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি)
ঢাকা স্কয়ার (৪র্থ তলা), বাড়ি নং # ০১, রোড নং # ১৩,
সেক্টর # ০১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
www.brpowergen.org.bd

www.dailypanjeree.com | রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৯২ ■ ঢাকা বৃহস্পতিবার ■ ১০ অক্টোবর ২০১৯ ■ ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ১০ সফর ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা | The Daily Panjeree

বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে রাজনৈতিক কার্যক্রমসহ সব ছাত্র সংগঠন স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধকরণসহ নতুন করে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করেছেন। বুধবার বুয়েটের শহীদ মিনার চত্বরে সংবাদ সম্মেলন করে এ দাবি তুলে ধরেন তারা —পাঞ্জেরী

আবরার ফাহাদকে যে রাতে হত্যা করা হয় সেই রাতের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত বুয়েটের এক শিক্ষার্থী। বুধবার বুয়েটের সামনের সড়কে শিক্ষার্থীদের অবস্থানে বক্তব্য রাখেন তিনি —পাঞ্জেরী

ভারতে যাবে এলপিজি, প্রাকৃতিক গ্যাস নয় : প্রধানমন্ত্রী

বুয়েট মনে করলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারে ॥ কিসের ছাত্রলীগ, সে বিবেচনা করব না জুয়াড়িদের ভাসানচরে পাঠাতে চান প্রধানমন্ত্রী!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ভারতের সঙ্গে গ্যাস রপ্তানির যে চুক্তি হয়েছে সেটা প্রাকৃতিক গ্যাস নয়, আমদানি করা এলপি গ্যাস বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।
বুধবার বিকালে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান এবং ভারত সফর শেষে ফিরে এসে এ ব্যাপারে জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে তাঁর সাম্প্রতিক জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ এবং ভারত সফর বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন —পিআইডি

আত্মজীবনী লেখায় অনীহা শেখ হাসিনার : পৃষ্ঠা-২

▌বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা▐

১০ দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

- মূল আসামিকে বাদ দেয়ায় ক্ষুব্ধ আবরারের বাবা
- বুয়েটের শেরে বাংলা হলের প্রভোস্টের পদত্যাগ
- বুয়েটের তিন শিক্ষার্থীর ৫ দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় এবার ১০ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকালে আগের আট দফা দাবিকে সংযোজন-বিয়োজন করে নতুন ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।
গত মঙ্গলবারের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করে শিক্ষার্থীরা বলেন, দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আসন্ন ভর্তি পরীক্ষাসহ একাডেমিক সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এ সময় ঘোষণা জানানো হয়, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় আবরারের স্মরণে বুয়েটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হবে। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পুলিশের বিরুদ্ধে আবরারের ভাবিকেও পিটিয়ে জখমের অভিযোগ : পৃষ্ঠা-২

আবরার হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি জাতিসংঘের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতার জেরে ছাত্রলীগের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না : বুয়েট ভিসি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ▸
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

আবরার ফাহাদ স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনি নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জনশক্তি কর্মসংস্থানে টাকার লেনদেন, দুই আনসার সদস্য বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার সময় অবৈধভাবে অর্থ আদায় ও হয়রানির অভিযোগ পেয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ঢাকা জেলা কর্মসংস্থান অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযানে অনিয়মের প্রমাণ পেয়ে দুদকের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে দুই আনসার সদস্যকে বদলি করা হয়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সংস্থার সহকারী পরিচালক জেসমিন আক্তারের নেতৃত্বে একটি দল ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে বেশকিছু অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ পায়।
দুদক বলেছে, ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি বিষয়ে ১০ উৎস চিহ্নিত দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি বিষয়ে ১০টি উৎস চিহ্নিত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার দুপুরে দুদক কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান সচিবালয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তার কাছে জমা দিয়েছেন। প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে দুর্নীতি হয় এমন ১০টি উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সমস্ত দুর্নীতি বন্ধে তারা ২০টি সুপারিশও করেছে প্রতিবেদনে।
প্রতিবেদন গ্রহণ করে শ ম রেজাউল করিম সাংবাদিকদের বলেন, 'এই প্রতিবেদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রয়োজনে কমিটি গঠন করে দেবো। দুদক যে রিপোর্ট দিয়েছে তা প্রয়োজনে চুইংগামের মতো টেনে লম্বা করা হবে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই গাইডলাইনের আদলে আমরা তদন্ত করে দুর্নীতি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেবো।'
গণপূর্তমন্ত্রী আরও বলেন, 'গত ৭ জানুয়ারি দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমার মন্ত্রণালয়ের কাজ দেখেছি এবং শিখেছি। দুর্নীতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতির পথ অনুসরণ করছি। বনানী ও রূপপুরের ঘটনায় কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বুয়েটে র‍্যাগের ভয়াবহ বর্ণনা দিলো শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগ দেয়ার ঘটনার কথা বিভিন্ন সময়ে উঠে আসলেও সব প্রতিষ্ঠানকে ছাপিয়ে গেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। র‍্যাগের নামে 'বড় ভাইয়েরা' যা করেছে সেটি শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে যে কারো। ভবিষ্যতে নিজের সন্তানকে কোনো অভিভাবক বুয়েটে পড়াশোনার জন্য পাঠাবেন কি না-সেই সিদ্ধান্ত নিতে একশবার ভাববেন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে নিহত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় বুধবার থেকে ২২ দিনের জন্য সাগরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ফিশারীঘাটে বুধবার ইলিশ বেচা-কেনায় ব্যস্ত জেলে ও আড়তদাররা। প্রতিকেজি ইলিশ বিক্রিয় হয় ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা কেজি দরে —পাঞ্জেরী

নভেম্বরে আ.লীগের ৪ সংগঠনের সম্মেলন আসছে নতুন নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
চলমান ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচনা-সমালোচনার শীর্ষে থাকা আওয়ামী যুবলীগের সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আগামী ২৩ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সংগঠনটির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনে বিতর্কিত নেতাদের সরিয়ে দিয়ে নতুন নেতৃত্ব আনা হবে বলে আভাস পাওয়া গেছে।
বুধবার সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের অনির্ধারিত এক বৈঠকে যুবলীগের সম্মেলনের তারিখ হয়। সেখানে মেয়াদোত্তীর্ণ আরও দুই সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বেচ্ছাসেবক লীগের আসন্ন সম্মেলন

অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে ইসহাক মিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
'মো. ইসহাক মিয়া' শুধু একটি নাম নয়, ইতিহাসও বটে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সবটা সময়ই সংগ্রাম করে পার করেছেন। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে রাজপথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদনা করেছেন। তাঁর দূরদর্শিতার কারণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তর সকল কর্মসূচি সফলভাবে পালন করতো। আন্দোলন আর সংগ্রামের আরেক নাম মো. ইসাহাক। বিএনপি-জামায়াতের অত্যাচার, জেল জুলুমে যখন আওয়ামী লীগ, ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দুদক চেয়ারম্যান-র‍্যাব ডিজির বৈঠকে ক্যাসিনো সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করেছে। বুধবার দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের সঙ্গে র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) বেনজীর আহমেদের মধ্যে এক বিশেষ বৈঠকে এসব তথ্য বিনিময় হয়।
দুদকের উচ্চ পর্যায়ের একাধিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, বুধবার বিকেলে সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে বৈঠক করেন দুদক চেয়ারম্যান ও র‍্যাব ডিজি। বৈঠকে দুদকের কাছে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিআইজি প্রিজন্সের বিরুদ্ধ অপপ্রচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন্স) মো. বজলুর রশিদকে নিয়ে একটি মহল ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন। তিনি যেখানে যান সেখানেই ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অবৈধ ডিটিএইচের মাধ্যমে বছরে ৮শ' কোটি টাকা পাচার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
অবৈধ বিদেশি ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) কোম্পানির মাধ্যমে স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখার সুযোগ নিয়ে দেশ থেকে প্রতিবছর ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কয়েক লাখ অবৈধ বিদেশি ডিটিএইচ লাগানো হয়েছে। এগুলো আর চলতে দেয়া হবে না।
বুধবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে টিভি শিল্পী, নাট্যকার ও অনুষ্ঠান নির্মাতাদের সর্বজনীন সংগঠন এফটিপিও'র (ফেডারেশন অব টিভি প্রফেশনালস অর্গানাইজেশনস) সঙ্গে মতবিনিময়ের আগে এক ব্রিফে এসব কথা বলেন তিনি।
হাছান মাহমুদ বলেন, 'কোনো বিদেশি ডিটিএইচ কোম্পানিকে বাংলাদেশে ডিভাইস বসিয়ে সম্প্রচার করার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়নি। সুতরাং বিদেশি যে সব ডিটিএইচ বিভিন্নজন ব্যবহার করছেন বা যাদের মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে পুরোটাই অবৈধ।'
তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে কয়েক লাখ বিদেশি ডিটিএইচ লাগানো হয়েছে। এগুলো বিদেশ থেকে কেনা হয়। বাংলাদেশের টাকা হুন্ডির মাধ্যমে যায়, সেখান থেকে কেনা হয়। বাংলাদেশে এগুলো যারা ব্যবহার করে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের কর্মসূচি একই দিনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দেশের সামগ্রিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে অনেকটা একযোগে কর্মসূচি দিতে যাচ্ছে বিরোধী দলগুলো। এতে অংশ নেবে বিএনপি, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, ২০ দলীয় জোট, জাতীয় মুক্তিমঞ্চসহ আরও কয়েকটি দল ও জোট। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীতে একাধিক পৃথক সংবাদ সম্মেলন থেকে এসব কর্মসূচির ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
বিরোধী একাধিক জোট ও দলের নেতারা বলছেন, হঠাৎই ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান ও দোষীদের আটক ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রীপুরে বনের জায়গায় কিন্ডারগার্টেন বাড়িঘর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▸
গাজীপুরের শ্রীপুরে ১৩ বিঘা বনভূমি দখল করে বাড়িঘর ও কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠেছে। শ্রীপুর সদর বিটের বেড়াইদেরচালা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এ দখলযজ্ঞ চললেও কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই। ভোগদখল করা জমির মামলায় আদালত বন বিভাগের পক্ষে রায় দেয়ায় তা উদ্ধার করে নেয়ারও আবেদন জানিয়েছেন দখলকারীরা। গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার ৭নং কেওয়া মৌজা এলাকায় ঐ জমির পরিমাণ ৪ একর ৬ শতক।
দখলে থাকা পরিবারের পক্ষে এসএম আবুল কালাম আজাদ ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার (ডিএফও) কাছে জমি উদ্ধার করে নেয়ার আবেদন করেন। ঐ আবেদনের অনুলিপি গাজীপুরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেও দেয়া হয়েছে।
আবেদনে জানা গেছে, এসএম আবুল কালামের পূর্ব পুরুষগণ কেওয়া মৌজার সিএস ও এসএ ৯৩৩নং দাগের ৪ একর ৬ শতক জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। পরে দখলীয় জমি বন বিভাগের বলে জানতে পেরে ঐ পরিবারের লোকজন গাজীপুর জেলা আদালতে দখলস্বত্বে (মালিকানা নিশ্চিত হওয়ার জন্য) মামলা করেন। মামলায় আদালত বন বিভাগের পক্ষে রায় প্রদান করেন। এরপর থেকে দখলকারী পক্ষের মধ্যে বন বিভাগের ঐ জমি ফিরিয়ে দেয়া না দেয়া নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। ঐ পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা দেখা দেয়। সুষ্ঠু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ রক্ষার্থে ঐ পরিবারের পক্ষে এসএম আবুল কালাম আজাদ ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কাছে জমি উদ্ধার করে নেয়ার আবেদনটি করেন। সরেজমিনে দেখা যায়, শ্রী-পুর পৌরসভার বেড়াইদেরচালা (ঢাকা-ময়মনসিংহ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশে আসলে আত্মসমর্পণ করবেন ড. ইউনূস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশে আসলে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী রাজু আহম্মেদ। ড. ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কমিউনিকেশন্সের চাকরিচ্যুত সাবেক তিন কর্মচারির দায়ের করা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রিশা হত্যা মামলার রায় আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশা (১৪) হত্যা মামলার রায় বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হবে। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ এ রায় ঘোষণা করবেন।
আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তাপস কুমার পাল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার দিকে এ রায় ঘোষণা করা হবে। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আসামি ওবায়দুলের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাশা করছি।
এর আগে রোববার (৬ অক্টোবর) রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু কাশিমপুর কারাগার থেকে মামলার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জিকে শামীমের প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
জি কে শামীমের মালিকানাধীন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জি কে বি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডকে নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডব্লিউডি) প্রতিষ্ঠানটিকে এই নোটিশ দেবে। নোটিশের জবাব ঠিকভাবে পাওয়া না গেলে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও গণপূর্ত অধিদপ্তরকে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেন, 'আমরা মন্ত্রণালয় থেকে জি কে শামীমের প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি। তারা প্রতিষ্ঠানটিকে নোটিশের মাধ্যমে জবাব চাইবে। নোটিশে তাদের যেসব প্রকল্প রয়েছে, সেগুলোর কাজ কেন বন্ধ রয়েছে, সে বিষয়ে জবাব চাওয়া হবে। তারা যদি ঠিকভাবে কাজগুলো অব্যাহত না রাখে, তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো। বিকল্প চিন্তা করবো। পৃথক ঠিকাদার নিয়োগ করবো। কারণ, কারও জন্য তো সরকারের প্রকল্প বন্ধ থাকতে পারে না।'
জানতে চাইলে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. সাহাদাত হোসেন বলেন, 'যদি কোনও ঠিকাদারি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্রাটের রিমান্ড শুনানি ১৫ অক্টোবর

আদালত প্রতিবেদক ▸
রাজধানীর রমনা থানার মাদক ও অস্ত্র আইনের মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ওরফে সম্রাটকে আদালতে হাজির না করায় রিমান্ড শুনানি পিছিয়েছে। সম্রাট অসুস্থতার কারণে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি থাকায় আগামী ১৫ অক্টোবর নতুন দিন ধার্য করেছেন আদালত।
বুধবার ঢাকা মহানগর হাকিম সারাফুজ্জামান আনছারী নিয়মানুযায়ী আসামির উপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানির জন্য নতুন এ দিন ধার্য করেন। ফলে মাদক ও অস্ত্র মামলায় সম্রাটকে গ্রেপ্তার দেখানোসহ ২০ দিনের যে রিমান্ড আবেদন পুলিশ করেছিল সে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বুধবার প্রগতিশীল ছাত্র জোট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আব্দুল গনি রোডে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে —পাঞ্জেরী

সিআইডির এসআই'র ১.৩৮ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) এসআই মো. নওয়াব আলী ও তার স্ত্রীর এক কোটি ৩৮ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ এ সংস্থার উপ-পরিচালক মো. আলী আকবর বাদী হয়ে এ মামলা করেন।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য বিষয়টি জানিয়েছেন। এসআই মো. নওয়াব আলী চট্টগ্রামের দামপাড়া সিআইডি কার্যালয়ে কর্মরত। অপর আসামি তার স্ত্রী ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

১০ দফা দাবি পূরণ না হওয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সারাদেশের ক্যাম্পাসগুলোতেও মোমবাতি প্রজ্বলন করার অনুরোধ করা হয়।
এরআগে আবরার হত্যার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। মিছিল শেষে তারা জড়ো হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে। এ সময় কথা বলেন তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলামসহ আরো অনেকেই। তারা বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধেরও দাবি জানান।
নতুন করে শিক্ষার্থীদের ঘোষণা করা ১০ দফা দাবি হল -
১. খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সিসিটিভি ফুটেজ ও জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে শনাক্তকারী খুনিদের প্রত্যেকের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে শনাক্তকৃত সবাইকে ১১ অক্টোবর, ২০১৯ বিকেল ৫টার মধ্যে আজীবন বহিষ্কার নিশ্চিত করতে হবে।
৩. মামলা চলাকালে সকল খরচ এবং আবরারের পরিবারের সব ক্ষতিপূরণ বুয়েট প্রশাসনকে বহন করতে হবে। এ মর্মে অফিশিয়াল নোটিশ ১১ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে প্রদান করতে হবে।
৪. দায়েরকৃত মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের অধীনে স্বল্পতম সময়ে নিষ্পত্তি করতে বুয়েট প্রশাসনকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। বুয়েট প্রশাসনকে সক্রিয় থেকে সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নিয়মিত ছাত্রদের আপডেট করতে হবে।
৫. অবিলম্বে চার্জশিটের কপিসহ অফিশিয়াল নোটিশ দিতে হবে।
৬. বুয়েটে সাংগঠনিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে দীর্ঘদিন ধরে বুয়েটের হলে হলে ত্রাসের রাজনীতি কায়েম করে রাখা হয়েছে। জুনিয়র মোস্ট ব্যাচকে সব সময় ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক জোর করে রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে যুক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যেকোন সময় যেকোন হল থেকে সাধারণ ছাত্রদের জোর প্রদর্শনপূর্বক হল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে হলে হলে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠনের এমন কর্মকাণ্ডে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ। তাই আগামী ৭ দিনের মধ্যে (১৫ অক্টোবর) বুয়েটে সব রাজনৈতিক সংগঠন এবং এর কার্যক্রম স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কেন ৩০ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হননি এবং ৩৮ ঘণ্টা পরে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেন এবং কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। তাঁকে সশরীরে ক্যাম্পাসে এসে আজ (৯ অক্টোবর) বেলা ২টার মধ্যে জবাবদিহি করতে হবে।
৮. আবাসিক হলগুলোতে র‌্যাগের নামে ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর সব ধরনের শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন বন্ধে করতে হবে এবং এ ধরনের সন্ত্রাসে জড়িত সকলের ছাত্রত্ব প্রশাসনকে বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে আহসানউল্লা হল এবং সোহরাওয়ার্দী হলের পূর্বের ঘটনাগুলোতে জড়িত সকলের ছাত্রত্ব বাতিল ১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।
৯. পূর্বের ঘটনা এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ এবং পরবর্তী সময়ে ঘটা যেকোনো ঘটনা প্রকাশের জন্য একটা কমন প্ল্যাটফর্ম রাখতে হবে এবং নিয়মিত প্রকাশিত ঘটনা রিভিউ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এই প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বুয়েটের বিআইআইএস অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হবে এবং ১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি প্রদর্শন করতে হবে। পরবর্তী ১ তারিখের মধ্যে কার্যক্রম পূর্ণরূপে শুরু করতে হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে সব হলের প্রত্যেক ফ্লোরে উইংয়ের দুপাশে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবাসিক হল থেকে ছাত্র উৎখাতের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা এবং ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ায় শেরেবাংলা হলের প্রভোস্টকে ১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে। গত রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বুয়েটের শের-ই-বাংলা হল থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (১৭ তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী আবরারের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে ঐ রাতেই হলটির ২০১১ নম্বর কক্ষে আবরারকে বেদম প্রহার করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে সোমবার সন্ধ্যার পর চকবাজার থানায় একটি হত্যা মামলা করেন নিহত আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ। কুষ্টিয়ার ছেলে আবরারের বাবা বরকতুল্লাহ বর্তমানে একটি এনজিও সংস্থায় কর্মরত। মা রোকেয়া খাতুন একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষকতা করেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে আবরার ফাহাদ বড়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মূল আসামিকে বাদ দেয়ায় ক্ষুব্ধ আবরারের বাবা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত অমিত সাহা। শেরেবাংলা হলের অমিত সাহার ২০১১ নম্বর রুমেই ৬ ঘণ্টার অমানুষিক নির্যাতনে মারা যান আবরার। অথচ এজাহারে নাম নেই অমিত সাহার। চকবাজার থানায় আবরারের বাবা বরকতুল্লাহর দায়ের করা মামলায় রহস্যজনকভাবে ১৯ জনের তালিকায় বাদ পড়ে অমিত সাহা। অমিত সাহা ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার আইনবিষয়ক উপ-সম্পাদক। মূল আসামিকে বাদ দেয়ায় ক্ষুব্ধ মামলার বাদী ও আবরারের বাবা বরকতউল্লাহ ও পরিবারের সদস্যরা।
বরকতুল্লাহ বলেন, সিসি ফুটেজে যাদের দেখা গেছে মামলায় তাদের অনেকেই বাদ দেয়া হয়েছে। যার নেতৃত্বে টর্চার করা হয়েছে তাকেই মামলায় আসামি করা হয়নি। তিনি অমিত সাহার নাম মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।
আবরারের বাবা বরকতুল্লাহ বলেন, সিসি ফুটেজে যাদের দেখা গেছে মামলায় তাদের অনেকেই বাদ দেয়া হয়েছে। যার নেতৃত্বে টর্চার করা হয়েছে তাকেই মামলায় আসামি করা হয়নি। তিনি অমিত সাহার নাম মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।

বুয়েটের শেরে বাংলা হলের প্রভোস্টের পদত্যাগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় শেরে বাংলা হলের প্রভোস্ট ড. মো. জাফর ইকবাল খান পদত্যাগ করেছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ৩০০ শিক্ষকের সমন্বয়ে এক বৈঠকে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। বৈঠকে হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে বুয়েট ভিসির পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবির সাথে একাত্মা প্রকাশ করে বুয়েট শিক্ষক সমিতি।
রোববার (৬ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে বুয়েটের সাধারণ ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফাহাদকে শেরে বাংলা হলের দ্বিতীয় তলা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সোমবার (৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্র জানায়, বুয়েটের শেরেবাংলা হলের শিক্ষার্থী, সিসিটিভি ফুটেজ ও আটকদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে।
সূত্র জানায়, ফাহাদকে জেরা ও পেটানোর সময় হলের ঐ কক্ষে অমিত সাহা, মুজতাবা রাফিদ, ইফতি মোশাররফ ওরফে সকালসহ তৃতীয় বর্ষের আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিলেন। ঐ কক্ষে এসে দ্বিতীয় দফায় ফাহাদকে পেটান বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী অনিক সরকার, ক্রীড়া সম্পাদক ও নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একই বর্ষের মেফতাহুল ইসলাম জিয়নসহ কয়েকজন। তারা সবাই মেহেদী হাসান রাসেলের অনুসারী।

বুয়েটের তিন শিক্ষার্থীর ৫ দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ রাব্বীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার বুয়েটের তিন শিক্ষার্থীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার বিকেলে ঢাকা মহানগর হাকিম তোফাজ্জল হোসেন তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাদের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ওয়াহেদুজ্জামান। শুনানি শেষে আদালত ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বুয়েটের ঐ তিন শিক্ষার্থী হলেন- শামসুল আরেফিন রাফাত (২১), মো. মনিরুজ্জামান মনির (২১) ও মো. আকাশ (২১)। রাফাত বুয়েটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ১৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী। মনির বুয়েটের পানিসম্পদ বিভাগের ১৬তম ব্যাচের এবং আকাশ একই ব্যাচের সিই বিভাগের ছাত্র।
মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ঝিগাতলা থেকে রাফাতকে, ডেমরা থেকে মনিরকে ও সন্ধ্যায় ৬টায় গাজীপুরের বাইপাল থেকে আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়।
রিমান্ডে আরও ১০ আসামি : বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে (২১) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ছাত্রলীগের ১০ নেতাকর্মীর পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে পুলিশ সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরী এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
১০ আসামি হলেন- বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রাসেল, সহ-সভাপতি মুহতাসিম ফুয়াদ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনিক সরকার, উপ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল, ক্রীড়া সম্পাদক মেফতাহুল ইসলাম জিওন, গ্রন্থনা ও গবেষণা সম্পাদক ইশতিয়াক মুন্না, ছাত্রলীগ কর্মী মুনতাসির আল জেমি, খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম তানভীর, মোজাহিদুর রহমান, মেহেদী হাছান রবিন।

আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।
বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গুলশান-১ নম্বর থেকে সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহবুবুল আলম মাহবুব ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হকের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি গুলশান-১ ডিসিসি মার্কেট থেকে শুরু হয়ে মহাখালী ওয়ারলেস গেটে গিয়ে শেষ হয়।
এ দিকে বেলা ১১টার দিকে নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর ছাত্রদলের পূর্ব শাখার সভাপতি খন্দকার এনামুর রহমান এনামের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।
একই সময় রাজধানীর বনানী এলাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে।
মিছিলে অংশ নেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসম্পাদক এস এম মামুন হাশেমী দীপু, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসম্পাদক আকন মামুন, সহসম্পাদক নাজমুল হুদা, বর্তমান সভাপতি মুক্তাদির হোসেন তরু, সিনিয়র সহসভাপতি বাইজিদ প্রধান, সাধারণ সম্পাদক জিমি, সাংগঠনিক সম্পাদক অহিদুল ইসলাম অপু, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পিয়াস, প্রাইম এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মোবারক মিঠুন, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সরোয়ার, সাউথ ইস্ট সভাপতি বিপ্লব, অতীশ দিপংকর সভাপতি বিন্দু, সাউথ ইস্ট সাধারণ সম্পাদক মুরসালিনসহ সিরাজাত সজিব, নয়ন, অনি, মুস্তাছির, হাবিব, সিফাত, নুরহোসেন, সারা ইয়ামি, তন্নী প্রমুখ।
এছাড়া দুপুর ১টার দিকে নীলক্ষেত মোড়ে ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল করে।

পুলিশের বিরুদ্ধে আবরারের ভাবিকেও পিটিয়ে জখমের অভিযোগ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গ্রামবাসীর তোপের মুখে রায়ডাঙ্গা গ্রামে থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। শেষ পর্যন্ত আবরারের বাড়িতে না ঢুকে সামনের রাস্তা থেকে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রহরায় তিনি দ্রুত চলে যান।
ভিসিকে সরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়।
পুলিশ আবরারের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজকে মারধর করে এবং আবরারের মামাতো ভাবি তমাকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ করে আবরারের পরিবার। তাকে কুমারখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামে এ সব ঘটনা ঘটে।
আবরারের ছোট ভাই ফাইয়াজ বলেন, পুলিশ আমার গায়ে হাত দিয়েছে। বুকে গুতো মেরেছে। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান নিজে আমাকে মেরেছে। আমার এক ভাইকে পিটিয়ে মেরেছে, এবার পুলিশ কী আমাকে মারবে? আহত অবস্থায় ফাইয়াজ সাংবাদিকদের বলেন, আমি ভিসি স্যারের নিকট জানতে চাইলাম আমার ভাইয়ার খুনিদের এখনও কেন বহিষ্কার করা হয়নি। এ সময় তিনি নীরব ছিলেন, আমি আমার ভাইয়ের হত্যা সম্পর্কে আরও প্রশ্ন করতেই তিনি কোনো জবাব না দিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যাওয়ার মুহূর্তে অতিরিক্ত পুলিশ সপুর মোস্তাফিজুর রহমান আমার বুকের উপর হাত দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করেন। এতে আমি মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছি। তিনি বলেন, আমার মামাতো ভাবিকে প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করা হয় এবং এলাকাবাসীকে ধরপাকর করা হবে বলে পুলিশ হুমকি প্রদর্শন করায় আমরা আতংকে আছি।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ফাইয়াজ বলেন, আমার ভাইয়াকে হত্যা করা হয়েছে আর আমাদের পুলিশ হুমকি দিচ্ছে। প্রয়োজনে আমিও জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছি।
ফাইয়াজ বলেন, ভিসি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে আমাদের বাড়ির দরজার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের কষ্টের মধ্যে ফেলে গেল। এই ভিসির ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই, স্বেচ্ছাই পদত্যাগ করতে হবে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভিসি আসার সংবাদ পেয়ে আবরারের বাড়ির সামনে জড়ো হতে থাকে গ্রামবাসী। মুহূর্তেই কয়েক হাজার নারী-পুরুষ আবরারের বাড়ির সামনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে।
বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ঐ গ্রামে যান উপাচার্য। সেখানে গিয়ে রায়ডাঙ্গা কবরস্থানে আবরারের কবর জিয়ারত করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো এলাকা জনসমুদ্রে রূপ নেয়। ভিসিকে নিরাপত্তা দিতে কয়েকশ' পুলিশের সঙ্গে সেখানে অবস্থান নিতে থাকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।
কবর জিয়ারত শেষে আবরারের বাড়ির দিকে আসতে থাকে ভিসির গাড়িবহর। আবরারের বাড়ি ঢোকার মুখে ভিসির গাড়ির সামনে নারীরা শুয়ে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দ্রুত গাড়ি ঘুরাতে থাকেন। এ সময় হাজার হাজার নারী-পুরুষ ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দিতে থাকে। পরে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রহরায় জেলা প্রশাসকের গাড়িতে করে ঐ এলাকা ত্যাগ করেন ভিসি। ভিসির গাড়িবহর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ লাঠিচার্জে আবরারের মামাতো ভাবি তমা গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে কুমারখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। পরে কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ করেন গ্রামবাসী।

আবরার হত্যার সুষ্ঠু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হাতে নির্মমভাবে নিহত বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি জানিয়েছে জাতিসংঘ।
বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপ্পো।
বুধবার ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-ডিকাব আয়োজিত ডিকাব টক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপ্পো এ দাবি জানান। রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-বিস মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ডিকাব টক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপ্পো বলেন, বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে আমরা ব্যথিত। এই হত্যাকাণ্ডের আমরা সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করছি। এ বিষয়ে জাতিসংঘ থেকে একটি বিবৃতিও দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় বিস্মিত ও মর্মাহত বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য।
যুক্তরাজ্য হাইকমিশনের এক বার্তায় বলা হয়, 'বুয়েটে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আমরা বিস্মিত ও মর্মাহত। যুক্তরাজ্য বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রসঙ্গে নিঃশর্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

আবরার ফাহাদ স্মরণে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
আবরার ফাহাদের স্মরণে বুধবারও মোমবাতি প্রজ্বলন ও মিছিল করেছেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বুয়েটের শহীদ মিনার চত্বরে পূর্বঘোষিত এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনার চত্বর থেকে মৌন মোমবাতি মিছিল নিয়ে বুয়েট ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে একই জায়গায় ফিরে আসেন।
ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনকারীরা বলেন, সকালে আমরা সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলাম সন্ধ্যা ৭টায় ফাহাদ স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও মিছিল করা হবে। আন্দোলনের সেই ধারাবাহিকতায় এ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আমরা চাই, শিগগিরই দাবি মেনে নিয়ে ক্যাম্পাসে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা করবে।
এ সময় দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তারা।

পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
(বুয়েট) উপাচার্য প্রফেসর সাইফুল ইসলাম বলেছেন, 'আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। তাই আমার পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।' বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গায় বুয়েটছাত্র আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, 'আমাদের প্রভোস্টসহ আমরা সবাই জিম্মি ছিলাম। তাদের বের করতে পারছিলাম না। তারপরে আমাকে ঊর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি জানাতে হয়। মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয় জানেন আমি সারাদিন উনার সাথে যোগাযোগ করেছি।'
তিনি আরো বলেন, 'আমি যখন এদের বের করতে পারছি না, তখন আমি উনাকে খুঁজতে ছুটলাম। উনাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুম্বাইতে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। তখন আমি দাইনের জন্য অন্য জায়গায় গেলাম। লাইন করে যখন আসছি, ততক্ষণে আবরারের জানাজা শেষ হয়ে গেছে।'
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, 'হল প্রভোস্টরা খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে গেছেন। রাত তিনটার দিকে তারা খবর পেয়েছেন। রাত সোয়া একটার দিকেও আমি প্রক্টিরা ঘুরে এসেছি।' এর আগে নির্যাতনের ঘটনায় পদক্ষেপ নেননি কেনো, এমন প্রশ্নে জবাবে ভিসি বলেন, 'আমরা একটা ইনকোয়ারি করেছি। এর মধ্যে ইনকোয়ারি করে একটা শাস্তিও দিয়েছি।' বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবির ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমরাও এ দাবির ব্যাপারে একমত। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছি। আজকেই কথা হবে। আমরা এটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছি।'
ফাহাদের পরিবারের প্রতি শান্তনা প্রসঙ্গে ভিসি বলেন, 'আমার সন্তান হলেও একই অবস্থা হতো। আমি শান্তনা দেয়ার জন্যই এসেছি এখানে।' সে সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

র‌্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ব্যবস্থা নিতে নীতিমালা তৈরি, র‌্যাগিংবিরোধী কমিটি গঠন ও তদারকির জন্য অ্যান্টি র‌্যাগিং স্কোয়াড গঠন চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী। শিক্ষাসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর বুধবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ঐ নোটিশ পাঠান আইনজীবী ইশরাত হাসান।
নোটিশের ভাষ্য, র‌্যাগিংয়ে জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে জুনিয়র শিক্ষার্থীরা তথা নতুন শিক্ষার্থীরা অবমাননা ও হয়রানির শিকার হন। জুনিয়র শিক্ষার্থীরা ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন, যা শুধু মানবাধিকারের লঙ্ঘনই নয় বরং মৌলিক মৌলিক অধিকারেরও পরিপন্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে আসেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনেক তরুণ শিক্ষার্থী তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রজ ভাই ও বোনদের কাছ থেকে নেতিবাচক এবং করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন, যা তাঁদের মানসিকভাবে আহত করে। এতে ভুগে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই তাঁদের স্বপ্ন ও আশা ম্লান হয়ে যায়। শিক্ষা আচরণের নামে খেলার ছলে সিনিয়র শিক্ষার্থীরা জুনিয়রদের চরম অপমান করেন। র‌্যাগিংয়ের নামে দেশে ভয়ংকর, অমানবিক ও বিয়োগান্তক ঘটনাও ঘটেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও দেশে র‌্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান নেই। এখন পর্যন্ত র‌্যাগিং ও র‌্যাগিংয়ে ঝুঁকিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেই।
পরে আইনজীবী ইশরাত হাসান বলেন, র‌্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নীতিমালা তৈরি, শিক্ষার্থীদের জরুরি সহায়তার জন্য র‌্যাগিংবিরোধী কমিটি গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে র‌্যাগিং তদারকির জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অ্যান্টি র‌্যাগিং স্কোয়াড গঠনে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে নোটিশে। এ জন্য সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে। তা না হলে আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
বনানীর আগুনের ঘটনায় এবং অবৈধভাবে ভবন নির্মাণের দায়ে ৯৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। বাংলাদেশের এটি একটি ইতিহাস। আমি দুর্নীতি করবো না, করতেও দেবো না।' শ ম রেজাউল করিম বলেন, 'আমি একটি প্রবণতা লক্ষ্য করেছি, যেকোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সময় বাড়িয়ে ব্যয় বাড়ানো হয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনে সময় বাড়াবো, কিন্তু ব্যয় বাড়ানো না।'
শ ম রেজাউল করিম আরও বলেন, 'আমার কর্মকর্তারা যারা ছোট ছোট অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের সংশোধন হতে সময় দিয়েছি। সংশোধন না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চলমান অভিযান আমার কর্মকর্তাদের জন্য একটি ম্যাসেজ।'
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে গণপূর্তমন্ত্রী বলেন, 'জি কে শামীমকে কোনও কাজ দেওয়া হয়নি, কাজ দেওয়া হয়েছে তার কোম্পানিকে। তার কোম্পানির করা কোনও প্রকল্প কাজে যদি কোনও দুর্নীতি বা গাফিলতি থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার কিছু প্রকল্প আমরা ইতোমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছি। তারা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের অজুহাত তুলেছে। বাকি কাজ করার প্রয়োজন হলে আমরা রিটেন্ডার করবো। যে কাজগুলো চলছে সেগুলো কোয়ালিটি সম্পন্ন না হলে আমরা গ্রহণ করবো না।'
প্রধান প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে শ ম রেজাউল করিম বলেন, 'অভিযুক্ত প্রধান প্রেকৌশলীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে দুদক ও পুলিশ।'

ভারতে যাবে এলপিজি, প্রাকৃতিক গ্যাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এই চুক্তির বিরোধিতা করায় বিএনপির সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'যারা আজ এলপি গ্যাস বিক্রি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তারা ২০০১ সালে প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রির জন্য আমেরিকার কাছে মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। তাদের এখন এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অধিকার নেই।' সেই সময় আমেরিকাকে গ্যাস রপ্তানির আশ্বাস না দেয়ায় ক্ষমতায় ফিরতে পারেননি বলে জানান শেখ হাসিনা।
সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জানি প্রশ্নটা আসবে। ভারতে যে গ্যাস যাবে সেটা এলপিজি, এটা প্রাকৃতিক গ্যাস নয়। আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না। রিফাইনের পর তা ব্যবহারযোগ্য হয়। এছাড়া আমাদের দেশে গ্যাস উত্তোলনের সময় কিছু তেল আমরা পাই, যা থেকে পেট্রোল হয়, কিছু এলপিজি হয়।'
'দেশে এখন পাইপলাইনে গ্যাসের অভাব। এজন্য রান্নার কাজে আমদানি করে সিলিন্ডারে ভরে সরবরাহ করছি। আপনারা জানেন, আগে খুব অল্প পরিমাণে এলপিজি ছিল। দু'টি বেসরকারি এবং একটি সরকারি কোম্পানি আমদানি করত। এখন এটা বিভিন্ন কোম্পানি করছে। আমরা এটাতে উৎসাহিত করছি। এক সময় ১৬০০ টাকার সিলিন্ডার এখন ৯০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। দেশে এখন এলপিজির বেসরকারি অনুমোদিত ২৬টি, আগের আছে কয়েকটি কোম্পানি। আর ১৮টি কোম্পানি উৎপাদন করছে।' শেখ হাসিনা বলেন, 'ত্রিপুরায় যা দিচ্ছি এটা আমদানি করা গ্যাস। দেশে সরবরাহ করে কিছু ত্রিপুরা দিচ্ছি। যারা বলছেন গ্যাস দিয়ে দিচ্ছে, যারা এটা নিয়ে সোচ্চার, বিশেষ করে বিএনপি, তাদেরকে ২০০১ সালের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখন আমেরিকা আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস চায়। আমি বলেছিলাম দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে থাকলে দেব। এই কারণে তখন ক্ষমতায় ফিরতে পারিনি।'
বিএনপির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আজ যারা গ্যাস বিক্রি করে দিচ্ছে বলছে তারা কিন্তু গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল।'
২০০১ সালে সেই সময়ের তত্ত্বাবধায় সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বাসায় একটি দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেই বৈঠকে আমি, জিল্লুর রহমান, খালেদা জিয়া ও মান্নান ভূঁইয়া আমরা চারজন ছিলাম। সেখানে মার্কিন দূত গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দেন। আমি বললাম, আমরা দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ না করে এটা দিতে পারি না। আমি চলে এসেছিলাম। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও এসে আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। এতে আর ক্ষমতায় ফিরতে পারিনি।' দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশের স্বার্থ শেখ হাসিনা বিক্রি করে দেবে এটা কখনো হতে পারে না।'
বুয়েট মনে করলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারে : অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নেই, তবে বুয়েট মনে করলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে সম্প্রতি ভারত ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়া নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ মন্তব্য করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বুয়েটের কমিটি আছে, তারা যদি মনে করে বন্ধ (ছাত্ররাজনীতি) করে দিতে পারে। এখানে আমরা কোনো হস্তক্ষেপ করব না। এই যে ছেলেটাকে (বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ) হত্যা করল, এটা তো কোনো রাজনীতি না। বপ্লিনয়াকে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র রাউফুন বসুনিয়া) যে হত্যা করেছিল সেটা রাজনৈতিকভাবে।' ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ছাত্ররাজনীতি ব্যান্ড করে দিতে হবে- এটা তো মিলিটারি ডিক্টেটরদের কথা। এখানে রাজনীতিটা কোথায়? এর কারণটা কোথায়? এটা খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে।' শুধু ঢাকা নয়, সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা হল খুঁজে খুঁজে দেখা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বুয়েটের ছাত্ররা আছে, বুয়েট সিন্ডিকেট আছে, কমিটি আছে, তারা যদি মনে করে তাহলে বন্ধ করে দেবে। এখানে আমরা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করব না। তাই বলে ছাত্ররাজনীতিকে দোষারোপ করা, এটা তো রাজনীতি না।'
শেখ হাসিনা বলেন, 'এই দেশে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা কিন্তু ছাত্ররাই নিয়েছে। সেই ছাত্রলীগ করা থেকেই আমাদের তারা আন্দোলন। এই যে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা (আবরার হত্যা) বা এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তো সংগঠন করা নিষিদ্ধ আছে। বুয়েট যদি মনে করে তারা সেটা নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। এটা তাদের ওপর।'
তিনি বলেন, কিন্তু একেবারে ছাত্ররাজনীতি ব্যান্ড করে দিতে হবে, এটা তো মিলিটারি ডিক্টেটরদের (স্বৈরশাসক) কথা। আসলে তারা এসেই সবসময় পলিটিক্স ব্যান্ড, স্টুডেন্ট পলিটিক্স ব্যান্ড, রাজনীতি ব্যান্ড, এটা তো তারাই করে গেছে।'
ছাত্ররাজনীতি থাকার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আমাদের দেশের নেতৃত্ব উঠে এসেছে তো ঐ স্টুডেন্ট পলিটিক্স থেকেই। আমি ছাত্ররাজনীতি করেই কিন্তু এখানে এসেছি। দেশের ভালো-মন্দ চিন্তাটা আমার মাথায় ঐ ছাত্রজীবন থেকে আছে বলেই আমরা দেশের জন্য কাজ করতে পারি। কিন্তু যারা উড়ে এসে বসেন, তারা আসে ক্ষমতাটাকে উপভোগ করতে। তাদের কাছে তো দেশের ঐ চিন্তাভাবনা থাকে না। এইটা একটা শিক্ষার ব্যাপার, জানার ব্যাপার, ট্রেনিংয়ের ব্যাপার। এটা কিন্তু ঐ ছাত্ররাজনীতি থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আর আমাদের দেশের সমস্যা হলো বারবার এই মিলিটারি রুলাররা আসছে আর মানুষের চরিত্র হরণ করে গেছে। তাদেরকে লোভী করে গেছে। তাদেরকে ভোগবিলাসের লোভ দেখিয়ে গেছে।'
তিনি বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটেছে বলেই কিন্তু আমি ভাবি যে ছাত্ররাজনীতি ব্যান্ড। আমি যেখানে নিজেই ছাত্ররাজনীতি করে আসছি, সেখানে আমরা ব্যান্ড করব কেন? কোনো প্রতিষ্ঠান যদি করতে চায় সেটা করতে পারে। স্বাধীনতা ভালো তবে তা বালকের জন্য নয় এটাও একটা কথা আছে। স্বাধীনতার যে মর্যাদা দিতে পারবে না তার জন্য স্বাধীনতা ভালো না।'
কিসের ছাত্রলীগ, সে বিবেচনা করব না : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নিহত শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের বিচারে নিজের অবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'কিসের ছাত্রলীগ, সে বিবেচনা করব না। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হবেই। অপরাধী অপরাধীই।' শেখ হাসিনা বলেছেন, অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক, নিশ্চিত করা হবে সর্বোচ্চ শাস্তি।
বুধবার নিজের যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সফর নিয়ে করা সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। বেলা সাড়ে তিনটায় গণভবনে এই সংবাদ সম্মেলন হয়। প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই তাঁর দুই সফরের বিষয়ে কথা বলা শুরু করেন। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব।
সংবাদ সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রশ্নটিই ছিল আবরার হত্যা নিয়ে।
বুধবারের সংবাদ সম্মেলনে আবরার হত্যা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'কেউ যদি কোনো অপরাধ করে, তা কোন দলের কে করে, সেটা দেখি না। অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত করি।'
আবরার হত্যাকে 'অমানবিক' বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'একটা বাচ্চা ছেলে, ২১ বছর বয়স। তাকে কী অমানবিকভাবে হত্যা করেছে। পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছে।'
শেখ হাসিনা বলেন, 'এ ঘটনার পরই ছাত্রলীগকে বলেছি অভিযুক্তদের বহিষ্কার করতে। তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে। পুলিশকে বলেছি অপরাধীদের ধরতে। অনেকেই ধরা পড়েছে। ছাত্ররা নামার আগেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।'
কেউ যদি পানি পান করতে চায়, তা যদি না দিই তা কেমন দেখায়?
শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দিল্লি সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে বলেছিলেন, ফারাক্কা চুক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। যারা গঙ্গার মতো পানির কথা ভুলে যায়, তারা আবার ফেনী নদীর পানি নিয়ে কথা বলে।'
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শেখ হাসিনা ২২ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সফরের সময় ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে বক্তব্য দেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।
শেখ হাসিনা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এর পাশাপাশি জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।
প্রধানমন্ত্রী আইসিসির কৌসুলি ফাতোউ বেনসোউদা, বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার বিল গেটস, জাতিসংঘের মহাসচিবের উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নবিষয়ক বিশেষ দূত রানি ম্যাক্সিমা ও গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশনের অনারারি প্রেসিডেন্ট ইরিনা বোকোভার সঙ্গেও বৈঠক করেন। শেখ হাসিনা ভারত সফরের সময় ৫ অক্টোবর দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে তিনটি দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন। এ সময় তাঁদের উপস্থিতিতে সাতটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সই হয়। ভারতের কংগ্রেস দলের সভাপতি সোনিয়া গান্ধী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রিয়াংকা গান্ধীসহ তাজমহল হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
জুয়াড়িদের ভাসানচরে পাঠাতে চান প্রধানমন্ত্রী : ক্যাসিনো প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'যারা এখন ক্যাসিনো খেলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে বা এ ধরনের জুয়া খেলায় অভ্যস্ত, কেউ হয়তো দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ হয়তো নানা ফন্দি আঁটছে তদের বলছি, একটা দ্বীপ খুঁজে বের করেন, সেই দ্বীপে আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। ভাসানচর বিশাল দ্বীপ। এক পাশে রোহিঙ্গা আরেক পাশে আপনাদের ব্যবস্থা করে দেব। সবাই ওখানে চলে যান।' বুধবার বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চলমান ক্যাসিনো অভিযান প্রসঙ্গে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে হাস্যোজ্জ্বলে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা। নিউইয়র্ক ও ভারত সফর নিয়ে বিভিন্ন সফলতা এবং অভিজ্ঞতা জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি বাস্তবতা বলছি, অভ্যাস যখন বদঅভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, এ বদঅভ্যাস তো যাবে না। বার বার খোঁচাখুঁচি করতে হবে। তাই বার বার খোঁচাখুঁচি না করে একটা জায়গাই দিয়ে দেব।'
তিনি বলেন, 'ভাসানচরে এক সাইডে যদি ব্যবস্থা করে দেই, ওটা খুব বড় চর, অসুবিধা নাই। ১০ লাখ লোককে বসতি দেয়া যাবে। তারা তারা করতে চান তারা যান, নীতিমালা তৈরি করেন, লাইসেন্স নিতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে, তারপর যে ইচ্ছে খেলুক আমার কোনো আপত্তি নাই। এতে সরকারের আয় বাড়বে, দেশের উন্নয়নে কাজে লাগবে।'
শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'যেখানে যেখানে অনিয়ম আছে সেখানেই আমরা ধরব। কতদূর যাবে আর কতদূর যাবে না সেটা কোনো কথা নয়। এটা বহুদিন ধরে ছিল, কেউ কখনও বলেনি, খেয়ালও করেনি। আমি যদি বলি আপনারা সাংবাদিকরা কোনো দিন বলেননি যে এ রকম একটা অনিয়ম হচ্ছে। এত খবর আপনারা রাখেন, আপনাদের ক্যামেরা এত জায়গায় ঘুরে। তো কই এই জায়গায় কেন পৌঁছায় নাই? সে প্রশ্নের জবাব কি দিতে পারবেন? পারবেন না। বাস্তবতা হলো আমি যখনই এ খবর পেয়েছি তখনই ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এ রকম ব্যবস্থা নিতেই থাকব।'
তিস্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন নরেন্দ্র মোদি : তিস্তার পানিবণ্টনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আশ্বস্ত করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে পানি সমস্যার সমাধান করা হবে। বুধবার বিকেলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। নিউইয়র্ক ও ভারত সফর নিয়ে বিভিন্ন সফলতা ও অভিজ্ঞতা জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী ফেনী নদীর পানিবণ্টনের চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'ত্রিপুরায় যে পানি দেয়া হচ্ছে, তা হচ্ছে খাবার পানি। কেউ খাবার পানি চাইলে, তা যদি না দিই, তাহলে কেমন হয়!'

আত্মজীবনী লেখায় অনীহা শেখ হাসিনার

বিশেষ প্রতিবেদক
বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে যখন অনেকেই প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন, তখন দীর্ঘতম সময় দেশ শাসন করলেও আত্মজীবনী লেখায় অনীহা শেখ হাসিনার।
রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও কয়েকটি বই ইতোমধ্যে লিখেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। লেখালেখির সেই চর্চায় বন্ধু বেবী মওদুদ ছিলেন সঙ্গী।
বুধবার সংবাদ সম্মেলনে আত্মজীবনী লেখায় অনীহার কথা জানানোর সঙ্গে বেবী মওদুদকে হারানোর বেদনার সুরও ছিল শেখ হাসিনার কণ্ঠে।
জাতিসংঘে ও ভারত সফর নিয়ে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে লেখক-সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, 'পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লিখবেন কি না?'
উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, 'আত্মজীবনী-টিবনী লেখার খুব একটা ইচ্ছে আমার নেই। এই কারণেই নেই যে বাংলাদেশে আমি কী লিখব, আর কেনইবা লিখব?'
পঁচাত্তর ট্র্যাজেডির পর প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন শেখ হাসিনা; লড়াই করে তার এই পথচলা থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়ার কথা সম্প্রতি জানিয়েছেন ভারতের প্রায় এক যুগের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাতনী প্রিয়াংকা গান্ধী। ৩৮ বছর ধরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করে চলা শেখ হাসিনা সবমিলিয়ে ১৫ বছরের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রীর পদ সামলাচ্ছেন।
রাজনীতির পাশাপাশি শেখ হাসিনার লেখা ও সম্পাদনা করা বইয়ের সংখ্যাও দুই ডজনের বেশি। এর মধ্যে রয়েছে শেখ মুজিব আমার পিতা, সামরিক বনাম গণতন্ত্র, ওরা টোকাই কেন, বিপন্ন গণতন্ত্র, সাদা কালো, স্বৈরতন্ত্রের জন্ম।
এই লেখালেখিতে চলে আসে বেবী মওদুদের কথা।
শেখ হাসিনা-বেবী মওদুদ: বন্ধুত্ব অমলিনশেখ হাসিনা-বেবী মওদুদ: বন্ধুত্ব অমলিন
শেখ হাসিনা বলেন, 'আসলে আমি লেখক না। আপনারা জানেন যে, আমার বান্ধবী বেবী মওদুদ। আমরা সেই ইউনিভার্সিটি থেকে একসঙ্গে পড়ি।
'মাঝেমধ্যে একটা কিছু লিখতাম। ও (বেবী মওদুদ) এসে দেখত। দেখেই বলত, এটা শেষ করতে হবে। অনেকটা বলতে গেলে, ওর কারণেই কিছু, হয়ত আমি লিখে রেখে দিয়েছি একটা। কোনো একটা বিষয় দেখলাম, লিখলাম। সে ওটা সাথে সাথে নিয়ে যেত। 'আসলে আমার লেখাগুলি সংগ্রহ করে করে সে বই ছাপাত। ওইভাবেই লেখাগুলি কিছু এসেছে।'
শেখ হাসিনা বলেন, 'অনেক সময় ও (বেবী মওদুদ) নিয়মিত ফিচার লিখত। সেটা আবার আমাকে দিত দেখতে। আমি হয়ত বলতাম এটা হবে না, ওভাবে।'
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে একসঙ্গে পড়েছেন শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী প্রকাশের ক্ষেত্রেও ভূমিকা ছিল বেবী মওদুদের
ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে ২০১৪ সালে মারা যান বেবী মওদুদ। তখন তিনি ছিলেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সোশাল অ্যাফেয়ার্স এডিটর।
নিয়মিত না লিখলেও মাঝে মধ্যে কেউ যদি লেখা চায়, তৎক্ষণাৎ লিখে দিতে পারার কথা জানান শেখ হাসিনা।
এখন কাজকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কাজ করে যাচ্ছি দেশের জন্য। কেন করে যাচ্ছি? করি একটাই কারণে। আমার বাবা এই দেশটা স্বাধীন করেছেন। উনার খুব স্বপ্ন ছিল, খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল এই দেশটাকে নিয়ে, মানুষগুলিকে নিয়ে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ এত কষ্টে ছিল, এত দুঃখে ছিল। উনি সবসময় চাইতেন যে, এই মানুষদের জীবনটাকে পরিবর্তন করে উন্নত জীবন দিতে।'
১৯৭৫ সালে সপরিবারে হত্যা করা হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেসময় বিদেশে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।
'আমার মত যারা এইরকম সর্বহারা হয়, তাদের তো কাজ করার মতো মানসিকতা থাকে না,' মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।
শেখ হাসিনা তার পারিবারিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ওই একটাই চিন্তা। আমার বাবা যখন কাজ করেছেন। আমার মা তো কিছু চাননি। নিতান্ত সাদাসিদে জীবন-যাপন করে গেছেন এবং সবসময় বাবার পাশে থেকেছেন। 'পাশাপাশি দেখেছি আমার দাদা-দাদিকে। এরকম বাবা-মা পৃথিবীতে খুব কম লোক পেতে পারে যে, বাবা-মা বলে নাই যে, ছেলে বড় করছি। ছেলেকে লেখাপড়া শেখালাম, পয়সা কামাই করতে হবে। আমাদের চালাবে- তা নয়। উল্টো ছেলের কী লাগবে।'
'কাজেই আমার লেখারও ইচ্ছা নাই, চিন্তাও নাই,' বলেন শেখ হাসিনা।

জনশক্তি কর্মসংস্থানে টাকার লেনদেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
অভিযানের সময় উপস্থিত আনসার সদস্য এবং কিছু দালাল শ্রমিকদের সরলতার সুযোগে সেবা দেওয়ার বিভিন্ন স্তরে তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন বলে প্রমাণ পায়। দলটি জানতে পারে, ফিঙ্গারপ্রিন্টের ফরম বিনা মূল্যে দেওয়ার কথা থাকলেও সেগুলো দালাল ও আনসার সদস্যরা ১০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেন। এ ছাড়া টাকার বিনিময়ে ফিঙ্গারপ্রিন্টের সিরিয়াল এগিয়ে দেওয়ার প্রমাণও পায় দলটি।
দুদকের দলটি তাদের চিহ্নিত অনিয়মগুলোর বিষয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ঢাকা অফিসের সহকারী পরিচালক জান্নাতুল ফিরদাউসের সঙ্গে কথা বলে। তাৎক্ষণিকভাবে দু'জন আনসার সদস্যকে বদলি করা হয়। এ ছাড়া দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধে ঐ অফিসের আশপাশের ফরম বিক্রির দোকানগুলো বন্ধের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সুপারিশ করে দুদক দল।
খুলনায় 'জমি আছে, ঘর নাই' প্রকল্পে নাম তোলার কথা বলে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আরেকটি অভিযান চালিয়েছে দুদক। দিঘলিয়া উপজেলার যোগীপোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা সমন্বিত জেলা কার্যালয় থেকে ঐ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঐ প্রকল্পের বিষয়ে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করে প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে অভিযান পরিচালনাকারী দল। পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণে ঘর নির্মাণে মন্ত্রণালয়ের ডিজাইন অনুসরণ না করা, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, দালানঘর আছে এমন ব্যক্তিকে প্রকল্পের ঘর দেওয়া এবং অনেকের কাছ থেকে ঘরপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে নিয়ে ঘর বরাদ্দ না দেওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পায় দুদক দলটি। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের সুপারিশ করে কমিশনে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে অভিযান পরিচালনাকারী দল।
এ ছাড়া রাস্তায় ড্রেন নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ এবং গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ও টুঙ্গিপাড়া সরকারি হাসপাতালে রোগীদের হয়রানির অভিযোগে তিনটি আলাদা অভিযান চালানো হয়েছে বলে দুদক জানিয়েছে।

ডিআইজি প্রিজন্সের বিরুদ্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সাফল্যের কীর্তিগাথা রচিত হয়। তার হাতের ছোঁয়ায় ও নানামুখী কর্মকাণ্ডের বন্দীরা পেয়েছেন আলোর পথের ঠিকানা। এসবের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন বিভিন্ন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে। বজলুর রশিদের এইসব সাফল্যকে খাটো করতে কারাভ্যন্তরের একটি মহল ষড়যন্ত্র করে তাকে হেনাস্থার পথ বেছে নিয়েছেন।
ডিআইজি প্রিজন বজলুর রশিদ বলেন, এককভাবে বদলি করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। এছাড়াও নিয়োগ দেওয়া এবং কোন নিয়োগ কমিটির সদস্য আমি না। কারা অধিদপ্তরের ডিআইজি প্রিজন হিসেবে প্রায় ৩ বছর কর্মরত আছি। তাই আমার খ্যাতি নষ্ট করে ব্যক্তি স্বার্থে অন্যকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা খবর ছড়ানো হচ্ছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এস.এস. (অনার্স), এম.এস.এস. সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়ালেখা শেষ করে ১৯৯৩ সালের ১৬ আগস্ট সরাসরি জেল সুপার পদে চাকরিতে যোগদান করেন বজলুর রশিদ। এরপর তিনি জেল সুপার হিসেবে বরগুনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি এবং সিনিয়র জেল সুপার হিসেবে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর কারাগারে চাকরি করেন। ২০০৩ সাল থেকে তিনি পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি প্রিজন্স পদে তিনি চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ এবং বর্তমানে কারা অধিদপ্তরে ডিআইজি প্রিজন্স সদর দপ্তর পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ ৩০ টি কোর্স এ প্রশিক্ষিত। বিদেশে কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, স্পেন, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্কসহ মোট ১১ টি দেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এছাড়া ডিআইজি প্রিজন্স কর্মজীবনে বহু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তার কৃতিত্ব বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। কারা বিভাগে একাধিক তদন্তে কারাবিধী আইন মেনে সঠিক তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ জেলের একজন সৎ, আদর্শবান কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ কারা বিভাগ পুরস্কার, দক্ষ কারা প্রশাসক, কারা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক বিরোধী, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায়, সমাজ সেবা, সমাজ উন্নয়ন, মানবকল্যাণ, প্রশাসন, সাহিত্যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ইত্যাদিতে তিনি ১৪৬ টি পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে ২৭টি স্বর্ণপদক, ৯টি পদক, ৩০টি অ্যাওয়ার্ড, ৮২টি সম্মাননা ও ৬০টি সনদপত্র অর্জন করেন।

অবৈধ ডিটিএইচের মাধ্যমে বছরে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
তাদের কাছ থেকে ১ বছরের ফি নেয়া হয়। কারণ, কোম্পানি বিদেশি হওয়ায় প্রতিমাসে ফি নেয়া কঠিন। সেসব টাকাও আবার হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়। এভাবে দেশ থেকে প্রতিবছর ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকা বা এরও বেশি পাচার হচ্ছে।' 'এটি চলতে দেয়া যায় না। আমরা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি, ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। যারা এসব ডিভাইস ব্যবহার করছেন, তাদের ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এসব সরিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবো এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'
তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এত দিন বাংলাদেশের টেলিভিশনে যেসব বিদেশি সিরিয়াল চলছিল, সেগুলোর জন্য অনুমতি নেয়ার কোনো বালাই ছিল না। অনুমতি ছাড়াই বিদেশ থেকে সিরিয়াল এনে ডাবিং করে বিভিন্ন টিভিতে চালানো হচ্ছিল। কিন্তু এটি হওয়া সমীচীন নয়। তাই আমরা ইতোমধ্যেই নির্দেশনা জারি করেছি যে, বিদেশ থেকে আনা যেকোনো সিরিয়াল চালানোর জন্য সরকারের অনুমোদন লাগবে।'
'একটি বিদেশি সিনেমা আমদানির জন্য অনুমোদন লাগে। সিনেমা তো তিন ঘণ্টা চলে সেখানে সিরিয়াল ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে। এ ছাড়া সিরিয়াল অনেক বেশি মানুষ দেখে, এ জন্য অবশ্যই অনুমোদন লাগবে।'
তিনি বলেন, 'বর্তমানে যেসব সিরিয়াল চলছে সেগুলোর জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমোদনের জন্য আবেদন করছে। এসব সিরিয়াল যেন বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্য প্রাথমিকভাবে এসব সিরিয়ালের অনুমোদন দিচ্ছি। তবে সিরিয়াল যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটা প্রিভিউ কমিটি থাকতে হবে। খুব সহসা একটা প্রিভিউ কমিটি করে দেব। এই কমিটির মাধ্যমে এগুলো অনুমোদন দেয়া হবে।'

বুধবার নয়াপল্টনের যাদু মিয়া মিলনায়তনে বিপ্লবী চে গুয়েভারের ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ ন্যাপ নেতৃবৃন্দ —পাঞ্জেরী

শোষণ মুক্তির লড়াই-সংগ্রামে প্রেরণার উৎস চে'গুয়েভারা : ন্যাপ মহাসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
পৃথিবী থেকে শারীরিকভাবে বিদায় নেয়ার ৫২ বছর হয়ে গেলেও 'চে'র প্রাসঙ্গিকতা আজো বিন্দুমাত্র কমেনি বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশ ন্যাপ মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া বলেন, এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অজস্র নির্যাতিত-শোষিত মানুষের শোষণ মুক্তির লড়াই-সংগ্রামে প্রেরণার উৎস 'চে' অর্থাৎ বিপ্লবী চে গুয়েভারা।

৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী

তিনি বলেন, যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, এখনও অনেক লড়াই বাকি। স্বাধীন বাংলাদেশে দুঃখ দারিদ্র্য শোষণে অভ্যস্থ মানুষ। ক্ষমতালোভী শকুনরা রক্তের হুলি খেলছে প্রতিনিয়ত। সাধারণ ও দেশপ্রেমিক মানুষরা হয়ে গেছে শক্তির দাস। শক্তির মোহের অন্ধ হয়ে বিরোধী মতের সাধারণ মানুষকেও হত্যা করতে কুন্ঠিত হচ্ছে না। এ সময় বড্ড প্রয়োজন চে'র সংগ্রামের পথে পরিচালিত হওয়া। বুধবার নয়াপল্টনের যাদু মিয়া মিলনায়তনে বিপ্লবী চে গুয়েভারার ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ আয়োজিত প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, পৃথিবীর তাবৎ অসহায়-নির্যাতিত মানুষদের প্রতি গভীর ভালোবাসার মহৎ অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত 'চে' মনে করতেন এই মহৎ গুণের অধিকারী ছাড়া একজন প্রকৃত বিপ্লবী হতে পারে না। ভালোবাসার এই মহৎ অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসহায়-নির্যাতিত মানুষদের প্রতি শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াকে তিনি তাঁর জীবনের তথা একজন বিপ্লবীর জীবনের প্রকৃত কাজ মনে করতেন।
ন্যাপ মহাসচিব বলেন, 'চে'কে দৈহিকভাবে হত্যা করা সম্ভব হলেও তার আদর্শকে ধ্বংস করতে পারেনি লুটেরা শক্তি। আজো পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী ও মুক্তিকামী মানুষ 'চে'র আদর্শকে ধারণ করে। 'চে'র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় শোষিত মানুষ, গড়ে তুলে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম। তিনি বেঁচে আছেন গণমানুষের হৃদয়ে, বেঁচে থাকবেন গণমানুষের প্রতিটি মুক্তির লড়াই-সংগ্রামে।
ন্যাপ মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া'র সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন- ন্যাপ ভাইস চেয়ারম্যান স্বপন কুমার সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামাল ভুইয়া, মহানগর সভাপতি মো. শহীদুননবী ডাবলু, যুগ্ম সম্পাদক মো. শামিম ভুইয়া, শাহ মো. শাহ আলম ও যুব নেতা বাহাদুর শামিম আহমেদ পিন্টু প্রমুখ।

চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বাইপাস সার্জারি পরবর্তী ফলোআপ চিকিৎসায় আজ বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুর যাবেন।
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপ-প্রধান তথ্য অফিসার মো. আবু নাছের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে। গত ২০ মার্চ কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা. সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি সম্পন্ন হয়।

'দুর্যোগ মোকাবিলায় মহড়া সহায়ক'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণকে সচেতন করতে এবং পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে মহড়া সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
প্রতিমন্ত্রী বুধবার ঢাকায় আগারগাঁওয়ে পঙ্গু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত মহড়ায় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শাহ্ কামাল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও বজ্রপাত অন্যতম। আগাম সতর্কবার্তা এসব দুর্যোগের ঝুঁকি বা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে। তিনি বলেন, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে অনেক হ্রাস পেয়েছে। কারণ সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্বের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে তা সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে দুর্যোগে ববহারের জন্য সরবরাহ করেছে।

নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন ৫ কারখানাকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
রাজধানীর দুই এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনের দায়ে পাঁচ কারখানাকে সোয়া ছয় লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাকসুদুল ইসলামের নেতৃত্বে লালবাগ ও চকবাজার এলাকায় এই অভিযান চলে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাকসুদুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কারখানাগুলো আইন ভেঙে পলিথিন উৎপাদন করে আসছিল। ফাইল ছবিফাইল ছবি'এ কারণে কারখানাগুলোর পাঁচ মালিক আব্দুর রহিম, আব্দুর রহমান, মো. নজরুল, মো. শাহীন ও মো. খাইরুলকে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা করে মোট ছয় লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।' এছাড়া পাঁচ টন পলিথিন জব্দ করে কারখানাগুলো সিলগালা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বিপণন ও বাজারজাতকরণের ওপর ২০০২ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নিষিদ্ধ হলেও বহুল ব্যবহারের কারণে শুধু রাজধানীতেই প্রতিদিন দুই কোটি পলিথিন জমছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এই পলিথিনকে ঢাকার জলাবদ্ধতার জন্যও দায়ী করা হয়।

আন্তর্জাতিক

সৌদি আরব রক্তপাত থামালেই আলোচনা : ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

সৌদি আরব নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত (ইয়েমেন যুদ্ধ) থামালেই দেশটির সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে ইরান। তখন আঞ্চলিক ইস্যুগুলো নিয়ে রিয়াদ আলোচনা করতে চাইলে তেহরান সে আহ্বানে সাড়া দেবে। আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করতে তেহরান পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। মঙ্গলবার এমন মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ জাওয়াদ জারিফ।
সৌদি যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমান ইরানের সঙ্গে তার দেশের সম্ভাব্য আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে ইরাক ও পাকিস্তানের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জারিফ ঐ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, সৌদি আরব যখন ইরানের সঙ্গে সংলাপের আগ্রহ প্রকাশ করেছে তখন তাকে 'মানুষ হত্যা' বাদ দিয়ে আঞ্চলিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার মানসিকতা পোষণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে রিয়াদ তেহরানকে তার পাশে পাবে। জারিফ বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে পরস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা ইরানের ঘোষিত নীতি। এই নীতির ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে 'হরমুজ শান্তি' পরিকল্পনা উত্থাপন করেছেন এবং 'আশার জোট' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন।
এর আগে ২০১৯ সালের ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সৌদি আরব সফর করেন। এ সময় রিয়াদ ও তেহরানের মধ্যে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নিতে তাকে অনুরোধ করেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস)। যুবরাজ ইমরান খানকে বলেন, 'আমি যুদ্ধ এড়াতে চাই।' নিউ ইয়র্কে সাম্প্রতিক জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন পাকিস্তানি নেতা। রিয়াদের পক্ষ থেকে ইরাককেও অনুরোধ করা হয়েছে তারাও যেন এ ব্যাপারে ইরানি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে।
মূলত ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের দুই তেল স্থাপনায় হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে রিয়াদ। ঐ হামলার পর সৌদি আরবের তেল উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসে। এরপরই ইরানের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে পাকিস্তান ও ইরাকের শরণাপন্ন হন এমবিএস নামে পরিচিত সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

লেবাননের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আমিরাতের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
লেবাননের ওপর থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দীর্ঘদিন ধরেই নিজ দেশের নাগরিকদের লেবানন সফরে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছিল আমিরাত। মঙ্গলবার এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। ফলে এখন থেকে স্বাভাবিকভাবেই লেবাননে সফর করতে পারবেন আমিরাতের নাগরিকরা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব খালিদ বেলহুলের বরাত দিয়ে এমিরেটস নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, লেবাবনন সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তা এবং এ বিষয়ে নিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া আরব আমিরাত এবং লেবাননের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরও জোর দেয়া হচ্ছে।
আবু ধাবিতে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী সাদ হারিরির আকস্মিক সফরের পরই নতুন এই সিদ্ধান্ত জানানো হলো। এই সফরে তিনি আমিরাত-লেবানন ইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্সে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

ট্রাম্পের অভিশংসনে সহযোগিতা না করার ঘোষণা হোয়াইট হাউসের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিশংসনের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা না করার ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস। এক চিঠিতে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দপ্তর। প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের অভিশংসন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করবে না হোয়াইট হাউস। এর ফলে প্রতিনিধি পরিষদের যে তিনটি কমিটি ট্রাম্পের অভিশংসন নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে তারা সরকারের পক্ষ থেকে আর কোনও তথ্য পাবে না। সরকারি কোনও কর্মকর্তাও আর তাদের ডাকে সাড়া দেবেন না। প্রতিনিধি পরিষদের ঐ তিনটি কমিটিরই প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিরা। হোয়াইট হাউসের এ পদক্ষেপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রের দুই প্রধান শাখার মধ্যে সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব জটিল আকার ধারণ করতে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, এই অভিশংসন প্রক্রিয়া সংবিধানসম্মত নয় এবং এ সংক্রান্ত যে তদন্ত শুরু হয়েছে তার কোনও আইনি ভিত্তি নেই। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের মধ্যকার একটি টেলিফোন আলাপ ফাঁস হয়। ঐ ফোনালাপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে রীতিমতো চাপ দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প। ঐ ফোনকলের অনুলিপিও গোপন করতে চেয়েছিল হোয়াইট হাউস। যদিও শেষ পর্যন্ত ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হোয়াইট হাউসের ফোনকলের প্রতিলিপিতে দেখা গেছে, ট্রাম্প গত ২৫ জুলাই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এই তদন্তের জন্য বারবার চাপ দিচ্ছিলেন। ঐ ফোনালাপের ভিত্তিতে গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করার পর ট্রাম্পের অভিশংসনের দাবি সামনে আসে।

আবারও সৌদি যুবরাজ-ব্যবসায়ীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
সৌদির বেশ কয়েকজন যুবরাজ এবং ব্যবসায়ীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। অ্যান ওল্ড ডিপ্লোমেট নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কিছু নথি প্রকাশ করে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ঐ টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দাবি করা হয়েছে যে, বেশ কয়েকজন যুবরাজ এবং ব্যবসায়ীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।
সৌদিতে ব্যবসায়ী এবং যুবরাজদের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে বড় ধরনের অভিযানের পর এটা দ্বিতীয় অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। সে সময় সৌদির বেশ কয়েকজন যুবরাজকে রিটজ কার্লটন হোটেলে বন্দি করে রাখা হয় এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।
ঐ টুইটার অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে যে, রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত যুবরাজ শেখ আজলান আল আজলানের বিশাল এলাকাজুড়ে থাকা জমি বাজেয়াপ্ত করেছেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। ঐ জমি বিক্রির চেষ্টা করছিলেন যুবরাজ শেখ আজলান আল আজলান। কিন্তু তাকে ঐ সম্পদ বিক্রি থেকে বাধা দেয়া হয় এবং পরে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়।
অপর এক টুইট বার্তায় বলা হয়েছে, যুবরাজ হামাদ বিন সাইনানের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রিয়াদ আল মুস্তাকবাল রিয়েল ইস্টেট, আবদুল রাহমান আল শেখ এবং মোহাম্মদ আল আইদানের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া ওলায়া রিয়েল ইস্টেট কোম্পানি, ইউনিস মোহাম্মদ আল আওয়াদ, ইব্রাহিম বিন সাইদান এবং ইব্রাহিম আল হারাবি নামের বেশ কয়েকটি রিয়েল ইস্টেট কোম্পানির সম্পদ বাজেয়াপ্তের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া বালশাহ সালমানের ভাই প্রিন্স বদর বিন আবদুল আজিজের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হবে। ঐ তালিকায় প্রিন্স মুসা, আদিল আল মুসা এবং সালেহ সুকাইরের নামও রয়েছে।
এর আগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি যুবরাজ ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালানো হয়। ঐ অভিযানে অনেক যুবরাজের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের দীর্ঘদিন সৌদির বিখ্যাত রিটজ কার্লটন হোটেলে বন্দি করে রাখা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য →

মার্কেন্টাইল ব্যাংকে কেওয়াইসি নীতিমালা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

অর্থনীতি ডেস্ক ▸
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে 'Profiling Customers KYC, TP & Risk Grading To Prevent Bank from Fraudulent Activities' and 'CIB Online Reporting and its Impact on Credit Judgment' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৪৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী উভয় ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি, সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যাংকিং অপারেশন নিশ্চিত করতে কেওয়াইসি নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা, গ্রাহকের লেনদেন যাচাই ও ঝুঁকি নিরুপন যথাযথভাবে অনুশীলনের তাগিদ দেন। একইসাথে সিআইবি অনলাইন রিপোর্টিং এবং ক্রেডিট জাজমেন্টের ওপর এর প্রভাব কেমন তা বুঝতে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্দেশনা দেন তিনি। এ সময় মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল জাভেদ তারিক এবং ভিপি ও জেনারেল ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ খোরশেদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনে চীন যাচ্ছে ২৫ প্রশিক্ষণার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে ২৫ প্রশিক্ষণার্থী চীন যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা।
তিনি বলেন, সমঝোতা স্মারক অনুসারে চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা ৪ (চার) বছর মেয়াদী এ কোর্সের প্রথম বছর জনশক্তি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমইটি) পরিচালিত ৬টি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) থেকে সমাপন করে পরবর্তী তিন বছর চীনের জিয়াংসু মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে সম্পন্ন করবে। কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীরা চায়নাশিপে কাজ করার সুযোগ পাবে। প্রথম ব্যাচ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে পরবর্তীতে প্রতি বছর ৭৫ জন করে প্রশিক্ষরণার্থী চীনে এ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে চীনে গমন উপলক্ষে বুধবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেলিম রেজা এ কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. সারোয়ার আলম, বিএমইটির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মো. নুরুল ইসলাম প্রমুখ।
সেলিম রেজা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী। আর এ মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হবে। সেইসঙ্গে একেকজন প্রশিক্ষণার্থীকে শুভেচ্ছা দূতের মতো কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশি তরুণদের হাতেই হচ্ছে জাপানি মোটরসাইকেল

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি ▸
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার বাউশিয়া এলাকার আব্দুল মোমেন অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরিটিতে কয়েক শতাধিক মেধাবী তরুণ ব্যস্ত মোটরসাইকেল তৈরির কাজে। কেউ মোটরসাইকেলের তেলের ট্যাংকি প্রস্তুত করছেন, কেউ বা চাকা। এক কথায় মোটরসাইকেল তৈরির সব ধরনের কাজই করছেন বাংলাদেশের একদল মেধাবী তরুণ।
এদের মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদ নাহিন আহমেদ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা সম্পন্ন করে ২০১৩ সাল থেকে মোটরসাইকেল তৈরির কাজ করছেন নিপুণ হাতে। তিনি ঐ ফ্যাক্টরি ম্যানেজার (প্রোডাকশন প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল) হিসেবে কর্মরত। সকাল ৮টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তাকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হয়। তিনি বলেন, আমাকে জাপানি মোটরসাইকেল তৈরির সব ধরনের কাজ করতে হয়। আমাদের কাজ দেখে জাপানিরা বসেরা অনেক খুশি।
আরেক মেধাবী তরুণ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (নারায়ণগঞ্জ) শিপ বিল্ডিংয়ের ওপর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। পরে সিঙ্গাপুর থেকে হাইয়ার ডিপ্লোমা করেছেন মেরিন এন্ড অপসর টেকনোলজির ওপর। ২০১২ সাল থেকে সিঙ্গাপুরে সাড়ে চারবছর জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। এরপরে ২০১৮ সাল থেকে হোন্ডা কারখানায় সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। নজরুল বলেন, আমি মোটরসাইকেলের মূল ফ্রেম ও সুইং আর্মসহ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেম তৈরি করি। ফ্রেম তৈরির কাঁচামাল ভারত থেকে আসে। টেকনোলজির বিষয়ে জাপান এক্সপার্ট প্রশিক্ষণ দেয়। বাকি কাজগুলো আমাকে করতে হয়।
সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, কারখানায় মোটরসাইকেল তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের সেকশন রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম ওয়েলডিং, পেইন্টিং, অ্যাসেম্বল, ভেহিক্যাল কোয়ালিটি, পার্টস কোয়ালিটি, মেটেরিয়াল সার্ভিস ও কাস্টমার সার্ভিস সেকশন। এসব সেকশনে কাজ করছেন ৫০০ জন বাংলাদেশি মেধাবী তরুণ। নামমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন জাপানি রয়েছেন। বাকি সব কাজ হচ্ছে বাংলাদেশি তরুণদের হাতের স্পর্শে।
আরেক স্বপ্নবাজ সাকিব মাহমুদ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর বিএসসি করেন ২০১৪ সালে। তিনি ঐ ফ্যাক্টরিতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (অয়েল শপ) হিসেবে কাজ শুরু করেন। মোটরসাইকেলের চেচিজ উৎপাদন করাই তার অন্যতম কাজ। মানবদেহে যেমন কংকাল ঠিক তেমনিই মোটরসাইকেলে চেচিজ। চেচিজে ফুয়েল ট্যাংক, ইঞ্জিন থেকে শুরু করে সবকিছুই বসে। মোটরসাইকেলের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টস তৈরি করছেন তিনি। সাকিব মাহমুদ বলেন, সবাই এখানে খুশি মনে কাজ করেন।
মোটরসাইকেলের সেলিং ও উৎপাদনে হোন্ডা নাম্বার ওয়ান। সুনামের সঙ্গে এই জাপানি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা গর্বেরও। মুন্সিগঞ্জে ২৫ একর জমির ওপর প্রায় ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে যৌথভাবে এই ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছে হোন্ডা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন। প্রাথমিকভাবে এই ফ্যাক্টরিতে বছরে এক লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদন করছে। তবে সামনে বছরে দু'লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদনের তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিমিহিকো কাতসুকি বলেন, হোন্ডা ফ্যাক্টরি মূলত বাংলাদেশি তরুণদের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। সবাই একদিকে যেমন মেধাবী অন্যদিকে কর্মঠও। ফলে আমরা এই ফ্যাক্টরিতে দ্রুত সাফল্য পেয়েছি। সামনে এই ফ্যাক্টরিকে নিয়ে নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ রয়েছে। এসব উদ্যোগ বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের হাতেই সাফল্য পাবে। মাত্র নয় থেকে ১০ মাসের মধ্যে এই (হোন্ডার) ফ্যাক্টরি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। বছরে দু'লাখ মোটরসাইকেল তৈরি করা যাবে এখানে। এই সাফল্যকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে সরকার।
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্যাক্টরি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, এই মোটরসাইকেল কারখানা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশে কম সময়ে ব্যবসা শুরু করা যায়। আমি মনে করি, অন্য জাপানি যে কোম্পানিগুলো আছে তারাও হোন্ডার দেখাদেখি উৎসাহিত হয়ে বিনিয়োগ করবে। অন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোও আসবে। আমি মনে করি বিশ্বের অন্যান্য দেশের থেকে বাংলাদেশি তরুণেরা অনেক মেধাবী। দেশি তরুণদের হাত ধরে বিদেশি কোম্পানিগুলো আরও সাফল্য পাবে।

ডিবিএল সিরামিকসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন জয়া আহসান

অর্থনীতি ডেস্ক ▸
ডিবিএল সিরামিকস লিমিটেডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। গত ৩ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঐ তারকার নাম ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়া আহসানসহ ঐ প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম এ কাদের, বায়েজিদ বাশার, ডিজিএম প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট এম আবু হাসিব রন, হেড অব সেলস এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। জয়া আহসান বলেন, দেশখ্যাত সিরামিক টাইলস ব্র্যান্ড ডিবিএল সিরামিকসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। এই কোলাবোরেশনের মাধ্যমে দেশের মানুষকে খুব ভালো কিছু উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ঐ প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম এ কাদের বলেন, জয়া আহসানের মতো এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুণী অভিনেত্রীকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা সত্যিই আনন্দিত এবং আমরা আশা রাখি একসঙ্গে আমরা বহুদূর এগিয়ে যাবো। ডিবিএল সিরামিকস সর্বদা উদ্ভাবনী নকশা ও গুণগত মানের সিরামিক টাইলস দিয়ে ক্রেতার মন জয় করার চেষ্টা করছে।

সিটি ব্যাংকের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা

অর্থনীতি ডেস্ক ▸
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ব্যাংক তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করবে। কোম্পানির প্রান্তিক প্রকাশের পর্ষদ সভা আগামী ১৫ অক্টোবর বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সভায় কোম্পানির ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯ সমাপ্ত সময়ের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-জুন,১৯) কোম্পানির শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৯১ পয়সা।

আজ আইএফআইসি ব্যাংকের ইজিএম

অর্থনীতি ডেস্ক ▸
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক (আইএফআইসি ব্যাংক) লিমিটেডের বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, কোম্পানিটি রাইট ইস্যুতে কিছু পরিবর্তন এনেছে। একারণে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি নিতে আজ ১০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানী বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাবে ইজিএম আহ্বান করা হয়েছে। ইজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি পাওয়া গেলে রাইট শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাব বিএসইসিতে জমা দেওয়া হবে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাংকটি ১:১ এর পরিবর্তে ১:৪ হারে রাইট শেয়ার ইস্যু করবে। অর্থাৎ বিদ্যমান প্রতি ৪টি শেয়ারের বিপরীতে ১টি শেয়ার ইস্যু করা হবে। তবে রাইট শেয়ারের ইস্যু মূল্য অপরিবর্তিত আছে। ব্যাংকটি অভিহিত মূল্য ১০ টাকা দরে এই শেয়ার ইস্যু করবে।
ব্যাংকের মূলধনভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য রাইট শেয়ার ইস্যু করা হবে বলে আইএফআইসি ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে। শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদন সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর আগে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ বিদ্যমান ১টি শেয়ারের বিপরীতে ১টি রাইট শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর গত ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ব্যাংকের ইজিএমে শেয়ারহোল্ডাররা সে প্রস্তাবে সম্মতিও দিয়েছিল।

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল বেসিক ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ সম্মাননা পেল রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংক লিমিটেড। সম্প্রতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ সম্মাননা গ্রহণ করেন বেসিক ব্যাংকের গ্রাহক নওশাদ আহমেদ। এ সময় বেসিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন। —বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি

৫৭ প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ ৯৮ হাজার টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের ২৫ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গত ৬ অক্টোবর ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, চাঁদপুর, ফেনী, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরগুনা, রংপুর, ঠাকুরগাঁও এবং কুড়িগ্রামে বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, সহকারী পরিচালক মো. মাগফুর রহমান ও ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল জব্বার মন্ডল কর্তৃক শাহবাগ এলাকায় বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাজার তদারকিকালে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরির অপরাধে 'কহিনুর রেস্টুরেন্ট'কে ৮ হাজার টাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রির অপরাধে 'সুপর্ণা ড্রাগ' ও 'হেমা ফার্মেসী'কে ১০ হাজার টাকা করে ২০ হাজার টাকা এবং পণ্যের মোড়কে এমআরপি লেখা না থাকার অপরাধে 'ইউনাটেড ট্রেড সেন্টার'কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বাজার তদারকি কার্যক্রমে বিভিন্ন অপরাধে সর্বমোট ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রজবী নাহার রজনী ও প্রনব কুমার প্রামানিক কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মোবাইল টিমের সাথে ঢাকা মহানগরীর গেন্ডারিয়া ও কল্যাণপুর এলাকায় পণ্যের মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। এছাড়া দেশব্যাপী ২০টি বাজার তদারকি কার্যক্রমের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, পণ্যের মোড়কে এমআরপি লেখা না থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়, খাদ্যপণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণ, প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা, ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়, বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রের কারচুপি, ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয়, সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্যকলাপ, ওজনে কারচুপি, সেবা প্রদানে অবহেলা ইত্যাদি দ্বারা সেবাগ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, জীবনহানি ইত্যাদি ঘটানো এবং পণ্যের মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৪৭টি প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ ২৪ হাজার ৫শ' টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। গত ৬ অক্টোবর সর্বমোট ২৫টি বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৫৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২ লাখ ৯৮ হাজার ৫শ' টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, সিভিল সার্জন, মৎস্য কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বাজার কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি এবং ক্যাবের সদস্যগণ এসব তদারকি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেন। তদারকিকালে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের মাঝে লিফলেট ও প্যাম্ফলেট বিতরণ করা হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম) আফরোজা রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ■ ১০ অক্টোবর ২০১৯

ধুলো-দূষণ বন্ধ হোক

মানুষ শহরে বাস করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য। গ্রামের থেকে শহরের জীবন হবে উন্নত, স্বস্তিদায়ক। সেজন্য ব্যয়বহুল জীবন বেছে নেন মানুষজন। কিন্তু শহরেও প্রতি পদে পদে যদি ভোগান্তির শিকার হতে হয় এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে। রাজধানী ঢাকা এখন নানা দিক থেকেই বাস অনুপযোগী শহর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় লোকজনকে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

যত্রতত্র যখন তখন খোঁড়াখুঁড়ির কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ধুলার। সকাল বেলা বাসা-বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে রীতিমত ধুলায় গোসল করে ফিরতে হয়। ওয়াসা, ডেসা, তিতাস- এক সংস্থা রাস্তা খুঁড়ে কাজ শেষ করে তো আরেক সংস্থা শুরু করে। এতে যেমন রাষ্ট্রের অর্থের শ্রাদ্ধ হয় তেমনি ভোগান্তিও বাড়ে। এক মন্ত্রণালয়ের সাথে আরেক মন্ত্রণালয়ের কাজের কোনো সমন্বয় না থাকায় যুগ যুগ ধরে চলছে এই জগাখিচুড়ি অবস্থা। কিন্তু এ থেকে কি কোনো পরিত্রাণ নেই?

বাস্তবতা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্বের দূষিত নগরগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা বার বার বিভিন্ন জরিপে উঠে আসছে। এরপরও কোনো প্রতিকার নেই। বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, মেট্রোরেলের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, বাড়িঘর নির্মাণ ও ভাঙাচোরা রাস্তায় যানবাহন চলাচলের কারণে বাতাসে ধুলার পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বেড়েছে। যদি সমন্বয় থাকতো তাহলে এই অবস্থা হতো না। তাছাড়া রাজধানীর কোথাও না কোথাও নির্মাণ কাজ চলছেই। এ কারণেও সৃষ্টি হচ্ছে ধুলার। যা দূষণের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত মেগাসিটির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঢাকা। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বায়ুদূষণজনিত অসুখে বছরে সাড়ে আট হাজার শিশু মারা যায়। বিষয়টি ভাবা যায়!

দখল-দূষণে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর করুণ অবস্থা। এছাড়া যানজট, যানবাহন ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া, ট্যানারি বর্জ্য, খাদ্যে ভেজাল, সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিম্নমানও ঢাকার জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অধিক জনসংখ্যার চাপে ন্যুব্জ এ শহরে নেই পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ি-ঘোড়া। কিন্তু সে তুলনায় রাস্তাঘাট, হাসপাতাল স্কুল-কলেজ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি নাগরিক সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ রাজধানী ঢাকাই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র।

দেশের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি মানুষ এখন শহরে বাস করছে। এজন্য পরিকল্পিত নগরায়ণের কোনো বিকল্প নেই। ঢাকা আবাসস্থল থেকে পরিণত হয়েছে বিরাট বাজারে। বস্তুত এ শহরের সুনির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নেই। যত্রতত্র যে যেখানে পারছে, যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এতে নগরী তার বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। এক জগাখিচুড়ি অবস্থায় রাজধানীবাসী এখানে বাস করছে। ফলে অনেক নাগরিক সুবিধা থেকেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এ নগরী যেন নরকতুল্য। খেলার মাঠ নেই, নেই জলাশয়। সবুজ গাছগাছালির দেখা মেলাও ভার।

এ অবস্থায় ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু হতে হবে। মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। সবার আগে বন্ধ করতে হবে যখন তখন খোঁড়াখুঁড়ি।

ওষুধেই ক্যান্সার?

এটা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার যে জীবনরক্ষাকারী ওষুধও এখন ভেজাল ও মানহীন। এসব ওষুধ খেলে রোগ-বালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তো দূরের কথা উল্টো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় জীবনহানির আশংকা রয়েছে। নকল ও ভেজাল ওষুধ নিয়ে কম কথা হয়নি। কিন্তু এর বিপরীতে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা সন্তোষজনক নয়। গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসায় বহুল সেবনকৃত রেনিটিডিন ট্যাবলেটে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানের উপস্থিতির জেরে বিশ্ববাজার থেকে ওষুধটি তুলে নেয়ার ঘোষণা এসেছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা রেনিটিডিন ট্যাবলেটে ক্যান্সারের উপাদানের উপস্থিতির বিষয়ে তদন্ত শুরুর পর বিশ্বের শীর্ষ ওষুধ প্রস্তুতকারী ব্রিটিশ সংস্থা গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইন (জিএসকে) এ ঘোষণা দিয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় দেশের বাজারে রেনিটিডিন ওষুধের কাঁচামাল আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। গত রোববার রাজধানীর মহাখালীতে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রোগব্যাধি হলে ওষুধ খেয়ে জীবন রক্ষা করে মানুষ। কিন্তু সেই ওষুধেও ভেজাল থাকলে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। মানহীন ও ভেজাল ওষুধ খেয়ে রোগ সারার বদলে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, দেশে ওষুধের উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত কোনো স্তরেই সরকারি পরীক্ষাগারে মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। বিপণনের পর অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠান। তখন ওষুধের মান জানা হয়। এর আগ পর্যন্ত পরীক্ষাহীন, মান না জানা ওষুধই ব্যবহার করে মানুষ। এভাবেই ওষুধ কোম্পানিগুলো এ দেশের মানুষকে রীতিমতো গিনিপিগে পরিণত করেছে। এক হিসাব দেখা যায়, প্রতিবছর ১২ হাজার আইটেমের ওষুধ বাজারে আসছে। কিন্তু ওষুধ প্রশাসনের যে লোকবল ও যন্ত্রপাতি রয়েছে তাতে তারা মাত্র তিন হাজার আইটেম ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করতে পারে। বাকি ৭০ শতাংশ ওষুধের মান যাচাইহীন অবস্থায় রয়ে যায়।

দুঃখজনক হচ্ছে যে, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি ও বাজারজাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র মতে, ওষুধ উদ্ভাবনকারী ছাড়া জেনেরিক বা কপিনামে ওষুধ প্রস্তুত করাই হচ্ছে নকল ওষুধ। তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কপিনামে ওষুধ প্রস্তুত চলছে। ফলে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। অনেক কোম্পানি জেনেশুনে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। অথচ বাংলাদেশে ওষুধ একটি বিকাশমান শিল্প। ১২৭টি দেশে আমাদের তৈরি ওষুধ রপ্তানি হয়। রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও ওষুধশিল্প বড় ভূমিকা রাখছে। শুধু তাই নয়, জীবন রক্ষাকারী মূল্যবান অনেক ওষুধও এখন আমাদের দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় শুধু জনস্বার্থে নয়, কোম্পানিগুলোর নিজ স্বার্থেও ওষুধের মান ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখা দরকার ওষুধ কোনো সাধারণ পণ্য নয়। জীবন রক্ষার জন্য ওষুধের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ওষুধ কোম্পানিগুলো যাতে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেটি জোর নজরদারিতে রাখতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারের অর্জন কম নয়। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে সেটি ভেস্তে যাক এটি কাম্য হতে পারে না। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এ বিষয়ে আমরা সরকারের সতর্ক অবস্থান দেখতে চাই।

রক্ষা পাক বিশ্ব ঐতিহ্য

বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সুন্দরবন আমাদের জন্য প্রকৃতির এক অপরূপ দান। ঝড়-ঝাপটা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে সুন্দরবন। এখানকার জীববৈচিত্র্য এই বনকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনে রয়েছে ৫ হাজার প্রজাতির সম্পূরক উদ্ভিদ, ১৯৮ প্রজাতির উভচর প্রাণি, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ৩০ প্রজাতির চিংড়ি মাছ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণ। এই বনকে ঘিরেই বহু মানুষের জীবন-জীবিকা চলছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পেও সুন্দরবন এক অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে সুন্দরবন আজ নানা কারণেই ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। অথচ এই বনকে রক্ষা করতে না পারলে জলবায়ুর পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশকে আরও দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে। এজন্য সুন্দরবন রক্ষায় সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

সুন্দরবনের পাশে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো আপত্তি জানিয়ে আসছে। তারা বলছেন, এরফলে সুন্দরবন সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সুন্দরবনের ক্ষতি হয় এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে না। আমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্র লাগবে। প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লার ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। তবে এজন্য সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটি কোনোভাবেই কাম্য নয়। এক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ নেওয়াই হবে সমীচীন।

পাশাপাশি তেল-গ্যাস আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধানী উদ্যোগ বন্ধ, আইনানুগ সম্পদ আহরণকারীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত, বন ও বন্যপ্রাণী আইনকে আরও যুগোপযোগী এবং প্রয়োজনে পৃথক বন আইন, বনের ভেতর ও পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর সংস্কার, বিশেষ করে গোরাই নদীশাসনের ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, সুন্দরবন এলাকায় চিংড়ি পোনা ধরার কারণে মাছসহ জলজ সম্পদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার যে দাবি জানানো হচ্ছে পরিবেশবাদী সংগঠন গুলোর পক্ষ থেকে সেগুলোও আমলে নিতে হবে। সুন্দরবন আমাদের ভালোবাসার ধন। আমরা কোনোভাবেই তা হারাতে চাই না।

শারদীয় উৎসব, শুদ্ধি অভিযান এবং একটি করুণ মৃত্যু

● শেখর দত্ত

কলাম লেখার সব হিসাব পাল্টে দিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতাদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হওয়া শেরে বাংলা হলের ছাত্র আবরার ফাহাদ খুনের ঘটনা। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যায় ওই হতভাগ্য ছাত্রটি নিহত হওয়ার মাত্র ৮ ঘণ্টা আগে ভারতকে সমুদ্রবন্দর পানি ও গ্যাস দেওয়া চুক্তির বিরোধিতা করে ফেসবুকে স্টেটাস দেওয়াটাই ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

মুক্তমত

কিশোরগঞ্জে সপ্তমী-অষ্টমী পুজো দেখে বিশেষত সেখানে বোরকাপড়া মহিলাসহ গণমানুষের উপস্থিতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, প্রশাসনের তৎপরতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, যে পরিবারের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছি সেই অশোক দম্পতি পারিবারের আতিথেয়তা প্রভৃতি মিলিয়ে ছিলাম বিমল এক মহানন্দে। যেন ছোটবেলার পূজার আনন্দের দিনগুলোতে চলে গিয়ে ভাবছিলাম, অষ্টমীর দিনে হয় দেবী দুর্গা ও মহিষাসুর কিংবা রাম-রাবণের মহারণ। ওইদিনই সকালে কাকতালীয়ভাবে ক্যাসিনো-দানব সম্রাট গ্রেপ্তার হলো।

দেশে অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াই শুরু হয়েছে এবং যুদ্ধে শুভ জয়লাভ করবে ভেবে আনন্দের সাথে একটা স্বস্তি অনুভব করছিলাম। আনন্দ ও স্বস্তির কারণ অভিজ্ঞতা। সেই পাকিস্তানি আমল ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ আমলেও দেখা যাচ্ছে যে, যখন আমাদের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ, যাকে বলা হয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দানা বেঁধে ওঠে বা জাগ্রত হয়, তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুজো ও উৎসব হয় মহাসমারোহে, আনন্দ-উৎসবের ভেতর দিয়ে। আর যখন ওই চেতনার হয় দুর্দিন, তখন পুজো ও উৎসব হয় আড়ম্বরহীন। এখনও মনেপড়ে ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত জোট যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর 'এথনিক ক্লিনজিং' চালাতে থাকে, তখন অনাড়ম্বর পূজা বা প্রতিবাদস্বরূপ ঘটপূজার কথা।

এবারে শারদোৎসবে সাদা মেঘের ভেলার পরিবর্তে ছিল মেঘলা আকাশ। এখানেও যেন কাকতালীয় ব্যাপার। পূজার আনন্দ-স্বস্তির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর কিরকম হচ্ছে, কি ফলাফল বয়ে আনছে, এই সফরের ভেতর দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ে পৌঁছায়, গণমানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় প্রভৃতি খবরগুলো তেমন পর্যবেক্ষণে নিতে পারি নাই। ফেরার পথে মনে আনন্দ-স্বস্তির মধ্যে ফেসবুক খুলতেই মনের আকাশটা মতোই কালো মেঘে ছেয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরের সময় যেসব চুক্তি হয়েছে, এর কয়েকটা নিয়ে সরকারকে আর সেই সাথে ভারতকে তুলোধুনো করা হচ্ছে। সব দিয়ে দেওয়া হলো কিছুই পেলাম না এমন মন্তব্য করে তিস্তার পানি না পাওয়া সত্ত্বেও কেন দেওয়া হলো ফেনী নদীর পানি, কেন উপকূলে ভারতকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থায় যুক্ত করা হলো, চট্টগ্রাম-মোংলা সমুদ্রবন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে কেন দেওয়া হলো প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে যেন ঝড় বইছে। 'গ্যাস সংকটের মধ্যে গ্যাস রপ্তানি কতোটা যৌক্তিক' বলে বিবিসি ভুল করে যে প্রতিবেদন দেয়, তা নিয়েও ভারত বিরোধিতায় মাঠ গরম।

সর্বোপরি একই সময়ে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সুলতানা কামাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে, যৌথভাবে অনেকগুলো ক্ষতিকর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ভারত। বাংলাদেশকে কয়লার ভাগার বানাচ্ছে। এক সময় পাকিস্তান নিত, পূর্ব পকিস্তান শোষিত হতো। এখন সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে ভারত। এই জায়গায় মনে হয় চিন্তা ভাবনার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। 'ভাস্কর্য না থাকলে মসজিদ থাকার দরকার নেই' ২০১৭ সালে হাইকোর্ট চত্বরের ভাস্কর্য সরানো নিয়ে মন্তব্য করে যিনি কোন্ ধর্মের অনুসারি, নাস্তিক, ভারতের দালাল, ঘাড় ধরে দেশ থেকে বের করে দেওয়া দরকার, জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলে দিব ইত্যাদি বলে অন্ধ সাম্প্রদায়িক ভারত বিরোধীদের গালি শুনছিলেন, এখন তিনি ভারতের বিরোধিতার বিষয়ে চিন্তা করার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর থেকে ফিরে এসে এসব বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কি বলেন তা নিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে ভাবলাম: ভারতের সাথে সম্পর্কের ওঠাপড়া কিভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আঘাত করে, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চেতনাকে জাগ্রত করে, বিশেষভাবে তা আমাদের দেশের মানুষের জন্য কতটা ক্ষতিকর প্রভৃতি নিয়ে আগামী সংখ্যার কলামে লিখবো ভেবেছিলাম।

কিন্তু কলাম লেখার সব হিসাব পাল্টে দিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতাদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হওয়া শেরে বাংলা হলের ছাত্র আবরার ফাহাদ খুনের ঘটনা। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যায় ওই হতভাগ্য ছাত্রটি নিহত হওয়ার মাত্র ৮ ঘণ্টা আগে ভারতকে সমুদ্রবন্দর পানি ও গ্যাস দেওয়া চুক্তির বিরোধিতা করে ফেসবুকে স্টেটাস দেওয়াটাই ছিল তার মৃত্যুর কারণ। ফেসবুক স্টেটাসটি পড়েছি। এই সমালোচনায় কিভাবে বুঝা যাচ্ছে শিবিরের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে তা বুঝতে পারা কঠিন। সে তবলীগে যেতো এমন খবরও বের হয়েছে। যায় তো কি হয়েছে! বাংলাদেশে বিরল ব্যতিক্রম বাদে সবাই তো নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্পর্শকাতর। সর্বোপরি এমনটাও জানা যাচ্ছে, ছেলেটির পরিবার আওয়ামী লীগ সমর্থক। এমন একটি ছেলেকে কয়েকজন ছাত্রনেতা মিলে পিটিয়ে মেরে ফেললো ভাবতেই মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত-বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। যে রুমে ফাহাদকে মারা হয়, তা নাকি ছিল টর্চার সেল, সেখানে মদ-অস্ত্র সবই নাকি রয়েছে।

স্বাধীনতার আগে এই বয়সের ছাত্রনেতারা সাধারণ ছাত্রদের উজ্জীবিত করে ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে নামিয়েছে। স্বাধীনতার পরও ছাত্র নেতাদের স্বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্র তথা ভোট ও ভাতের অধিকারের দাবিতে সংগ্রামে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর আজ! এই অনভিপ্রেত ঘটনা ষাটের দশকের সরকারি দল এনএসএফের জমির আলী-খোকা-পাচপাত্তুর গংদের স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সাথে স্মরণে আসে, ১৯৭৪ সালে সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে ৭ জন ছাত্রের নিহত হওয়ার এবং ২০০২ সালের জুন মাসে ক্ষমতার রাজনীতির টানাপোড়েনে 'দুষ্টু ছেলে' পিন্টুর ছত্রছায়ায় ছাত্রদলের দুই গ্রুপ টগর-মুকি গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে সাবেকুন নাহার সনি নিহত হওয়ার প্রভৃতি মর্মান্তিক ঘটনা। ওইসব ঘটনার চাইতেও এই ঘটনা আরো পৈশাচিক, আরো মারাত্মক। হায়রে ক্ষমতার রাজনীতি! যেসব ছাত্রনেতারা মেরেছে, তারাও কিন্তু ভালো ছাত্র। ক্ষমতার লোভ-স্বাদ কতই না হয় মারাত্মক! ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতার রাজনীতিতে শিক্ষাঙ্গন তথা ছাত্র ও শিক্ষকদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দলাদলি আর টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি দখলবাজি করতে দেওয়ার পরিণতি হচ্ছে এই মর্মস্পর্শী হত্যাকাণ্ড!

নির্মম ও বাস্তব সত্য হলো আওয়ামী লীগের ১১ বছরের ধারাবাহিক শাসন এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারলো না। প্রসঙ্গত ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শোভন-রব্বানীর পদত্যাগ ও যুবলীগের ক্যাসিনো পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার তথা শুদ্ধি অভিযান শুরুর পর বিশেষত পূজোর মধ্যে যাদের সাথে কথা হয়েছে, তারা সন্দেহ সত্ত্বেও আস্বস্ত হয়ে বলেছেন, এবার ঠিক পথে এগুবে দেশ। কিন্তু ঘোরপোড়া গরুর মতো অভিজ্ঞতা বিবেচনায় শংকিত থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। অভিজ্ঞতা বলে শুদ্ধি অভিযান কিন্তু শুদ্ধির পথে ধারাবাহিকভাবে সরলপথে যায় না। বরং আরো আরো ঘটনা ঘটে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে জটিল-কঠিন, অস্থির-অরাজক। যেন চলে যায় নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায়। এটা পেন্ডোরার বাক্স যেন খুলে যায়। বঙ্গবন্ধুর আমলে শুদ্ধি অভিযানে সামরিক বাহিনীকে নামানো হয়েছিল, নকল নোট আর কালোবাজারির মাল ও ক্ষমতাসীন দলের পাণ্ডাদের আটক করা হয়েছিল, জরুরি আইন জারি করা হয়েছিল।

কিন্তু তা কি কমেছিল? খুনি 'রাতের বাহিনী' এবং লবণ চোরসহ 'চাটারদল'-এর দুর্দমনীয়তা কমে নাই। বরং অশান্ত-অস্থির পরিবেশ হচ্ছিল। একদল ছিল এর পরিণতি। ২০০২ সালে প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে দ্রুত বিচার আইনে সনি হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়েছিল। কিন্তু তা থেকে কি শিক্ষা নিয়েছিল বিএনপির ক্যাডার বাহিনী! শোভন-রব্বানী অথবা সম্রাট-জিসান গংদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়েছে কি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতারা! বরং সচেতন বা অবচেতনভাবে প্রধান-পিন্টুর পথ ধরেছিল। সবারই জানা, অধঃপতিত প্রধান মুক্তি পেয়ে ক্ষমতাসীন জোটে স্থান করে নিয়েছিল কিংবা পিন্টুর মতো ঘৃণিত ব্যক্তি এমপি হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এদের যেমন কোনো দল নেই, তেমনি ক্ষমতাসীন হলে দলের আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদাররা তাদের দলে স্থান করে দেয়। প্রবাদ তো বলেই রতনে রতন চিনে!

অবস্থা পর্যবেক্ষণে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ক্ষমতা ব্যবহার করে করে আন্ডারওয়ার্ল্ড এক সময় হয়ে ওঠে মহাশক্তিবান, দানব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় মনস্টার, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার চাইতে তারা নিজেদের মনে করে শক্তিশালী। এতে যুক্ত থাকে ক্ষমতাসীন-বিরোধী দলের পাণ্ডারা, প্রশাসন, উঠতি ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সাংবাদিক প্রভৃতি সব। তৈরি হয় অসুররূপী অশুভ নেকসাস। এরাই যেন অদৃশ্য সুতার টানে সবকিছুকে হয় পূর্বাবস্থায় ফেরা অথবা অরাজকতা-অস্থিরতা-অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে চায়। স্থান কাল পাত্র ভেদে জোকের মতো রক্তচোষা এরা। এরা যেন রক্তবীজের দল। একের পতন মানে তো আরো আরো অসুরের জন্ম। এমনটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, জেলখানা থেকেও এইসব খুনি ও ক্যাসিনো সম্রাটরা বাইরে অন্ধকার জগতের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং মনে করতে থাকবে যে, প্রধান বা পিন্টু হবে তারা! আর কে জানে, গডফাদাররা ভেতরে ভেতরে হয়তোবা ভাবছেন মোশতাক, তাহেরউদ্দিন গংদের মতো একসময় ক্ষমতাসীন হবে। যখন গায়ে তেল বাড়ে তখন করুণ পরিণতির কথা আদৌ মনে থাকে না।

তাই অসুরদের ধরেছে বা যথাযোগ্য শাস্তি হবে ভেবে খুশি বা আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। বরং মৌমাছির চাকে ঘা পড়ার মতো পরিস্থিতি হতে পারে, এমনটা স্মরণে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রসঙ্গত অন্ধকার জগতের গডফাদাররা সাধারণভাবে চামচাগিরি করে। এরা বর্ণচোরা। প্রবাদ আছে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। দলে, সমর্থক বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভালো-মন্দ সমালোচনা যিনি বা যারা করেন, তারাই হচ্ছে ক্ষমতার প্রকৃত বন্ধু। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর খুনি মোশতাক কিভাবে কাঁদেছিল সেই দৃশ্যটা স্মরণ করলেই সব পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাড়ে চার মাস আগে ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। বেঁচে থাকলে মোশতাকের লেলানো সেনাসদস্য অসুরদের গুলিতে তাঁর কি পরিণতি হতো, তা চোখের সামনে ভেসে উঠলে মনে হয় বঙ্গবন্ধুর আগে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে ভালোই হয়েছিল। প্রসঙ্গত একটা কথা বলতেই হয় যে, অন্ধকারের এইসব শত্রুরা যখন পাল্টা আঘাত হানে বা ফিরে আসে, তখন হয় আরো নৃশংস ও ভয়ংকর। তাই শুদ্ধি অভিযানের বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং তা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনাটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ধর্মীয় মিথ মানুষ সৃষ্টি করার সময় থেকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপলব্ধি থেকে বাঙালি সংস্কৃতি অকালবোধন বা প্রতিবছর দুর্গাপুজো শুরু করেছে। যেমন শেষ নেই এই বাংলায় অসুরদের, তেমনি এই আবাহন ও বিসর্জনের কোনো শেষ নেই। যদি শেষ থাকতো তবে আরবে আইয়ামে জাহিলিয়াত শেষ হওয়ার পর বিদায় হজ্জের ভাষণ কিংবা পবিত্র হওয়ার জন্য ঈদোৎসবের আয়োজন থাকতো না।

মানুষের রক্ত যেমন এক, স্বভাবের বৈচিত্র্য তেমনি দেশ কাল পাত্রভেদে একই। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ মিলেই মানব সমাজের অগ্রযাত্রা চলছে। অসুরকে দেশমাতার পায়ের নিচে রাখা কিংবা কোরবানী দিয়ে শুদ্ধ হওয়া একই কথা। শরদীয় প্রভাতে বাংলার মায়ের সবুজ আঁচলে শুভ্র ও লালচে-কমলা শেফালির হাসি, উদার আকাশের উড়ন্ত সাদা মেঘ, লক্ষ্য অভিমুখে ছুটে চলা নদী পাড়ের শ্বেতশুভ্র কাশবন, পবিত্র আরতির আলোর মঙ্গলচ্ছটা আর অসুর-বিজয়ের উৎসবের ঢাকঢোলের বাদ্য যেন এবারে শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে বলে দিয়ে যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত পদানত করে রাখ সমাজের গজিয়ে ওঠা অসুরদের। বিজয়ী হও শুভ। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও গৌরব ধরে রাখ।

আমাদের এই মানচিত্রের বাঙালি জাতি তথা জাতীয় মূলধারা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা হচ্ছে, নেতা থেকে আমরা পেতে চাই সবকিছু। কিন্তু নেতার ভাষা আমরা সবসময় বুঝতে পারি না। সবচেয়ে কম পারে মনে হয় ধাপে ধাপে আসন পাওয়া নেতা-কর্মীরা। বঙ্গবন্ধুর মনের ভাষা আমরা বুঝতে পারি নাই। বঙ্গবন্ধু এগিয়ে যাও বলেছি, বিজয়ের স্লোগান দিয়েছি; কিন্তু কথা ও কাজের মর্মবাণী নিয়ে অগ্রসর হতে পারি নাই। ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধু কন্যার ভাষা কেন যেন জাতি তেমন বুঝতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুদ্ধি অভিযান শুরু করার পর 'যতটুকু ভালো করেছি তার প্রচার করার' অনুরোধ জানিয়ে ২ অক্টোবর বলেছেন, 'আমাদের দেশের মানুষের মন মানসিকতা হলো, সরকারে যারাই থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে একটু কথা না বললে নাকি আকর্ষণ থাকে না। সরকারের বিরুদ্ধে কথায় আপত্তি নেই, অপপ্রচার যেন না হয়। কেননা অপপ্রচারে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, দিশেহারা হয়ে যায়।' কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! সমালোচনা করতে গিয়েই নাকি বুয়েট ছাত্রের মৃত্যু হলো। যা শুদ্ধি অভিযানের আত্মবিশ্বাসকে যেন ফিকে করে দিচ্ছে। পবিত্র বিজয়া দশমীর এই দিনে দুর্গামায়ের অসুর বিজয়ের মতো প্রধানমন্ত্রীর মনস্টার বিজয়ের একান্ত সাফল্য কামনা করছি।

লেখক : রাজনীতিক।

শেখ হাসিনা এখন বাঘের পিঠে সওয়ার

মুক্তমত

আবদুল মান্নান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অনেকটা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। দেশের সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে ব্যাপক সমর্থন করেছে, স্বাগত জানিয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যাশা করে, তিনি যেন কোনও অবস্থাতেই এই অভিযান বন্ধ না করেন। মানুষ আরও প্রত্যাশা করে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির যে ভয়াবহ ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে, তা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন না থামেন। তিনি বাংলাদেশের চারবারের প্রধানমন্ত্রী–এরমধ্যে একটানা তিনবার। এই রেকর্ড অদূর ভবিষ্যতে কেউ অতিক্রম করতে পারবে তা মনে হয় না। তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেঁচেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এই সাড়ে তিন বছরে তিনিও দেশকে যা দিয়ে গেছেন, তাও কিন্তু অভূতপূর্ব। বঙ্গবন্ধু-কন্যার হারানোর কিছু নেই। যে যুদ্ধ তিনি ঘোষণা করেছেন, সেই যুদ্ধে তার বিজয়ী হওয়ার কোনও বিকল্প নেই।

বর্তমান সময়ে দেশের মানুষ যে দুর্নীতি দেখছেন, তাকে মনে হবে মেগা দুর্নীতি কারণ এই মুহূর্তে দেশের টাকার সার্কুলেশন আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের (১৯৭২-৭৩) পরিমাণ ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা যার প্রায় পুরোটাই সাহায্য ও ঋণনির্ভর ছিল। তখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের অবকাঠামোর যে ক্ষতি হয়েছে, তার পুনরুদ্ধার, খাদ্য আমদানি আর যুদ্ধে ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদ হওয়া প্রায় এককোটি মানুষের পুনর্বাসন। উন্নয়ন প্রকল্প বলে কিছুই ছিল না। দেশে নগদ টাকার প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দিলে বাংলাদেশ অন্যদেশ হতে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার (বার্টার) মাধ্যমে ধ্বংস প্রাপ্ত কল-কারখানার জন্য বেশ কিছু খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানি করে। বাংলাদেশের পরের বছরের বাজেট (১৯৭৩-৭৪) সামান্য পরিমাণে বেড়ে ৯৯৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাজেটের অর্থায়নের তখনও অবস্থা তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বিশ্বব্যাংক থেকে কোনও ধরনের সাহায্য নেবেন না। বিশ্বব্যাংক বিষয়টি সহজ ভাবে নেয়নি। তাজউদ্দিন আহমদকে সরিয়ে পরবর্তী বছর নতুন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার ড. এ আর মল্লিককে (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য)। এরপর বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন শুরু করে। এর ফলে দেশে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দুর্নীতির পরিমাণ বাড়তে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে দুর্নীতির মাত্রা কম থাকলেও সেই দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বাড়ে বহুগুণ। বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের কারাগার হতে দেশে ফেরেননি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানের দখল মুক্ত হওয়ার পর পর হঠাৎ করে দেশে এক নতুন ধরনের 'মুক্তিযোদ্ধা'র আবির্ভাব ঘটে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ষোড়শ ডিভিশন'। তারা ১৬ ডিসেম্বরের পর রাজাকার-আলবদরের ফেলে দেওয়া অস্ত্র নিয়ে রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট শুরু করে। যার ফলে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা বদনামের ভাগী হন। তাদের অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের লাইসেন্স পারমিট বাগিয়ে নেয়, আর তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় বহুগুণ। বঙ্গবন্ধু সরকার আর একটি বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেটি ছিল পাকিস্তানের রেখে যাওয়া প্রশাসন। প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক সদস্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেহেতু বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যের প্রশাসন চালানোর মতো তেমন একটা অভিজ্ঞতা ছিল না, তারা দৈনন্দিন প্রশাসন চালানোর জন্য অতিমাত্রায় আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই সুযোগে আমলারা সরকারকে নানা বিষয়ে বদমতলব নিয়ে বিভ্রান্ত করে ও বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করেন। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের প্রশাসনযন্ত্র বঙ্গবন্ধুকে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য না দেওয়া। ১৯৭৪ সালে দুই টাকা সেরের লবণ রাতারাতি ষাট টাকা হয়ে যায়। এই সময় চট্টগ্রাম বন্দরে প্রচুর লবণ মজুত ছিল। বাণিজ্য ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবরা বঙ্গবন্ধুকে বলেন, রেলের ওয়াগনের অভাবে এই লবণ পরিবহন করা যাচ্ছে না। যা ছিল একটা খোঁড়া অজুহাত মাত্র। বর্তমানে রাতারাতি পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়াটাও একটি খারাপ আলামত।

১৯৭২ থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু যত বক্তৃতা দিয়েছেন, তার সিংহভাগ জুড়েই ছিল তার চার পাশে থাকা দুর্নীতিপরায়ণ দলীয় নেতাকর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশক। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে বঙ্গবন্ধু নিজ দলের ২৩জন সংসদ সদস্যকে বহিষ্কার করেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দল ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে কিন্তু তেমন সফল হতে পারেননি। কারণ তার চারপাশে ঘিরে ছিল এই দুর্নীতিবাজদেরই একটি বিরাট অংশ। তিনি নিজের জীবন দিয়ে তার খেসারত দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশে শুধু বিশ্বব্যাংক নয় অনেক বিদেশি সংস্থা বাংলাদেশে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে। প্রকল্পভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দেশের কোনও কাজে না লাগলেও তারা নিজস্ব স্বার্থে প্রকল্প বানায় এবং সরকারকে গেলায়। একইসঙ্গে বেড়েছে বার্ষিক রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ, চলতি আর্থিক বছরে এর পরিমাণ পাঁচ লাখ তেইশ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। যার বেশিরভাগই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে–বিদেশি রেমিটেন্সসহ। উন্নয়ন বাজেটেরও একটি বড় অংশ নিজস্ব উৎস থেকে জোগান দেওয়া হয়, যেমন পদ্মা সেতু। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইডিবি ও দ্বিপাক্ষিক উৎস থেকে পাওয়া বৈদেশিক ঋণ থেকেও একটি বড় অংকের প্রকল্প বরাদ্দ আসে। যেমন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অথবা পায়রা সমুদ্রবন্দর। প্রকল্পের আকার যত বড় হবে, দুর্নীতির পরিমাণও তত বেশি হওয়ার আশংকা থাকে। প্রকল্পের অর্থ দিয়ে বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার বালিশ কেনা যায়। পুকুর আর খাল কাটার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবক নিতে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ ঘটে, আর ওয়াসার পানি সরবরাহ অথবা পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে উগান্ডায় আনন্দ ভ্রমণে যাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশটাকে দুর্নীতি মুক্ত করার জিহাদে নেমেছেন। দুর্নীতি যাকে স্পর্শ করেনি, তিনিই শুধু এমন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু আর এখন শুরু করেছেন তার কন্যা। শেখ হাসিনার জন্য কাজটা পিতার চেয়েও কঠিন। কারণ তাকে ঘিরে যে বলয়টা এখন বিরাজ করছে, তা অনেক শক্ত ও দুর্ভেদ্য বলে অনেকের ধারণা। সম্প্রতি যাদের নানা অপরাধের অভিযোগে আটক করা হয়েছে, তাদের অনেকেরই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও গণভবনে অবাধ যাতায়াত ছিল এবং এখনও আছে। অবাধে প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্যে তারা কীভাবে আসেন, যদি না প্রধানমন্ত্রীর কাছের কোনও মানুষ তাদের আস্কারা বা সুযোগ করে না দেয়? এই দফায় সরকার গঠনের সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা অনেক নতুন মুখকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সবাই কি ক্লিন ইমেজের অধিকারী–এমন প্রশ্ন তো অনেকেই করেন। প্রধানমন্ত্রী তার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে খবর নিতে পারেন, কারা সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল করেছে, কারা চাকরি দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ হতে লাখ-লাখ টাকার বাণিজ্য করেছেন, কারা ক্ষমতার দাপটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করেছেন, কারা কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে দল ও অঙ্গসংগঠনের পদ পদবি বিক্রি করেছেন, কারা সরকারি জমি দখল করে মার্কেট, বাড়ি, নিজের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানায়, কারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দলীয় ক্যাডারের ন্যায় আচরণ করেন, কারা আইন কানুনকে পাশ কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করিয়ে নেন, এই সব খবর নেওয়া তো এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। এই সময়ে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক উপাচার্য নানা অনিয়মের জন্য গণমাধ্যমে শিরোনাম হচ্ছেন। এই সব অনেক অভিযোগের সত্যতা আছে তা কেউ অস্বীকার করবেন না।

ইতোমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী উপাচার্যদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা করেছেন। তবে তিনি বা প্রধানমন্ত্রী হয়তো জানেন না, বর্তমান সময়ে উপাচার্যরা কত প্রতিবন্ধকতার মাঝে কাজ করেন। একজন উপাচার্য থেকে জানা গেলো–তাকে তার এলাকার সংসদ সদস্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন, তিনি যেন তার (সংসদ সদস্য) অনুমোদন ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে চাকরি না দেন। আর একজন সংসদ সদস্য একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বলে এসেছেন, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন তার এলাকার মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে চাকরি দেওয়া না হয়। তাহলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আর পাঠশালার মধ্যে পার্থক্য কী রইলো। প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন। আত্মীয়স্বজন পরিবারের সদস্য নন এটি সার্বজনীন সত্য। দেশের সবাই জানেন প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় পরিচয়ে কারা কারা নাজায়েজ ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেন।

চলমান দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ইতিহাসে অমরত্ব লাভের দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছে। তবে, সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হলে মাঝপথে কোনও অবস্থাতেই তিনি তার জিহাদকে থামিয়ে দিলে হবে না। বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারি, আমলা, বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, ঋণ খেলাপি, চোরা কারবারি, আড়তদার, চাকরি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এমনকি থানার দারোগা কেউ যেন বাদ না যায়। তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশা যাকে বিশ্বের মানুষ কামাল আতাতুর্ক (আধুনিক তুরস্কের জনক) হিসেবে জানে তিনি এই সব বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তুরস্কের বর্তমান এরদোগান সরকার কামাল আতাতুর্কবিরোধী কিন্তু ইতিহাসে আতাতুর্কের যে স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে, সেখান হতে এরদোগান সরকার তাকে সরাতে চেষ্টা করেনি কারণ আতাতুর্ক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। যারা ইতিহাস সৃষ্টি করে তাদের ইতিহাস হতে সরানো যায় না।

শেখ হাসিনা চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করে অনেকটা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন বলেছি আগে। তার ঘোষিত কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগে তিনি যদি সেই বাঘের পিঠ হতে নামার চেষ্টা করেন তখন ক্ষতি নিজের। দেশের মানুষের বিশ্বাস সর্বগ্রাসী দুর্নীতিবিরোধী এই জিহাদে যদি কেউ জয়ী হতে পারেন তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ইতিহাসে অমরত্ব তাকে হাতছানি দিচ্ছে। নিশ্চয় তিনি এই হাতছানিকে উপেক্ষা করবেন না। তিনি ইতিহাস রচনা করবেন, আগামী দিনের মানুষ সে ইতিহাস পাঠ করে বাংলাদেশের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা জানবেন।

লেখক : বিশ্লেষক ও গবেষক

জয়পুরহাটে মেয়াদহীন সিমেন্টে স্কুলের ছাদ ঢালাই

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ▸
জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার মাত্রাই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদ মেয়াদহীন সিমেন্ট ও নিম্নমানের রড দিয়ে ঢালাই দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রকৌশলী ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়ম না মেনেই ছাদ ঢালাই দিয়েছে বলে অভিযোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

জানা যায়, মাত্রাই উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় তলা বর্ধিতকরণের কাজের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের অধীনে পঁচাত্তর (৭৫) লাখ টাকার কাজ পায় নওগাঁর এশিয়া ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী নূরুল ইসলামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তিনি কাজটি না করে কমিশনে প্যারিস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ওবাইদুল্লাহকে কাজটি দেন। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছরের জুলাইয়ে নির্মাণকাজ শুরু করে। রোববার (৬ অক্টোবর) দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই হয়। কিন্তু যে সিমেন্ট দিয়ে ছাদ ঢালাই দেওয়া হয়েছে তার মেয়াদ ছিল না।

ঢালাইয়ে ব্যবহৃত মীর সিমেন্টের উৎপাদন তারিখ এ বছরের জুলাইয়ে। আর মেয়াদ শেষ হয় সেপ্টেম্বরে। ঢালাই কাজে ব্যবহার করা সিমেন্টের মেয়াদ না থাকার বিষয়টি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ

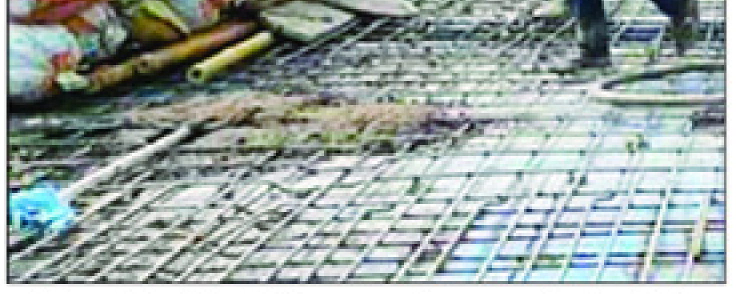

স্থানীয়রা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে জানালে তারা বিষয়টিতে কোনো কর্ণপাত করেননি।

মাত্রাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'নিম্নমানের রড ও সিমেন্টের মেয়াদ উত্তীর্ণের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পরও তারা আমার কথা না শুনেই ছাদ ঢালাই দিয়েছে।'

ড্রিম বিল্ডিং ডিজাইন ও কনসালটেন্সি সেন্টারের স্বত্বাধিকারী ইঞ্জিনিয়ার সুলতান মাহমুদ জানান, সিমেন্ট মেয়াদহীন হলে এর গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। এ সিমেন্ট দিয়ে কাজ করলে এর প্রতিক্রিয়া বোঝা না গেলেও কিছুদিন পর এর ফলাফল বোঝা যাবে। ঢালাই থেকে সিমেন্ট খসে পড়বে বলে জানান তিনি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান প্যারিস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ওবাইদুল্লাহ বলেন, 'সিমেন্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও সিমেন্টে দলা ধরেনি। এ জন্য ঐ সিমেন্ট দিয়ে কাজ করা হয়েছে। ঢালাইয়ের জন্য কোম্পানি থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সিমেন্ট আনা হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ঢালাই দিতে না পারায় সিমেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন তো কোম্পানি সিমেন্ট ফেরত নিবে না।' কালাই উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার শাহাবউদ্দৌলা জানান, ঢালাইয়ের আগে সিমেন্টের বস্তা খুলে এর গুণগত মান দেখা হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে সিমেন্টের পরিমাণ বেশি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে না।

জয়পুরহাট জেলা শিক্ষা অফিসার ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ বলেন, 'বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নোয়াখালীতে বজ্রপাতে প্রাণ গেল ২ রাখালের

নোয়াখালী প্রতিনিধি ▸
নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় বজ্রপাতে দুই রাখালের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নে বড়দেইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- বড়দেইল গ্রামের কামাল উদ্দিনের ছেলে মো. কামরুল ইসলাম (৪০) ও একই গ্রামের জয়নাল আবদীনের ছেলে মো. আবুল কালাম (৫০)। তারা একে অপরের প্রতিবেশী। স্থানীয়রা জানান, কামরুল ও কালাম প্রতিদিনের মতো সকালে বিলের মধ্যে গরুর খাদ্য সংগ্রহ করতে যান। বেলা ১১টার দিকে হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। হাতিয়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের বলেন, বজ্রপাতে দুইজন মারা যাওয়ার খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

পটুয়াখালীতে বজ্রপাতে ২ জনের মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ▸
পটুয়াখালীতে পৃথক বজ্রপাতে দুইজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন-গলাচিপার কৃষক আনসার মৃধা (৫৫) ও কলাপাড়ার ভ্যানচালক আলাউদ্দিন সিকদার (৪৫)। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও দুইজন। তারা হলেন- চরবিশ্বাস ইউনিয়নের বাসিন্দা আফছার মৃধা (২২) ও কলাপাড়ার ভ্যানশ্রমিক মিলন খান। বুধবার সকাল ১০টায় চরবিশ্বাস ইউনিয়নে এবং লালুয়া ইউনিয়নের মহল্লাপাড়া গ্রামে বজ্রপাতের এ ঘটনা ঘটে। গলাচিপার চরবিশ্বাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. তোফাজ্জেল হোসাইন মামুন জানান, সকালে বজ্রসহ বৃষ্টি হচ্ছিল। ঐ সময় দুই নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বারের ভাই কৃষক আনসার ঘাস কেটে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এছাড়া আফছার মৃধা নামে আহত এক যুবককে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

অপরদিকে, কলাপাড়ার লালুয়া ইউনিয়নের মহল্লাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জহির জানান, সকাল ৮টার দিকে আলাউদ্দিন সিকদার বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের হচ্ছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন তিনি। আশংকাজনক অবস্থায় কলাপাড়া হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া মিলন খান বজ্রপাতে আহত এক যুবক কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার বাড়ি মরাউপাড়া গ্রামে।

৭ স্বর্ণের বারসহ যুবক ধরা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ▸
কুষ্টিয়ায় জে আর পরিবহনের একটি বাস থেকে সাতটি স্বর্ণের বারসহ রিপন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে বিজিবি। বুধবার ভোররাত ৫টার দিকে মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর ইউনিয়নের কাতলামারি এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক রিপন টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার খোরশেদ আলমের ছেলে। সকাল ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মো. রফিকুল আলম এ তথ্য জানান। তিনি জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জে আর পরিবহনের বাসে করে স্বর্ণের বার মেহেরপুরে পাচার হবে বলে খবর আসে। এ খবরের ভিত্তিতে বাসটি থামিয়ে সন্দেহভাজন রিপন নামে ঐ যুবককে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে সাতটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। আটক রিপনের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

লক্ষ্মীপুরে সড়কে বেপরোয়া চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ৯

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ▸
লক্ষ্মীপুরে ক্ষমতাসীন দলের নামে সড়কে পরিবহন থেকে বেপরোয়া চাঁদাবাজি হচ্ছে। চাঁদাবাজি বন্ধে মাঠে নেমেছে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এর অংশ হিসেবে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও লেগুনা থেকে চাঁদা উত্তোলনের সময় হাতেনাতে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার সকালে তাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপুর সদর মডেল ও রায়পুর থানায় দ্রুত বিচার আইনে পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিকেল ৩টার দিকে তাদেরকে লক্ষ্মীপুর আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। এদিকে গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানের পর থেকে লক্ষ্মীপুর শহরের দক্ষিণ তেমুহনী ও উত্তর তেমুহনী এলাকায় পরিবহন থেকে কোনো চাঁদা উঠাতে দেখা যায়নি। তবে রশিদের মাধ্যমে পৌরসভার নির্ধারিত টোল আদায় করতে দেখা গেছে। স্থানীয়দের অভিমতে, লক্ষ্মীপুর-ঢাকা, লক্ষ্মীপুর-চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর-ফেনী, রামগঞ্জ-ঢাকা, রামগতি-ঢাকা, রামগতি-চট্টগ্রাম ও রায়পুরসহ জেলার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে প্রতিদিন কয়েক হাজার বাস, মিনিবাস, ট্রাক, সিএনজি, লেগুনা চলাচল করে। মালিক ও শ্রমিক সমিতির নামে প্রত্যেকটি উপজেলায় আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগ-শ্রমিক লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা দৈনিক হাজিরা হিসেবে লোক নিয়োগ করে পরিবহন থেকে ২০ টাকা থেকে শুরু করে ইচ্ছেমতো চাঁদা আদায় করা হয়। গত কয়েক বছরে অনেকেই পরিবহন চাঁদাবাজির টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গোয়েন্দা পুলিশ জানায়, লক্ষ্মীপুর জেলা পুলিশ সুপার ড. এএইচএম কামরুজ্জামানের নির্দেশে জেলার বিভিন্ন সড়কে চাঁদা উত্তোলনের ঘটনায় মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে অভিযান চালানো হয়। এ সময় লক্ষ্মীপুর পৌরসভা ও রায়পুর পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক চাঁদা উত্তোলনের সময় হাতেনাতে নয়জনকে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) আবদুল মান্নান বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় ৭ জনের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করেন। আসামিরা হলেন- লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বাঞ্ছানগর এলাকার মোরশেদ আলম, এনামুল হক দুলাল, চর লামছির মো. আবুল হাসেম, সাহাপুর এলাকার তোফায়েল, সমসেরাবাদের মো. সমুন, সদর উপজেলার মধ্য চর রমনী গ্রামের জাকির হোসেন ও লাহারকান্দি ইউনিয়নের চাঁদখালী গ্রামের দিদার। এছাড়া গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) রাহেলুল ইসলাম বাদী হয়ে রায়পুর থানায় দুইজনের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেছেন। তারা হলেন- রায়পুর পৌরসভার শায়েস্তানগর এলাকার মো. বিল্লাল হোসেন ও দেনায়েতপুর এলাকার মো. আবু তাহের। নাম প্রকাশ না করা শর্তে রায়পুর ও লক্ষ্মীপুরে গ্রেপ্তার পাঁচজনের স্বজনরা জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা নির্দোষ। তারা দৈনিক ৪০০ থেকে ৬০০ টাকা হাজিরা হিসেবে কাজ করে। অটোরিকশা ও লেগুনা থেকে তারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে নেতাদের নির্দেশমতে টাকা উত্তোলন করে। পরিবহন মালিক, চালক ও শ্রমিক সমিতির নামে উত্তোলন করা টাকা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কয়েকজন নেতা প্রতিদিন নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে লক্ষ্মীপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মো. মোক্তার হোসেন বলেন, জেলার বিভিন্ন সড়কে চাঁদাবাজির অভিযোগে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সড়কে চাঁদাবাজি রোধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সমুদ্র পথে মালয়েশিয়াগামী ১১ রোহিঙ্গা আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▸
কক্সবাজারের টেকনাফে সমুদ্র পথে মালয়েশিয়াগামী ১১ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে পুলিশ। আটক রোহিঙ্গাদের মধ্যে চারজন নারী। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃত রোহিঙ্গারা হলেন, উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা রফিউল কাদের, ইলিয়াস রিয়াজ, মো. আইয়ুব, আমির হাকিম, মো. ইলিয়াস, ইব্রাহিম, জানে আলম, আরেছা বিবি, তসলিমা, হারিদুর ইয়াসমিনা, জাহেরা। টেকনাফ বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক মো. আনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া এলাকা দিয়ে রোহিঙ্গারা সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় চার নারীসহ ১১ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। আটক রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার জানান, আটক রোহিঙ্গারা মানব পাচার চক্রের খপ্পরে পড়ে অবৈধভাবে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এসব পাচারকারী চক্রকে চিহ্নিত করে আটকের চেষ্টা চলছে।

৪ হাজার যাত্রী নিয়ে ডুবোচরে আটকে গেল দু'টি লঞ্চ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ▸
প্রায় চার হাজার যাত্রী নিয়ে ডুবোচরে আটকা পড়েছে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী দু'টি লঞ্চ। বুধবার রাত ৮টার দিকে এমভি জামাল-৫ ও এমভি আওলাদ-৭ লঞ্চ দু'টি পটুয়াখালীর কারখানা নদীর কবাই এলাকায় আটকা পড়ে।

এমভি আওলাদ-৭ লঞ্চের সুপারভাইজার মো. মিলন বলেন, পটুয়াখালী লঞ্চঘাট থেকে ৬টা ২০ মিনিটে প্রায় দুই হাজার যাত্রী নিয়ে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। রাত ৮টার দিকে কারখানা নদী অতিক্রমকালে কবাই এলাকায় আমাদের লঞ্চটি আটকা পড়ে। সুপারভাইজার মিলন আরও বলেন, আমাদের লঞ্চের পাশাপাশি পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী এমভি জামাল-৫ লঞ্চটিও আটকা পড়েছে। ঐ লঞ্চেও প্রায় দুই হাজার যাত্রী রয়েছেন। কারখানা নদীর কবাই এলাকায় ডুবোচরে আটকা পড়েছে লঞ্চ দু'টি। ঘণ্টাখানের পর নদীতে জোয়ার আসবে। জোয়ার আসার পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেব আমরা। লঞ্চে কোনো সমস্যা হয়নি। ডুবোচরে পানি না থাকায় লঞ্চ দু'টি আটকা পড়েছে। যাত্রীরা নিরাপদে রয়েছেন।

খুলনায় মদপানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮

খুলনা প্রতিনিধি ▸
খুলনায় মদপানে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে এক তরুণীও রয়েছেন। নিহতদের মধ্যে চারজন বুধবার সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে, একজন মঙ্গলবার গভীর রাতে এবং তিনজন সন্ধ্যার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। নিহতরা হলেন- নগরীর গ্যালাক্সির মোড়ের সুজন শীল (২৬), গল্লামারীর প্রসেনজিৎ দাস (২৯), তার বড় ভাই তাপস (৩৫), ভৈরব টাওয়ারের রাজু বিশ্বাস (২৫), রূপসার রাজাপুর এলাকার পরিমল, রূপসা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের দীপ্ত (২২) ও একই এলাকার ইন্দ্রানী বিশ্বাস (২৫) এবং খুলনা নগরের রায়পাড়ার অমিত শীল (২৫)।

খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আলমগীর ও ডা. ওমর ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অতিরিক্ত মদপানে তাদের মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময় অতিরিক্ত মদপানে শরীরে বিষক্রিয়া হয়, এতে মানুষ মারা যায়। অতীতেও এমন বহু ঘটনা দেখা গেছে। মদগুলো সব ভারতীয় ছিল বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন।

নাটোরে ২ নারীর মরদেহ উদ্ধার

নাটোর প্রতিনিধি ▸
নাটোরে পৃথক ঘটনায় দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার বাগাতিপাড়া উপজেলার জয়ন্তীপুর ও লালপুর উপজেলার চংধুপইল গ্রাম থেকে মরদেহ দু'টি উদ্ধার করা হয়। লালপুর থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ জানান সেলিম রেজা জানান, রাতে পূজোর ডিউটি শেষে স্বেচ্ছাসেবী আনছার সদস্য সাবিনা চংধুপইল গ্রামের বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। পরে সকালে সাবিনার মরদেহ পাওয়া যায়। এটি হত্যাকাণ্ড কি-না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ সময় নিহতের স্বামী সাহিনুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। অপরদিকে বাগাতিপাড়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মতিন জানান, বাগাতিপাড়ার বড়াল নদীর তীর ঘেঁষা জয়ন্তীপুর গ্রাম থেকে রেহেনা নামে এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাত ২টার দিকে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা শব্দ পেয়ে রেহেনার বাড়িতে ছুটে যান। এ সময় একজনকে পালাতে দেখেন তারা। পরে ঘরের ভেতর গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় রেহেনাকে পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন তারা। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে বলে জানান ওসি।

ভুল পথে ট্রেন চলে গেল ফরিদপুরে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি ▸
খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাটগামী মেইল ট্রেনটি পাঁচুরিয়া স্টেশনমাস্টারের অসাবধানতার কারণে ফরিদপুর লাইনে চলে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে পাঁচুরিয়া জংশন স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। পাঁচুরিয়া স্টেশনমাস্টার মোজ্জেম আলী জানান, সকাল সোয়া ১০টার দিকে ফরিদপুরগামী ফরিদপুর এক্সপ্রেস-১ ট্রেন যাওয়ার পর পয়েন্ট (লাইন) পরিবর্তন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। এ কারণে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা মেইল ট্রেনটি ফরিদপুর লাইনে চলে যায়। তবে অল্প কিছুদূর যাওয়ার পর তাৎক্ষণিক ট্রেনের লোকমাস্টার (চালক) বিষয়টি টের পেয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেন। পড়ে ট্রেনটি পেছনে ফিরে এসে গোয়ালন্দ ঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এতে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

শিশু নাঈম হত্যায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি ▸
সিলেটের দক্ষিণ সুরমার চাঞ্চল্যকর শিশু নাঈম হত্যা মামলায় চারজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ ৮ বছর পর বুধবার দুপুর ১২টার দিকে সিলেট জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মুহিতুল হক এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পুরান তেঁতলী গ্রামের প্রয়াত মো. আফতাব আলীর ছেলে মো. ইসমাইল আলী (২২), একই এলাকার মো. ইছহাক মিয়া ওরফে ইছহাক আলীর ছেলে মো. মিঠুন মিয়া (২০) ও তার ভাই রুবেল (১৮), দক্ষিণ সুরমা থানার দক্ষিণ ভার্থখলা ডি ব্লকের ডিপটি ওরফে রুবেলের ছেলে বিপ্লব ওরফে বিপলু (১৮)। এছাড়া জুনায়েদ হোসেন ওরফে জুনেদ হোসেন (১৯) নামে এক আসামিকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে। তার বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার দালবুল (সুয়াজিবাড়ী) গ্রামে। বাদী পক্ষের আইনজীবী গোলাম এহিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মামলার রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানাই। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১৪ আগস্ট তারাবির নামাজ পড়তে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় শিশু নাঈম। ৭ দিন পর বাড়ির পাশের একটি জঙ্গল থেকে তার বস্তাবন্দি গলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নাঈমের বাবা আব্দুল হক বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে দক্ষিণ সুরমা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ সুরমা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. হারুন মজুমদার পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

ওলামা লীগের সভাপতি পরিচয় দেয়া মনির মাদকসহ ধরা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▸
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় দেশীয় অস্ত্রসহ ও মাদকসহ মনির খান (৪৭) নামে এক ভণ্ড পীর ও তার সহযোগী মো. মাসুদ উল্লাকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার ভাদুঘর এলাকার একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সদস্যরা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। আটক মনির ভাদুঘর এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে ও মাসুদ একই এলাকার মো. সানাউল্লার ছেলে। মনির নিজেকে একজন পীর ও জেলা ওলামা লীগের সভাপতির পরিচয় দিয়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করতেন বলে জানা গেছে। এনএসআইয়ের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উপ-পরিচালক মো. আবু নায়হান ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কেলের পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) মো. শরীফুল ইসলাম এ অভিযানে নেতৃত্বে দেন। ইন্সপেক্টর মো. শরীফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাদুঘর এলাকার গ্লোবাল ভিশন ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে এনএসআই ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালে দু'টি কিরিচ, একটি রামদা, দুই পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, একশ গ্রাম গাঁজা, এক বোতল মদ, ইয়াবা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জামসহ ভণ্ড পীর মনির খান ও তার সহযোগী মাসুদকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন আটক দুইজনকে তিন মাস করে কারাদণ্ড দেন।

নরসিংদীর বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে বিদ্যুতের খোঁজখবর নেন জেনারেল ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমান –পাঞ্জেরী

দুর্গাপূজায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা পেয়ে পূজারীদের সন্তুষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতাভুক্ত নরসিংদী সদর উপজেলার আংশিক এবং পলাশ উপজেলায় মোট ৯৭টি পূজামণ্ডপে চলমান দুর্গাপূজায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন পূজারীগণ। নরসিংদী সদর ও পলাশ উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ ঘুরে জানা যায়, গত ৪ অক্টোবর থেকে ষষ্ঠি পূজা দিয়ে শুরু হওয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজায় এবার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর জেনারেল ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমানসহ ডিজিএম, এজিএম ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারি মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে বিদ্যুতের খোঁজখবর নিচ্ছেন।

ভাটপাড়া বাজারস্থ শ্রী সুকেশ চন্দ্র দাসের দুর্গা মন্দিরের পূজা কমিটির সভাপতি বাবু নারায়ণ চন্দ্র দাস জানান, এবার পূজায় তারা সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ পেয়েছেন। জেনারেটর কাজে লাগেনি। ফলে তাদের অনেক সাশ্রয় হয়েছে। পাঁচলোনা মঠবাড়ি পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য বাবু সুজিত সেন গুপ্ত বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ এবার বিদ্যুৎ সরবরাহে তেলেসমাতি দেখিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ থাকায় পূজারীদের কোন কষ্ট হয়নি, কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। নওপাড়া পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানিক চন্দ্র মিত্রেরও একই কথা। তিনি বিআরইবি'র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) সাহেবকে ধন্যবাদ জানান পূজায় বিদুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য।

এ ব্যাপারে নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর জেনারেল ম্যানেজারের সাথে কথা বললে তিনি জানান, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে তিনি এবং তার অধীনস্তরা সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছেন।

ইলিশ ধরায় ১০ জেলের কারাদণ্ড

ভোলা প্রতিনিধি ▸
সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভোলার সদর ও চরফ্যাশন উপজেলায় মেঘনা নদীতে মা ইলিশ শিকার করার সময় মাছ ও কারেন্ট জালসহ ১০ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ ও নৌ পুলিশ সদস্যরা। এছাড়া তজুমদ্দিন ও মনপুরা উপজেলার মেঘনা নদী থেকে ২১ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয়েছে। তবে কোনো জেলেকে আটক করা যায়নি।

বুধবার ভোর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ভোলা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. কামাল হোসেন ও চরফ্যাশনের মো. রুহুল আমিন পৃথকভাবে এসব অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন ভোলা সদরের মো. সিরাজ মাঝি (৪৫), মো. জাহাঙ্গীর মাঝি (৫০), দুলাল হাওলাদার (৩০), হান্নান মোল্লা (১৯) ও আ. রহিম ৩২)। চরফ্যাশনের মো. কামাল (৩০), মো. বেলাল (২০), মো. রশিদ (৪০), মো. জসিম (৩২) ও মো ইলিয়াস (২৫)। এরা চরফ্যাশন উপজেলার ফাতেমাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এস এম আজহারুল ইসলাম জানান, ইলিশের প্রজনন মৌসুম হওয়ায় ৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ভোলা সদরের তুলাতলি এলাকায় মেঘনা নদী থেকে ৫ জেলেকে ৫ হাজার মিটার জালসহ এবং চরফ্যাশন উপজেলার সামরাজ এলাকায় ৫ জেলেকে ১ হাজার মিটার জাল ও ৫ কেজি মা ইলিশসহ আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভোলা সদরের ৫ জেলেকে ১ বছর এবং চরফ্যাশন উপজেলার ৫ জেলেকে ১ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়।

তিনি আরও জানান, একই সময় তজুমদ্দিন থেকে ২০ হাজার ও মনপুরা থেকে ১ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। তবে কাউকে আটক করা যায়নি। মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্ত্রীকে গলা কেটে খুন করল স্বামী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
নারায়ণগঞ্জে সাহেলা আক্তার (২৫) নামে এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করেছে স্বামী মোবারক হোসেন (৩৫)। ঘটনার পর থেকে পলাতক আছেন তিনি। মঙ্গলবার দিবাগত মধ্য রাতে আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী পৌরসভার উত্তর কলাগাছিয়া এলাকায় এই খুনের ঘটনা ঘটে। সাহেলা ঐ এলাকার হাসেম আলীর মেয়ে। খবর পেয়ে বুধবার সকালে গোপালদী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৫ বছর আগে নরসিংদীর মাধবদী থানার খাদিমার চর এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে মোবারক হোসেন সাহেলাকে বিয়ে করেন। এর কিছুদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি শ্বশুর বাড়িতে বসবাস এবং স্থানীয় পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরিতে কাজ শুরু করেন। চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবে এমন কথা বলে স্ত্রীকে মোটা অংকের টাকার জন্য চাপ দেয় মোবারক। এজন্য প্রায়ই সে স্ত্রীকে মারধর করতো। এক পর্যায়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় নিজ শয়ন কক্ষের বিছানায় ঘুমন্ত সাহেলাকে গলা কেটে হত্যা করে মোবারক। এরপরথেকে পলাতক আছেন তিনি। পরে মেয়ের গলা কাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে সালেহার বাবা স্থানীয় লোকজন ও পুলিশকে সংবাদ দেন। নিহতের বোন পারভীন আক্তার জানান, বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদ চলছিল। বিভিন্ন সময় সালেহাকে মারধর করতো মোবারক। সেই সঙ্গে প্রায়ই সে সালেহাকে হত্যার হুমকি দিত। গোপালদী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই নাসির আহমেদ জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে সাহেলাকে খুন করে পালিয়ে গেছে তার স্বামী মোবারক।

বউভাতের দাওয়াত খেয়ে ৫০ জন হাসপাতালে

পঞ্চগড় প্রতিনিধি ▸
পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় বউভাতের দাওয়াত খেয়ে ৩০ পরিবারের নারী ও শিশুসহ অন্তত ৬০ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অসুস্থদের মধ্যে ৫০ জন বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন। অসুস্থরা সবাই গত সোমবার দুপুরে উপজেলার ময়দানদীঘি ইউনিয়নের ধনিপাড়া এলাকায় একটি বউভাতের অনুষ্ঠানে দাওয়াত খান। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে তাদের মধ্যে বমি, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথাসহ জ্বরের উপসর্গ দেখা দেয়। এ নিয়ে সকলের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ও সিভিল সার্জন ডা. নিজাম উদ্দীনসহ উর্ধতন কর্মকর্তারা হাসপাতালে রোগীদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। বর্তমানে সবাই আশংকামুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত সোমবার দুপুরে ধনিপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের একমাত্র ছেলে মাজেদুল ইসলামের বউভাতের দাওয়াত ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সবাই বউভাতের দাওয়াত খান। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে একে একে সবাই অসুস্থ হতে থাকেন। এদের মধ্যে প্রথমে নারী ও শিশুসহ আটজনকে বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়। বিকেল থেকে বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে একই উপসর্গে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির মালিক সিরাজুল ইসলাম (৫০), সাদ্দাম হোসেন (২৫), রফিকুল ইসলাম (৫৫), আনোয়ার হোসেন (৪২), মকছেলা খাতুন (২২), বানু বেগম (৪২), জরিনা বেগম (৪৮), রাবেয়া খাতুন (২৫), রিফাত আক্তার (৪), নাঈম ইসলাম (১৩), শাহীন (৫), সুলতানা মৌ (৬), খাদিজা আক্তার চম্পা (২০), রহিমা আক্তার (৩২), আব্দুর রহমান (৭), লোকমান হোসেনসহ (৫) অর্ধশত রোগীকে বোদা, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি খাদিজা আক্তার চম্পা বলেন, বউভাতের দাওয়াত খাওয়ার পর থেকেই খারাপ লাগছিল। পরে বমি ও পেট ব্যথা শুরু হয়। পাশাপাশি জ্বর ও মাথা ব্যথাও ছিল। মঙ্গলবার দুপুরের পর হাসপাতালে ভর্তি হই। খুব ভয় পেয়েছিলাম।

বাড়ির মালিক সিরাজুল ইসলাম বলেন, দাওয়াতের আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল না। আমাকে বিপদে ফেলার জন্য কেউ শত্রুতামূলক খাবারে কোনো কিছু মেশাতে পারে। আমিসহ আমার পরিবারের সদস্যরাও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. সিরাজ

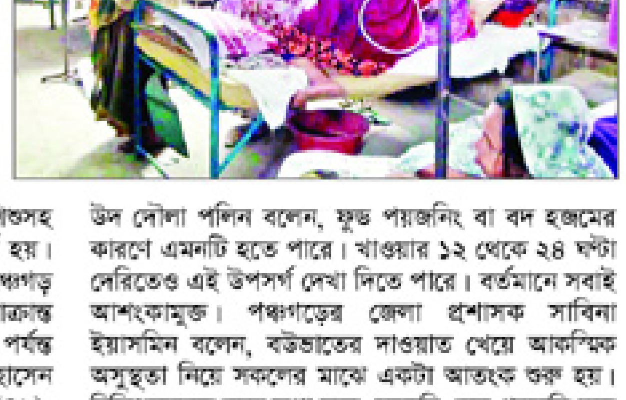

উদ দৌলা পলিন বলেন, ফুড পয়জনিং বা বদ হজমের কারণে এমনটি হতে পারে। খাওয়ার ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা দেরিতেও এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বর্তমানে সবাই আশংকামুক্ত। পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বউভাতের দাওয়াত খেয়ে আকস্মিক অসুস্থতা নিয়ে সকলের মাঝে একটা আতংক শুরু হয়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ফুড পয়জনিংয়ের কারণে এমনটা হতে পারে। তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সকলেই আশংকামুক্ত।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় কোনো দুস্কৃতকারী চক্রের হাত রয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জনকেও বলা হয়েছে।

১৩ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪০ রাউন্ড গুলিসহ যুবক আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪০ রাউন্ড গুলিসহ আলামিন খন্দকার (২৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে র‌্যাব-৫। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ধুপপুকুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আলামিন খন্দকার পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার আথাইল শিমুল গ্রামের মৃত হাফিজুর রহমানের ছেলে। বুধবার সকালে র‌্যাব-৫ এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্পে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান র‌্যাব-৫ এর রাজশাহীর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন, বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল আসছে- এমন তথ্যের ভিত্তিতে রাত সাড়ে ৮টার দিকে সোনামসজিদ-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের ধুপপুকুর নামক স্থানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ঐ এলাকায় একটি পাথরভর্তি ট্রাকের পাশে কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হলে র‌্যাব তাদের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু র‌্যাব সদস্যদের দেখে তারা দৌড় দেয়। একপর্যায়ে র‌্যাব তাদের ধাওয়া করে একটি ব্যাগসহ আলামিন খন্দকারকে ধরে ফেলে। পরে ব্যাগ তল্লাশি করে ৭টি বিদেশি পিস্তল, ৫টি ওয়ান শুটার গান, ১৩টি ম্যাগাজিন, ৪০ রাউন্ড গুলি, ২টি মোবাইল ফোন, একটি এটিএম কার্ড ও নগদ ১০ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধারসহ একটি ট্রাক জব্দ করা হয়।

টলিউড ছাড়ার চিন্তাও করতে পারি না : পায়েল

বিনোদন ডেস্ক ▸
পাঞ্জাবি ভাষার 'চান্না মেরেয়া' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে নাম লেখান পায়েল রাজপুত। 'আরএক্স১০০' সিনেমার মাধ্যমে তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক ঘটে তার। এখন টলিউড (তেলেগু) ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী তিনি।
পায়েলের মুক্তি প্রতীক্ষিত সিনেমা 'আরডিএক্স লাভ'। এর প্রচারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি প্রচারে গিয়ে টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন এই অভিনেত্রী। এ সময় পায়েল বলেন, 'পাঞ্জাবি সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রেখেছি। সেখান থেকে প্রচুর কাজের প্রস্তাব পাচ্ছি। কিন্তু নিজের ভাষার চলচ্চিত্রের জন্যও সময় মিলাতে পারছি না। বর্তমান সময়ের বিবেচনায় ভারতের সেরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি টলিউড (তেলেগু)। বলিউডের জন্যও টলিউড ছাড়ার চিন্তা করতে পারি না।'
তেলেগু ভাষার 'ভেংকি মামা', 'অ্যাঞ্জেল' ও তামিল ভাষার 'ডিস্কো রাজা' সিনেমার কাজ পায়েলের হাতে রয়েছে। 'ডিস্কো রাজা' ও 'অ্যাঞ্জেল' সিনেমার শুটিং চলছে। 'ভেংকি মামা' সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এছাড়া নারী কেন্দ্রীক একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন পায়েল। এতে একজন আইএএস অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করবেন এই অভিনেত্রী।

শিগগিরই আসছে হৃতিকের কৃষ ৪

বিনোদন ডেস্ক ▸
অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিলো আবারও সুপারহিরো হয়ে দর্শক মাতাতে আসছেন হৃতিক রোশন। তাকে নিয়ে 'কৃষ-৪' নির্মাণ করবেন বাবা রাকেশ রোশান। তবে কবে থেকে শুরু হবে শুটিং সে বিষয়টি নিশ্চিত ছিলো না। অবশেষে জানা গেল, কাজ শুরু হয়েছে 'কৃষ-৪'-এর। গত বছরই এই ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন পরিচালক রাকেশ রোশন। কিন্তু তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় পুরো প্রজেক্টটাই পিছিয়ে যায়। প্রোটি ক্যান্সারের প্রথম স্টেজ ধরা পড়ে রাকেশের।
এরপর বছর খানেক চিকিৎসা চলে তার। এবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে কাজে ফিরলেন রাকেশ। আর শুরু হয়ে গেল 'কৃষ-৪'-এর শুটিংও। সম্প্রতি 'ওয়ার' ছবির প্রচারে এক প্রশ্নের জবাবে হৃতিক রোশন জানান, এখন তার বাবার শারীরিক অবস্থা অনেকটা ভালো। 'কোই মিল গায়া', 'কৃষ' ও 'কৃষ-৩' বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য পেয়েছিল। সেই সাফল্যের ধারা এগিয়ে নিতে যেতেই 'কৃষ-৪' তৈরি হচ্ছে শিগগিরই। আবার আরেকটি সূত্র বলছেন, রাকেশ এখনো কৃষ ৪ তৈরি করতে প্রস্তুত নন। তিনি নিজে শতভাগ ফিট না হওয়া পর্যন্ত শুটিংয়ে নামবেন না। পাশাপাশি ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করতেও সময় লাগবে বলে দাবি করেছেন তিনি। ঠিক হয়নি নায়িকাও। তবে এটা জানা গেছে, হৃতিক অভিনীত এই ছবিটি আগেরগুলোর তুলনায় আরও জমকালোভাবে তৈরি হবে। এখানে কৃষের শত্রু সংখ্যাও বাড়ানো হবে। আর তার সঙ্গে থাকবে ঝকঝকে ভিএফএক্স। নায়িকা হিসেবেও থাকবে চমক।

যৌন জীবন নিয়ে মুখ খুললেন সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক ▸
সালমান খানের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই তার ভক্তদের। বলিউডের এলিজেবল ব্যাচেলর বলা হয় তাকে। একাধিক নারীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন অনেক।
সংগীতা বিজলানি, সোমি আলী, ঐশ্বরিয়া রাই, স্নেহা উলাল, ক্যাটরিনা কাইফ, জেরিন খান, লুলিয়া এমনই দীর্ঘ সালমান খানের প্রেমিকার তালিকা। না, এখনো বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি সাল্লু ভাই। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে এখনো বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাকে। মজার ছলেই উত্তর দেন সালমান খান। কিন্তু এবার আর বিয়ে নিয়ে নয়, তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তার যৌন জীবন সম্পর্কে। বলিউড সুপারস্টার সালমান খান বলেন, 'যৌনতা আর বিয়ে এর কোনটাই এখনও আমার জীবনে ঘটেনি। এখনো সিঙ্গেল লাইফ পার করছি। বেশ আছি একা।' সম্প্রতি 'ফ্রেকি আলি'-র ট্রেলর লঞ্চ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ছিলেন সালমান খান। সেখানে তাকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখের পড়েন তিনি। আর তার জবাবে সালমান বললেন, 'সেক্স আর বিয়ে কোনটাই আমার জীবনে এখনও ঘটেনি। আর বিয়ে করলে সেটা সকলকে জানিয়েই করবো।' প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে সালমান ভারতের মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর। তাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেই বিয়ের প্রশ্নটা তার জন্য কমন। তিনিও বরাবরই মজা করেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন।

মা হচ্ছেন রুমানা খান

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
মডেলিং ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিচিতি পান রুমানা খান। পরবর্তীতে সিনেমায় অভিনয় করে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন। চার বছরের সিনেমা ক্যারিয়ারে ২৬টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন রুমানা। তবে অনেক দিন তাকে মিডিয়ার কোনো কাজে দেখা যায়নি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তিনি। ২০১৫ সালে রুমানা খান যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ব্যবসায়ী এলিন রহমানকে বিয়ে করেন। নতুন খবর হলো প্রথমবারের মতো মা হতে যাচ্ছেন রুমানা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান অভিনেত্রী বন্যা মির্জা। সেখানে রুমানার সঙ্গে দেখা হয় তার। এই অভিনেত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে রুমানার মা হবার খবর দিলেন বন্যা মির্জা। জানা যায়, চলতি বছরের নভেম্বরে রুমানার ঘর আলো করতে জন্ম নেবে এক কন্যা সন্তান। রুমানা প্রথমে উপস্থাপক আনজাম মাসুদকে বিয়ে করেছিলেন। সে বিয়ে বেশি দিন টেকেনি। আনজামের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সংসার পাতেন সাজ্জাদ নামে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। এরপর রুমানা তৃতীয়বারের মতো এলিন রহমানকে বিয়ে করেন তিনি। এলিনের এটি দ্বিতীয় বিয়ে।
প্রসঙ্গত, জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত 'ভালোবাসলেই ঘর বাঁধা যায় না' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান রুমানা। সর্বশেষ তিনি রহমতুল্লাহ তুহিনের নির্দেশনায় ২০১৪ সালে জিয়াউল ফারুক অপূর্বর বিপরীতে 'যত দূরে যাবে বন্ধু' নাটকে অভিনয় করেন। এরপর তাকে আর চলচ্চিত্র কিংবা নাটকে অভিনয়ে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক-এর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে দুই টিভিমুখ বন্যা মির্জা ও রুমানা

দুই বছরে সমিতিতে লাখ লাখ টাকা এসেছে, তার হিসেব পাইনি : পপি

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
গেল নির্বাচনে এক প্যানেলে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসেন সভাপতি মিশা সওদাগর ও সাধারন সম্পাদক জায়েদ খান। তাদের প্যানেল থেকে সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হন চিত্রনায়ক রিয়াজ, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন চিত্রনায়ক ফেরদৌস ও চিত্রনায়িকা পপি। দুই বছর মেয়াদ শেষে আগের সেই সম্পর্কটা আর নেই। এবারের নির্বাচনে মিশা-জায়েদের সঙ্গে নেই রিয়াজ, পপি ও ফেরদৌস। তারা মিশা-জায়েদ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে প্যানেল থেকে বের হয়ে গেছেন। এবার তাদের বিরুদ্ধে শিল্পীদের ফান্ড গঠনের টাকা নেয়ার অভিযোগ তুলেছেন মিশা-জায়েদ। সম্প্রতি সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর একটি বেসরকারি টেলিভিশনে সাক্ষাতকারে বলেন, শিল্পীদের জন্য ফান্ড গঠন করতে একটি চ্যারিটি অনুষ্ঠান থেকেও ৫০ হাজার করে টাকা নিয়েছেন রিয়াজ, ফেরদৌস ও পপি। শিল্পী সমিতি ও শিল্পীদের প্রতি কোনো দায় নেই তাদের। এজন্যই ফান্ড গঠনের চ্যারিটি অনুষ্ঠান থেকেও পারিশ্রমিক নেন তারা। তারা ছাড়া অন্য কেউ টাকা নেননি। একই কথা জায়েদ খানেরও। এর প্রতিক্রিয়ায় মিশা ও জায়েদ খানের প্রতি ক্ষোভ ঝারলেন নায়িকা পপি। তিনি বলেন, 'কে টাকা নিয়েছে? কার নামে? রশিদটা কোথায়? শুধু এই একটা শোয়ের কথা কেন বলা হচ্ছে? আমি তো সমিতির জন্য অনেক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছি। রিয়াজ, ফেরদৌস, পূর্ণিমা, সাইমন, অপুসহ আরও অনেকেই এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।
কখনো পুলিশের অনুষ্ঠান, কখনো র‌্যাবের, অনেক রকম অনুষ্ঠান। এক টাকাও পারিশ্রমিক নিইনি আমি। একটা পারফর্ম করলে তো অনেক সহশিল্পী রাখতে হয়। তাদের টাকা দিতে হয়। সেই টাকাটাও দেয়া হতো না। ভাবতাম সমিতির জন্যই কাজ করছি। সমস্যা নেই। জায়েদ বলতো অমুকের অনুষ্ঠান, তমুকের অনুষ্ঠান টাকা নেয়া যাবে না। সমিতির ফান্ডের জন্য কিছু ডোনেশান আসবে। তো কত টাকা ডোনেশান আসলো? সেই টাকা কোথায় কীভাবে খরচ করা হয়েছে জানতে চাই। এখানে শিল্পীদের পরিশ্রম, ঘাম মিশে আছে। দুই বছরে লাখ লাখ টাকা এসেছে সমিতিতে, হিসেবটা পাইনি। উল্টো অভিযোগ তোলা হচ্ছে। দুই বছরে অনেক কিছু দেখেছি। যখন কোথাও থেকে টাকা আনার দরকার হয় তখন শিল্পীদের ডাক পড়ে। আসুন, শো আছে। এরপর আর কোনো খবর নেই। যখন কাউকে টাকা দেয়ার সময় আসে তখন তারা দুইজন। ফেসবুক ভরিয়ে ফেলে ছবি দিয়ে। সব ক্রেডিট তারা নেয়। আমরা আত্মীয় স্বজনকে দেখতে গেলে, কিছু সাহায্য করলে কী সেটা পাড়া পড়শীকে জানিয়ে করি? কিন্তু দুই বছর ধরেই তারা এমন করে শিল্পীদের ছোট করেছে বলে মনে করি আমি। এখন নাকি আবার বলছে সমিতির কেউ কিছু করেনি। সব তারা দু'জন আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। তাদের দেখে কেউ এক টাকা দিয়েছে না দেবে? শুধু কী তাই? দুই বছরে একটা এজিএম করেনি। অভিযোগের শেষ নেই।' পপি বলেন, 'আমরা নানা অনিয়ম দেখে অভিযোগ তুলে এবার তাদের প্যানেলে যেতে রাজি হইনি। এজন্যই তারা দুই মাস ধরে আমাদের সাথে বাজে আচরণ করছে। নানা রকম ব্লেম দিয়ে যাচ্ছে। হাসি পায়, তাই বলে ৫০ হাজার টাকার মানহানি করবে? আমি বা রিয়াজ, ফেরদৌসরা ৫০ হাজার টাকার শিল্পী? ওদের মতো ভাবে সবাইকে, তাই না? আর যদি ধরেও নেই যে আমরা তিনজন নারায়ণগঞ্জে ৫০ করে দেড় লাখ টাকা নিয়েছি তাহলে আরও তো আড়াই লাখ টাকা বাকী। সেগুলো কোথায়? ঐ প্রোগ্রামে ৮ লাখ টাকার ৪ লাখ টাকা যাবে সমিতির ফান্ডে আর ৪ লাখ টাকা খরচ করা হবে শিল্পীদের পারফর্ম বাবদ। আমরা তিনজন দেড় লাখ নিয়ে নিলাম। তাহলে বাকী টাকা কোথায়? জোচ্চুরি করে আবার বড় বড় কথা বলা হচ্ছে! ওদের লাজ লজ্জাও কিছু নেই নাকি!' এবার কেন নির্বাচনে আসলেন না এই প্রশ্নের জবাবে পপি বলেন, 'আসলে গেল দুই বছরে সমিতির সঙ্গে থেকে ও অনেক কিছু দেখে নির্বাচনের ইচ্ছেটা মরে গেছে। আর যেটা বুঝেছি তারা দু'জন নিজেদের কোরাম আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছে। যারা নায্য কথা বলে, যারা অনিয়ম হলে প্রতিবাদ করে তারা সমিতিতে নেতৃত্বে আসুক এটা তারা চায় না। হঠাৎ করে শুনি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে গেছে। আমি কিছু জানতেই পারিনি। পুরো দুই বছরেরই এমনটা হয়েছে। কমিটির বা সমিতির কোনো ঘটনা থাকলে অন্যদের কাছে আমাকে শুনতে হয়েছে। শুধু পারফর্মের বেলায় পপিকে ডাকো অন্যসব কাজে গুরুত্বহীন করে রেখেছিলো। সিদ্ধান্ত তো যা নেয়ার তারাই নিয়েছে। এটা বিশেষ করে হয়েছে যখন দেখলো সাংবাদিকরা তাদের চেয়ে তারকা সদস্যদের প্রাধান্য দেয় তখন থেকেই।

খেলার মাঠ

২৯৫ করেও শেষ ওভারে হারলো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
নিউজিল্যান্ড সফরে দুর্দান্ত খেলছে বাংলাদেশের যুবারা। পাঁচ ম্যাচের মধ্যে প্রথম তিন ওয়ানডে জিতে আগেভাগেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলে তারা। বুধবার লিংকনে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে তাই কিছুটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল সফরকারি দল। তারপরও দারুণ ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বাংলাদেশের যুবারা। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৮ উইকেটে গড়ে ২৯৫ রানের বড় সংগ্রহ। তবে সেই পুঁজিও যথেষ্ট হয়নি। ম্যাচটি ৪ উইকেটে হেরে গেছে যুবারা। সফরে এটিই তাদের প্রথম হার।
বাংলাদেশের টপ অর্ডারের ছয় ব্যাটসম্যানের চারজনই ফিফটি পেয়েছেন। দুই ওপেনারের মধ্যে তানজিদ হাসান ৫১ আর পারভেজ হোসেন ইমন করেন ৫৫ রান। মাহমুদুল হাসান জয় (১৩) আর শাহাদাত হোসেন (১২) ইনিংস বড় করতে না পারলেও পরের দুই ব্যাটসম্যান আবার করেছেন ফিফটি। তৌহিদ হৃদয় ৭৭ বলে ২ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় করেন ৭৩ রান। অধিনায়ক আকবর আলি খেলেন ঝড়ো এক ইনিংস। ৪৪ বলে গড়া তার ৬৬ রানের ইনিংসে ছিল ৮টি বাউন্ডারি আর ২টি ছক্কার মার। জবাবে ৯ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারালেও পরে বড় কয়েকটি জুটি গড়ে ম্যাচ বের করে নেয় নিউজিল্যান্ডের যুবারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৬ রান করেন এফ লেলম্যান। ইনিংসের ৫ বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা।
বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন আসাদুল্লাহ গালিব। তবে ৩ উইকেট নিলেও ৯ ওভারে তিনি খরচ করেন ৭৮ রান।

টানা ওয়ানডে জয়ের নতুন বিশ্বরেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ব্রিসবেনে বুধবার সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলংকাকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা। নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা ১৮ ওয়ানডে জিতেছে তারা।
ব্রিসবেনে চামারি আতাপাত্তুর সেঞ্চুরির পরও ৮ উইকেটে ১৯৫ রানেই থেমে যায় শ্রীলংকার ইনিংস। জবাবে অ্যালিসা হিলির হার না মানা ১১২ রানের ইনিংসে ভর করে ২৬.৫ ওভারেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।
এর আগে টানা জয়ের রেকর্ডটিও দখলে ছিল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালে মধ্যে টানা ১৭টি ম্যাচ জিতেছিল বেলিন্দা ক্লার্কের দল।

ছেলে-মেয়ে সবমিলিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে টানা জয়ের রেকর্ডটিও অস্ট্রেলিয়ারই দখলে। ২০০৩ সালে রিকি পন্টিংয়ের অজেয় অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল টানা ২১টি ওয়ানডে।
এখন পর্যন্ত সেটিই কোনো দলের টানা ওয়ানডে জয়ের রেকর্ড।

সাংহাই মাস্টার্সে জয়ে শুরু ফেদেরারের

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
সাংহাই মাস্টার্সে জয়ে শুরু ফেদেরারের। সাংহাই মাস্টার্সের ওপেনারে সরাসরি সেটে জয় পেয়েছেন রজার ফেদেরার। হারিয়েছেন স্প্যানিশ আলবার্ট রামোস ভিনোলাসকে। র‌্যাংকিংয়ের তিনে থাকা ফেদেরার মৌসুমটা শেষ করতে চাইছেন তৃপ্তি নিয়ে। লক্ষ্য বানিয়েছেন চতুর্থ শিরোপা। যদিও এই মৌসুমে ২১তম গ্র্যান্ড স্লাম না জেতার একটা আক্ষেপ আছে তার।
প্রতিযোগিতার দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ফেদেরার ৬-২, ৭-৬ (৫) গেমে হারিয়েছেন রামোস ভিনোলাসকে। শেষ ষোলোতে বেলজিয়ামের ডেভিড গফিন অথবা মিখাইল কুকুশকিনের মুখোমুখি হবেন তিনি। অথচ এই ভিনোলাসের কাছে ২০১৫ সালে এই টুর্নামেন্টে একই পর্যায়ে হেরে গিয়েছিলেন। তাই পুরনো হারটা তাতিয়ে দিয়েছিল ফেদেরারকে। ম্যাচের পর বললেন সে কথা, 'ওই ম্যাচের হাইলাইটস দেখেছি। তখন কী রকম লেগেছিল সেটাও মনে করতে পারি। তবে আবার খেলার সময় ভেবে দেখেছিলাম সে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই যেভাবে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছিলাম, তাতে আমি বেশ সন্তুষ্ট।'

ইউরো বাছাইয়ে নেই এমবাপে

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ইনজুরি বার বার ভোগাচ্ছে ফরাসি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপেকে। নতুন করে তাকে ছিটকে দিয়েছে ফ্রান্সের ইউরো বাছাইয়ের আসন্ন ম্যাচ থেকে। চোটের কারণে আইসল্যান্ড ও তুরস্কের বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না তার।
মঙ্গলবার ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন নিশ্চিত করেছে এ খবর। তার বদলে ফরাসি দলে ডাক পেয়েছেন আলাসসান প্লেয়া। বেশ কিছুদিন ধরে উরুর চোটে ভুগছিলেন প্যারিস সেন্ত জার্মেই ফরোয়ার্ড এমবাপে। ফ্রেঞ্চ লিগেও সম্প্রতি ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি। ইউরো বাছাইয়ে ফ্রান্স তাদের 'এইচ' গ্রুপের ম্যাচে শুক্রবার মুখোমুখি হবে আইসল্যান্ডের। পরের ম্যাচে আগামী সোমবার আতিথ্য দেবে তুরস্ককে। গ্রুপ পর্বে বর্তমানে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শীর্ষে আছে তুরস্ক, ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে আইসল্যান্ড।

২ ম্যাচকে সামনে রেখে ব্রাজিলের অনুশীলনে নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
আবারও ব্রাজিলের অনুশীলনে দেখা গেল সুপারস্টার নেইমারকে। সামনে ফিফার দু'টি প্রীতি ম্যাচ। একটি সেনেগালের বিপক্ষে, আরেকটি নাইজেরিয়ার। এই দুই ম্যাচকে সামনে রেখে অনুশীলনে একত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা। সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচ ১০ অক্টোবর। তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, ১৩ অক্টোবর 'সুপার ঈগল'খ্যাত নাইজেরিয়ার মোকাবেলা করবে সেলেকাওরা। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। এই দুই ম্যাচকে সামনে রেখেই ক্লাব ছেড়ে জাতীয় দলে একত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা। সোমবার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল হেসুস আর এডারসন। প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের নেইমারের সঙ্গে আগেই দলে যোগ দিয়েছেন থিয়াগো সিলভা আর মারকুইনহস, লিভারপুলের রবার্তো ফিরমিনো আর ফ্যাবিনহো। ক্লাব্লাঙ্গ ফুটবল হাবে মঙ্গলবার অনুশীলন করেছেন লুকাস পিকুয়েতা, কাসেমিরো, ফিলিপ কৌতিনহো আর এডের মালিতাও, রিচার্লিসনও।

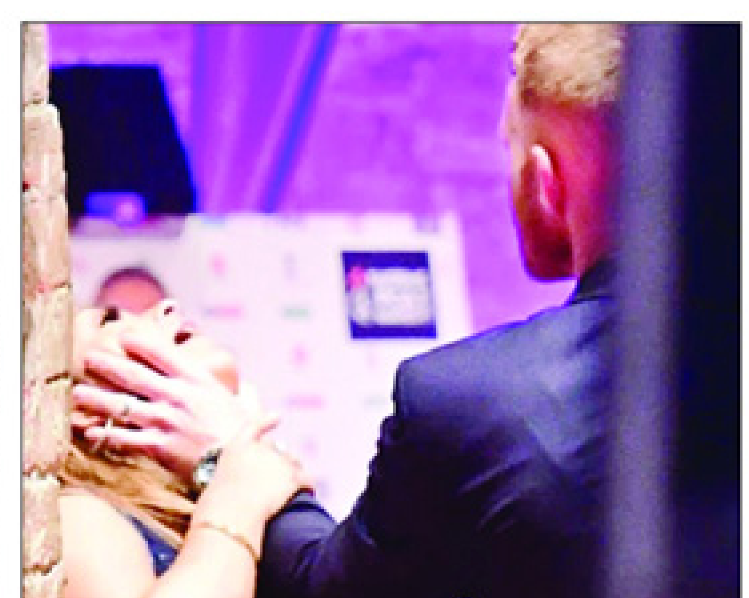

শ্রীলংকায় ৪ ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে নান্নুর

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
শ্রীলংকায় 'এ' দলের দু'টি চার দিনের ম্যাচ শেষ। হাম্বানটোটায় লংকান 'এ' দলের সাথে দু'টি ৪ দিনের ম্যাচই ড্র হয়েছে। যদিও প্রথমটি বৃষ্টির কারণে এক দফা পিছিয়েও শেষ পর্যন্ত তিন দিনের ম্যাচে রূপান্তরিত হয়। এখন ঐ দীর্ঘ পরিসরের খেলা শেষে হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ওয়ানডে সিরিজের আগে দলে এসেছে পরিবর্তন। চার দিনের সিরিজে বাংলাদেশ 'এ' দলের নেতৃত্ব দেয়া মুমিনুল হকসহ দেশে ফিরে এসেছেন তিন ক্রিকেটার-জহুরুল ইসলাম, সালমান ইসলাম আর মেহেদি হাসান মিরাজ। গত মঙ্গলবার এই চার ক্রিকেটার দেশের মাটিতে পা রাখেন। আর শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার জন্য আজই উড়ে গেছেন চার তরুণ- আরিফুল হক, সাইফ হাসান, নাইম শেখ ও আবু হায়দার রনি। জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু হাম্বানটোটা থেকে কলম্বো ফিরে এ তথ্য জানিয়েছেন। ৪ দিনের ম্যাচে 'এ' দলের পারফরম্যান্স কেমন ছিল? কেউ তেমন নজর কেড়েছে কি? জানতে চাওয়া হলে মিনহাজুল আবেদিন নান্নু বলেন, 'দু'টি ম্যাচই হয়েছে ফ্ল্যাট উইকেটে। ব্যাটিংটা মোটামুটি হলেও বোলিং বিশেষ করে দুই ম্যাচেই দ্বিতীয় ইনিংসের বোলিং ততটা ভাল হয়নি।' প্রধান নির্বাচকের উপলব্ধি, ফ্ল্যাট উইকেটে ২০ উইকেট নেয়া কঠিন। তারপরও আমাদের বোলারদের দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংটা ভাল করা শিখতে হবে। এই জায়গায় ঘাটতি আছে বেশ।

অবশেষে কাটছে স্থবিরতা, সরব হচ্ছে বিপিএল কার্যক্রম!

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ঠিক বন্ধ বা স্থবির বলা যাবে না। তবে গতি-মন্থরতায় ভুগছিল বিপিএল। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় আসরের প্রস্তুতিতে তুলনামূলক ভাটা। সেপ্টেম্বর পেরিয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি চলে আসলে সে অর্থে গতি সঞ্চার হয়নি বিপিএলের কার্যক্রমে।
তবে বিসিবি প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দীন চৌধুরী সুজন আর বোর্ড পরিচালক এবং বিপিএলের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা জালাল ইউনুস দু'দিন আগে জানিয়েছিলেন, 'বিপিএল যথা সময়েই শুরু (৬ ডিসেম্বর) হবে এবং সে লক্ষ্যে খুব শিগগিরই গতি চলে আসবে বিপিএল প্রস্তুতি কার্যক্রমে।'
তারই ধারাবাহিকতায় খুব শিগগিরই আগ্রহী স্পন্সর পার্টনারদের সাথে বসতে যাচ্ছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। জানা গেছে, মঙ্গলবার কোন এক সময় বিপিএল তথা বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে বসেছিলেন বোর্ড প্রধান নাজমুল হাসান পাপন।
যেহেতু নতুন আদলে হবে এবারের আসর। সে সম্পর্কে বিপিএলের নীতি নির্ধারক ও বোর্ড শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে বসে একটা নির্দেশনাও দিয়েছেন বিসিবি বিগ বস। তারই ধারাবাহিকতায় সব কিছু ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার দুপুরেও হয়ত স্পন্সর পার্টনার আর বিপিএল শীর্ষ কর্তাদের যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। সেখানেই হয়ত স্পন্সর হতে আগ্রহীদের সাথে বসে সব কিছু চূড়ান্ত করে ফেলবেন বিপিএল আয়োজক ও ব্যবস্থাপকরা।
আগেই জানা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে হবে এবারের বিপিএল। আগের মত ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকবে না। বিসিবির উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনায় হবে এবারের আসর।
তারপরও স্পন্সর পার্টনার আহ্বান করা হয়েছে। ৬টি করপোরেট হাউজ সে আহ্বানে সাড়াও দিয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত তাদের সাথে বোর্ড কর্তাদের কোনোরকম বৈঠক হয়নি। তবে, বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিসিবি পরিচালক জালাল ইউনুস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারই দুপুরের দিকে স্পন্সর পার্টনারদের সঙ্গে বৈঠক এবং আনুষ্ঠানিক চুক্তি হবে। সেখানেই নির্ধারিত হয়ে যাবে, দল গঠনে বোর্ডের কি ভূমিকা থাকবে? আর স্পন্সর পার্টনাররাই বা কতটা ক্ষমতা ভোগ করবেন? তাদের কাজের ক্ষেত্রই বা কতদুর থাকবে?

এবার বউ পেটালেন স্টোকস!

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
২০১৮ সালে ব্রিস্টলে নাইটক্লাবের সামনে মারামারির ঘটনা বেন স্টোকসের ক্রিকেট ক্যারিয়ারটাই শেষ করতে বসেছিল। ঐ মামলার ঘানি টানতে টানতে জীবনটা রীতিমত বিষাদময় হয়ে পড়েছিল ইংলিশ অলরাউন্ডারের।
শেষ পর্যন্ত ঐ ঝামেলা কেটেছে। ইংল্যান্ড দলে ফিরে জাতীয় বীরও বনে গেছেন স্টোকস। প্রথমবারের মতো ইংলিশদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক ছিলেন তিনিই।
এমন সুসময়ে কি আরও একবার কলংকের দাগ পড়তে যাচ্ছে স্টোকসের জীবনে? এবার যে তার বিরুদ্ধে উঠলো গুরুতর ও ঘৃণ্য এক অভিযোগ, ইংলিশ অলরাউন্ডার নাকি মারধর করেছেন নিজের স্ত্রীকে।
স্টোকস আর তার স্ত্রীর ছড়িয়ে পড়া এক ছবি নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রফেশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার নিতে গিয়েছিলেন স্টোকস।
গত ২ অক্টোবর ঐ অনুষ্ঠানের একটি ছবি ছড়িয়ে দেয় ব্রিটিশ-আইরিশ ওয়েবসাইট 'গুইডো ফকস'। যেখানে দেখা যায়, ঠিক মার দেয়ার ভঙ্গিতে স্ত্রীর গলা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন স্টোকস। তার স্ত্রী ক্লারে স্টোকসও বাঁচার চেষ্টায় তার হাত দিয়ে স্বামীর হাত সরানোর চেষ্টা করছেন।

শেষাংশ

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অ্যাকাউন্ট খুলতে গ্রাহকদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। তা থেকে রেহায় দিতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সে কমিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সহজিকরণের বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে।

তিনি বলেন, আমাদের সময় বেধে দেয়া হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই আমরা বিষয়টি চূড়ান্ত করতে পেরেছি। এখন বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হবে। সেখান থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে আসার পরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহজিকরণের বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে। তারাই ব্যাংকগুলোকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেবে। খুব শিগগির বিষয়টি কার্যকর হবে।

অতিরিক্ত সচিব ফজলুল আজাদ বলেন, অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম সহজিকরণের পাশাপাশি ঋণ আবেদন ফরমও সহজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঋণের ধরনের ওপর যেমন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ঋণের ফরম আলাদা আলাদা হবে। বৃহৎ ঋণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো জটিল বিষয় থাকে ফলে সেক্ষেত্রে ফরমও কিছুটা ভিন্ন হবে।

তিনি বলেন, আগের ফরমে এমন অনেক তথ্য দিতে হতো যা একাধিকবার উল্লেখ করতে হতো। যেমন স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, মেইল আইডি, মাসিক আয় ইত্যাদি। এসব এক জায়গায় উল্লেখ করলেই হবে।

মৌলভীবাজারে পেঁয়াজের বাজারে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে অভিযানে সহযোগিতা করেন আর্মস পুলিশ ব্যাটেলিয়ান ফোর্স। অভিযানকালে সাত্তার মার্কেটে অবস্থিত মেসার্স কাওছার স্টোরকে ২ হাজার টাকা, পশ্চিমবাজারে অবস্থিত বাহার এন্টারপ্রাইজকে ২ হাজার টাকা, মদিনা স্টোরকে ১ হাজার টাকা, হবিগঞ্জ স্টোরকে ২ হাজার ৫শ' টাকাসহ মোট ৭ হাজার ৫শ' টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়।

মুনাফা কমায় সঞ্চয়পত্র থেকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে সঞ্চয়পত্রে ঋণের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৪৯ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা। বিক্রির চাপ কমাতে চলতি বাজেটে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর উৎসে করের হার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়। একইসঙ্গে এক লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনতে টিআইএন (কর শনাক্তকরণ নম্বর) বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে কোনো সঞ্চয়পত্র কেনা যাবে না মর্মে শর্ত আরোপ করা হয়।

পরে অবশ্য বিভিন্ন মহলের দাবির পরিপেক্ষিতে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রে উৎসে কর আগের মতো ৫ শতাংশ কেটে রাখার ঘোষণা দিয়ে এসআরও জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর। দুর্নীতি কিংবা কালো টাকায় সঞ্চয়পত্র কেনা বন্ধ করতে এ সব শর্তের পাশাপাশি ক্রেতার তথ্যের একটি ডাটাবেস তৈরি করে অভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিক্রি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া সঞ্চয়পত্রে বড় বিনিয়োগে কঠোর হয়েছে সরকার। এখন আর চাইলেই ভবিষ্যৎ তহবিল বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থে সঞ্চয়পত্র কেনার সুযোগ নেই। এখন প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনতে হলে কর কমিশনারের প্রত্যয়নপত্র লাগবে। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ফার্মের নামে সঞ্চয়পত্র কিনতে লাগছে উপকর কমিশনারের প্রত্যয়ন। এসব কারণেই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ কমছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষক জায়েদ বখত।

২০১৫ সালের মে মাসে সব ধরনের সঞ্চয়পত্রের সুদের হার গড়ে ২ শতাংশ করে কমানো হয়। তার আগে পাঁচ বছর মেয়াদী এক লাখ টাকার পরিবার সঞ্চয়পত্রে থেকে প্রতি মাসে ১ হাজার ৭০ টাকা মুনাফা পাওয়া যেতো। সুদের হার কমানোর ফলে পাওয়া যেতো ৯১২ টাকা। জুলাই মাস থেকে করের হার বাড়ানোর ফলে পাওয়া যাচ্ছে ৮৬৪ টাকা।

তবে পাঁচ লাখ টাকার কম বিনিয়োগ হলে প্রতি লাখে মাসে ৯১২ টাকাই মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ভবনের নিচতলায় মতিঝিল অফিসে গিয়ে দেখা যায়, তেমন ভিড় নেই। কিছু সংখ্যক লোক মাসের মুনাফা টাকা তুলতে এসেছেন। ৭/৮ জন নতুন সঞ্চয়পত্রের জন্য টাকা জমা দিচ্ছেন।

অথচ আগে এই অফিসে প্রতি দিনই গমগম করতো। লম্বা লাইন লেগেই থাকতো। রাত ৮/৯টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো কর্মকর্তাদের।

বিক্রির চাপ বেশি থাকায় আগে যেদিন সঞ্চয়পত্রের টাকা জমা দেওয়া হতো তার দুই-আড়াই মাস পর প্রয়োজনীয় কাগজ (ডকুমেন্ট) গ্রাহককে দেয়া হতো। এখন এক সপ্তাহ পরই দেওয়া হচ্ছে। আবদুল বারী সাত লাখ টাকার পাঁচ বছর মেয়াদী তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র কিনেছেন।১৪ অক্টোবর তাকে ডকুমেন্ট নিতে আসতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, "বিক্রির চাপ আসলেই কমেছে। কড়াকড়ি এবং কর বাড়ানোর ফলে সঞ্চয়পত্র বিক্রি এখন কমে গেছে।"

হুইপ কন্যার বিরুদ্ধে আনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বলে এবং আমি হুইপ আতিকের মেয়ে বলে আমার সরকারি বিভাগীয় কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমার বিভাগীয় কাজের সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে একটি কিছু লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, তিনি গত ২৬ আগস্ট মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) হিসেবে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে যোগদান ও ৫ সেপ্টেম্বর অবপ্রাপ্ত সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সম্প্রতি সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মিনহাজ উদ্দিন মিনাল সংবাদ সম্মেলন ও জেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করে তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তুলেছেন তা ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে মাঠপর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনার বিভাগীয় কাজের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির লক্ষে নির্দেশনার আলোকেই তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যপত্র জারির মাধ্যমে ৮টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক এবং সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও কেন্দ্রে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করি। ঐ সব ক্যাম্পে ১৯৯ দম্পতি দীর্ঘমেয়াদি ইমপ্লান্ট পদ্ধতি ও ৫৮ জন স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এটা আমাদের সম্মিলিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আলোচনায় সদস্য দেশগুলোকে এক জায়গায় আনতে সক্ষম হয়েছে জাতিসংঘ।

এখন সংকট নিরসনের পথ হিসেবে দু'টি দিকের ওপর গুরুত্ব দেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি। প্রথমত, আমাদের সামনে যেসব প্রশ্ন আছে সেগুলোর সমাধান কোনো একটি বিষয় দিয়ে হবে না। আমরা একসঙ্গে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি, সেগুলো জটিল ও পরস্পর সম্পর্কিত। অবশ্যই, প্রধান লক্ষ্যগুলোর একটি নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি।

তার আগ পর্যন্ত শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর যে প্রভাব পড়ছে সেদিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি এই রোহিঙ্গাদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন তিনি। তার মতে, দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সমাধানের 'স্থায়িত্ব'। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু ঠিকমতো হতে হবে।

লালমনিরহাটে ভিজিএফের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
পুলিশ নিয়ে ভাইলপাটি এলাকার রোজি রাইস মিলের গোডাউনে অভিযান চালান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (এসিল্যান্ড) টিএম রাহসিন কবির। এ সময় গোডাউনে ৬৫ বস্তা ভিজিএফের সরকারি চাল পাওয়া যায়। সরকারি চাল গোডাউনে রাখার দায়ে মিলের মালিক ইকবাল হোসেনকে কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

লালমনিরহাট সদর থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মাহফুজ আলম বলেন, সাজাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেনকে রাতেই জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পাংশা পৌর ভূমি অফিসে ঘুষের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কাগজপত্র সংযুক্ত করেন। তার কয়েক মাস পরে আক্কাচ আলী বলেন, এই জমি সরকারের নিলাম জমি। এর নামজারি করতে ৫ লক্ষ টাকা লাগবে। এক পর্যায়ে জয়নাল গং রাজি হলে প্রথম ধাপে ২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন আক্কাচ আলী। তার কিছুদিন পরে আরও ২ লক্ষ টাকা নেন। এর কয়েক মাস পর আক্কাচ আলী বলেন, আপনাদের নথি পাংশা উপজেলা ভূমি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারও কিছুদিন পরে বলেন, আপনাদের সরকারি ভলিউমের ফটোকপি লাগবে। এই ভলিউম থাকে এসিল্যান্ড অফিসে, সেখান থেকে নিয়ে আসেন। আমি নামজারি করে দিবো। জয়নাল ও বক্কর এসিল্যান্ড অফিসে গেলে বাবুল চন্দ্র সরকার বলেন, ১ লক্ষ টাকা লাগবে। একপর্যায়ে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফটোকপি দিয়ে আক্কাচ আলীর কাছে জমা দিয়েছেন। এরপরেও আক্কাচ আলী নামজারি ঘুরাতে থাকে। আজ না কাল, দিবো দিচ্ছি বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। এ বিষয় নিয়ে ভুক্তভোগীরা গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইং রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের নিকট ন্যায় বিচারের জন্য আবেদন করেন। প্রতিবেদককে আক্কাচ আলী এবং বক্কর একটি মোবাইল ফোনের অডিও রেকর্ড দেন। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আক্কাচ আলী ও বাবুল চন্দ্র সরকার বলেন, আমি কোন ধরনের ঘুষ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই, নথি আটকে রেখে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। অডিও রেকর্ড বানোয়াট ও ভুয়া। এ বিষয় জানতে চাইলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদীয়া শাহনাজ খানম বলেন, আমি বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানিনা। আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্যার বিষয়টি জানেন। রফিকুল ইসলাম দেশের বাইরে থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

ইবি'র বিভাগীয় সভাপতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
লতিফ। সদ্য বিদায়ী সভাপতি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাইফুর রহমান এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর ড. মোস্তাফিজুর রহমান সভাপতির দায়িত্ব নেন।

বিভাগের নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সেলিম তোহা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগসমূহের সভাপতি ও শিক্ষকবৃন্দ।

বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমার প্রধান কাজ হলো, শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে গুণগত পাঠদান নিশ্চিত করা, সঠিক সময়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করা, সেশন জটমুক্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা। পাশাপাশি একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে যে ধরনের সহযোগিতা একটি বিভাগের অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, তার সবটাই নিশ্চিত করার প্রয়াস থাকবে। গুণগত মানসম্পন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর তৈরি করাই আমার ব্রত।' 'দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে সকল শিক্ষক কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে একটি আদর্শ বিভাগ প্রতিষ্ঠা আমার মূল লক্ষ'- বলেন তিনি। ড. মোস্তাফিজুর রহমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দিঠে মোস্তাফিজ হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন। পরে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাংবাদিকতায় যুক্ত রয়েছেন। দৈনিক বাংলাদেশ সময় পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তিনি।

উইটসা-২০১৯ আন্তর্জাতিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অব ইনফরমেশন টেকনোলজির চেয়ারম্যান ইজেন চু-এর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) হোসনে আরা বেগম এনডিসি এবং পরিচালক ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম। বিসিএস সভাপতি মো. শাহিদ-উল-মুনীর উপস্থিত ছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত এই সম্মেলন শুরু হয়েছিলো গত ৬ অক্টোবর থেকে, ওয়ার্ল্ড আইটি সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (উইটসা) প্রতিবছর এই সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। বুধবার এই সম্মেলনের শেষ দিনে WITSA ২০১৯ এর চেয়ারম্যান এওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে নির্বাচক কমিটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে পুরস্কার প্রদান করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ওইএস সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই পুরস্কার পাওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বে ওইএস সেক্টরে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনার দ্বার আরো সম্প্রসারিত হলো। চলতি বছর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অসামান্য অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে এই এওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাইয়ের পরে চেয়ারম্যান এওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে এই সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করে।

প্রসঙ্গত, গত ৬ অক্টোবর শুরু হওয়া উইটসার ২১তম সম্মেলন ডব্লিউসিআইটিতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর নেতৃত্বে ৩৭ সদস্যের একটি দল অংশগ্রহণ করেছে। চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ড অর্জন সম্পর্কে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বলেন, এই অর্জন তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি দেয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়নের পদধ্বনি সারা পৃথিবীকে আলোড়িত করেছে। হাই-টেক পার্কের মাধ্যমে আমরা বিদেশি বিনিয়োগের পথকে সহজ করেছি। দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, আইটি বিশেষজ্ঞ তৈরিসহ শ্রম শক্তির পাশাপাশি মেধা শক্তিতে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট অব থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি (এআই), রোবট নির্মাণে দেশের তরুণরা অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) হোসনে আরা বেগম, এনডিসি বলেন, হাই-টেক পার্কের এই সফলতায় আমরা গর্বিত। আমাদের এই অর্জনের কৃতিত্ব শুধু আমাদের একার নয়। দেশের তরুণ সমাজের স্বপ্নপূরণে হাই-টেক পার্ক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আইটি ব্যবসায় প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো হাই-টেক পার্কে নিজেদের পরিধি বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। তথ্যপ্রযুক্তিতে তড়িৎ গতির উন্নয়নের এই পদযাত্রা চলমান থাকবে। আমরাই হবো তথ্যপ্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিতকরণ এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৩টি পার্কের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

আইটি সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ১২ হাজারের অধিক জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সরকারি/বেসরকারি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার পার্কসমূহে এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় প্রদানকৃত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। বুধবার বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. গোলাম কিবরিয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দোষী হলে শাস্তি চায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সন্তানদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আবরার হত্যায় সন্তান জড়িত থাকার খবরে, বিমর্ষ পরিবার। এমন নৃশংসতার বিষয় ভাবতেই পারছেন না তারা।

হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি মেহেদী হাসানের বাবা বলছেন, আমার ছেলে এটার সাথে সম্পৃক্ত নয় আমি জানি, তারপরেও দোষী প্রমাণিত হলে বিচার দাবি করছি। তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে আসলে সে দোষী কিনা।

দুই নম্বর আসামি মুহতাসিম ফুয়াদের বাবা বলছেন, যদি সে সত্যি দোষী হয়, তবে আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

চার নম্বর আসামি মেহেদী হাসান রবিনের বাবা বলছেন, আমার ছেলে যদি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকলে তদন্তে তা বেরিয়ে আসবে। দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি চাই। সাত নম্বর আসামি মেফতাহুল ইসলাম জিয়নের বাবা বলছেন, লোমহর্ষক ঘটনায় সন্তান জড়িত থাকার খবরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বাবা-মা। তবে তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি দাবি করেছেন তারাও।

হত্যা মামলার বাকি আসামিদের পরিবারের অনেককেই তাদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি। কয়েকজনকে পাওয়া গেলেও কথা বলতে রাজি হননি তারা।

সরকারকে গোপন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কোঅপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)। দু'টি সুইস অ্যাজেন্সি বলছে, চলতি বছর মোট ৭৫টি দেশকে এ সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হয়েছে; যার একটি ভারত। গত বছর ৩৬টি দেশকে এ ধরনের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। ভারতীয়রা কত পরিমাণ সম্পদ সুইস ব্যাংকের মজুত রেখেছেন; সে সম্পর্কিত তথ্য জানানো হবে। ২০১৮ সালে জুরিখের সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক জানিয়েছিল, তিন বছর ঘাটতির পর ২০১৭ সালে সুইস ব্যাংকে ভারতীয়দের অর্থ মজুতের পরিমাণ প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৭ হাজার কোটি টাকা।

ভেজাল মশলায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অ্যাপোলো হাসপাতালের সামনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে নান্নু'স ফুড ফ্যাক্টরির রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়া যায়। যেখানে ময়লা-আবর্জনা রাখা হয়েছে।

এছাড়া লেবেলহীন কিছু ভেজাল মশলার প্যাকেট পাওয়া যায়। এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

সম্রাটের রিমান্ড শুনানি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
বিষয়ে শুনানি হয়নি। এর আগে, বুধবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী প্রতিবেদন দিয়ে আদালতকে জানান, সম্রাট অসুস্থতার কারণে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি। এ কারণে তাকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি। এদিকে সম্রাটের সহযোগী বহিষ্কৃত ঢাকা মহানগর যুবলীগের নেতা এনামুল হক আরমানকেও মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোসহ ১০ দিনের রিমান্ড শুনানির জন্য ঐ একই দিন ঠিক করা হয়েছে।

টেকনাফ বন্দরে পচছে মিয়ানমার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
হয় সাড়ে ৫ হাজার টাকার মতো। এটাও দীর্ঘসূত্রতার অন্যতম কারণ হতে পারে বলে জানান তিনি। তবে জেটি ও শ্রমিকের অভাবের কথা অস্বীকার করে টেকনাফ স্থলবন্দরের ব্যবস্থাপক জসিম উদ্দিন জানান, দু'টি জেটি দিয়ে দ্রুত সময়ে পেঁয়াজ খালাস করা হচ্ছে। মূলত মিয়ানমার থেকেই পচা পেঁয়াজ আসছে বলে দাবি করেন তিনি।

জানা গেছে, টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়ে গত সোমবার পর্যন্ত ৭ হাজার ৫৭৯.৩৩৯ মেট্রিক টন পেঁয়াজ মিয়ানমার থেকে আমদানি হয়েছে।

আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
হোসেন দিপু, প্রদীপ হাওলাদার, ইমন হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক তরিকুল ইসলাম তারেক, আরিফুল ইসলাম, মাজমুল হাসান এনামুল, সোহাগ মাহমুদ, আবুল কালাম আজাদ (সোহাগ), হাফিজুর রহমান, জবেস্ত উল্লাহ সাকিব, সহ-সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আল মাহমুদ, আবুল কাশেম রিয়াদ, সহ-সাংগঠনিক মাহমুদুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক আকরাম আহমেদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাহবুব শাহীন, সহ-সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, এইচ এম রাজুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গত সোমবার রাতে বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ১৯ জনকে আসামি করে চকবাজার থানায় মামলা করেছেন আবরারের বাবা। ইতোমধ্যে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে ১০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সৌদি থেকে ফেরত আসল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বিমানবন্দরের প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কের সহযোগিতায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম থেকে খাওয়ার পানি সরবরাহ করা হয়। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর জন্য জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়।

ফেরত আসা ব্যক্তিদের একজন পিরোজপুরের শামীম দাবি করেন, মাত্র দেড় মাস আগে সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে তিনি সৌদি গিয়েছিলেন। কিন্তু আকামা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। মুন্সিগঞ্জের মহিউদ্দিন জানান, ১০ বছর ধরে সৌদি আরবে ছিলেন। আকামাসহ বৈধভাবেই ছিলেন। দু'দিন আগে এশার নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার জন্য রুম থেকে বের হলে সৌদি ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি আকামা দেখালেও তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আটকের কারণ জানতে চাইলে তাঁকে মারধর করা হয়। শামীম ও মহিউদ্দিনের মতোই নিজেদের দুর্ভোগের কথা জানান নোয়াখালীর সাইফুল, কুমিল্লার রাজু, ঢাকার রাসেলসহ আরও অনেকেই। দেশে ফেরা কর্মীদের অভিযোগ, আকামা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ধরে সবজি, খেজুর ও পানি বিক্রিসহ ভিক্ষা করার মতো মিথ্যা অভিযোগ এনে দেশে পাঠানো হচ্ছে। ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান জানান, চলতি মাসেই দেশে ফিরলেন ৪৪১ কর্মী। এ বছর ১০ থেকে ১১ হাজার কর্মীকে সৌদি থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কর্মচারিরাও খুশি। এমনই একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত অক্টোবর আমদিয়া ইউনিয়নের ভূইয়ম গ্রামের প্রয়াত ডাক্তার মনসুর সাহেবের বাড়ির উঠানে। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে ভূইয়ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কামরুল ইসলাম বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) এর উঠান বৈঠক সংক্রান্ত গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্র পাঠ করে শোনান। এ সময় তিনি বিআরইবি'র চেয়ারম্যানের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহক ও বিদ্যুৎ সংযোগপ্রত্যাশীদের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন ও গ্রাহকদের প্রশ্নের জবাব প্রদান করে তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান দেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমান। এ সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইউপি সদস্য উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত অতিথিগণ নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর জনবান্ধব কার্যক্রম, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, উঠান বৈঠকে গ্রাহকদের উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ জানান, পল্লী বিদ্যুতের 'গ্রাহক সেবায় উঠান বৈঠক কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়া। নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতাভুক্ত নরসিংদী সদরের আংশিক এবং পলাশ উপজেলায় নির্ধারিত টিমের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া চলবে। গ্রাহকদের দালালদের পিছে না ঘুরে যে কোন সেবায় নির্ধারিত হটলাইন অথবা অফিসে যোগাযোগের কথা বলেন।

বুয়েটে র‍্যাগের ভয়াবহ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন শিক্ষার্থী। র‍্যাগের নামে পর্ন মুভি দেখিয়ে সে অনুযায়ী অভিনয় করানো হতো তাদের। র‍্যাগের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেকে বুয়েট ছাড়ারও চিন্তা করেছে বিভিন্ন সময়ে। তাদের মন্তব্য এমন, 'বুয়েটকে বাইরে থেকে অনেক ভালো লাগত, ভিতরে এতো খারাপ!'

শিক্ষার্থীদের ভাষায় র‍্যাগের ভয়াবহতা : পর্ন দেখিয়ে আইটেম গানে নাচানো

আমি অর্ণব,
ডিপার্টমেন্ট: সিভিল১৮

এক বুধবার রাতে আমাকে সহ মোট পাঁচজনকে 'আউলা'র ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপরাধ ছিল ভাইরা আমাদের গনরুম থেকে রাতুমনি দুই/তিনজনকে পাঠায় দিতে বলছিল। ভয়ে কেউ প্রথমে যাইনি। তিনজন ভাই এসে রাতুমনি আমাদের পাঁচজনকে ধরে নিয়ে যায়। ছাদে আমাদের পাচজনকে প্রায় দেড় ঘণ্টা মারধর, বুয়েটে পলিটিক্স কেন সবার থেকে আলাদা সেটা শেখায়। আমাকে একজন ভাই টিশার্ট ধরে ধাক্কাধাক্কি করে গালে পাঁচটা (আস্তে, বাট চড় তো চড়ই) চড় মেরেছিলো। আর প্রায় ঘণ্টার মতো একপায়ে দাঁড় করে রেখেছিলো। সেখানে আরেক ভাই বলেছিলো, একটু পর পর পা চেঞ্জ করতে পারিস। বাকিদেরকে অনেক হেনস্থা করা হয়।

যাই হোক, এই দেড়ঘণ্টা পর পুরো NTS (আউলার একটা গনরুম) কে ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানে কী হয় আশা করি বাকি যারা ছিল বলবে।

হলের প্রথমদিকে হলের পপুলার দুই ভাই পালা করে করে রুমে নিয়ে গিয়ে র‍্যাগ দিচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমি আর অরুপ (CSE) ওকে রুমে নেওয়া যাওয়া হয়। সেখানে আমাকে দিয়ে অরুপকে এবং অরুপকে দিয়ে আমাকে মারা হয়। আমাদের ভাইদের সাথে জোর করে পর্ন দেখানো হয় এবং আইটেম সংয়ের সাথে আমাদের নাচানো হয়।

আমি ভাইদের মেন্টাল টর্চারগুলো নিতে পারিনি। এ রকম অনেক ঘটনা সবার সাথে প্রায় ঘটতো। ১৮ ব্যাচের সবার সাথেই এরকম কম-বেশি হয়েছে। তারা হয়তো মজা করে করেছে, বাট তাদের মজাগুলো সবাই নিতে পারেনি। অনেক রাতে বাথরুমে কান্নাকাটি করেছি। প্রথমে আমি অনেক পড়ালেখা করলেও এই ভাইদের জন্য পড়ালেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। আমি প্রথম দিকে অনেক একটিভ, হাসিখুশি ছিলাম; বুয়েটে কয়েকদিন থাকার পরের অবস্থা ব্যাচমেটকে/ক্লোজ ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে। বুয়েটকে বাইরে দেখে অনেক ভালো লাগত, ভিতরে এতো খারাপ অবস্থা ভর্তি পরীক্ষায় আর দুইটা অংক ভুল করলে কোনোদিন জানতাম না।

সালাম না দেয়ায় স্টাম্প দিয়ে পিটানো হয় : আমরা রশিদ হল ১৭ সনে মাত্র এক-দুইতে উঠেছি। বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার (এক্সাক্টলি মনে নাই) রাতে কমন রুমে ডাকা হলো। এর আগে সাধারণত বুধবার রাতে ডেকে র‍্যাগের নামে ধমক, ব্যাচমেটকে দিয়ে থাপ্পর এবং মজা নেওয়া হত। কিন্তু ঐদিন রাত্রে আমাদের একজন ব্যাচমেটকে দিয়েই স্টাম্প আনানো হল। তারপর একে একে স্টাম্প দিয়ে পিটানো শুরু করল। প্রথমে একজনকে জিজ্ঞেস করলো সালাম দেয়নি কেন? সালাম না দেয়ার কারণে তাকে ১৬ ব্যাচের রামকৃষ্ণ তন্ময় তাকে ৫ মিনিট পিটায়। তারপর একজন কেন অ্যাডমিশন রিলেটেড পেইজে মোটিভেশনাল পোস্ট দেয় সেজন্য তাকেও পেটানো হল। তারপর কয়েকজনকে এভাবে পিটানোর পরে রামকৃষ্ণ তন্ময় ক্লান্ত হয়ে পরে, পেটানোর দায়িত্ব নেয় ১৬ ব্যাচের মোহাইমিনুল সৌরভ। তারপর ৫/৬ জন করে একসাথে দাঁড় করিয়ে পেটায়। একজন কেন মেয়ে ক্লাসমেট নিয়ে ঘুরলো সেই জন্যও তাকে মারা হল। তারপর আরেকজন কেন ভাই এর সিনেট করা রুমে ওঠে নাই, সেজন্যও তাকে মারা হয়। তাকে পায়ে ও পাছায় অন্তত ৪০টি আঘাত করা হয়। এভাবে প্রায় ২০/২৫ জনকে দুইজন মিলে মারে। এর মধ্যে কয়েকজনকে কোনো কারণ ছাড়া মারা হয়। তারপর এভাবে ৩/৪ ঘণ্টার অমানবিক নির্যাতন শেষে আমাদের ছাড়া হয়। এই নির্যাতনের পরে অনেকেই হাঁটতে পারছিলো না।

অত্যাচারে বুয়েট ছাড়তে চেয়েছিলেন একজন : ১৫ ব্যাচের আমার একজন প্রিয় বড় ভাই আছেন। আমাকে যখন আউলার এক্সটেনশনে র‍্যাগ দেয়, তখন উনি কিছুই করেন নাই তেমন। বরং র‍্যাগ শেষে ভাই নিজেও অনেক দুঃখ করেছিলেন। সেই ভাই অনুতপ্ত। কিন্তু যে তিনজন আমাকে ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত আরো দশ/বারোজন মিলে র‍্যাগ দিছে, পুরো ফার্স্ট ইয়ার আমার লাইফে হেল করে ফেলেছিলো। তারা এখন সাধু সেজে বেড়াচ্ছে। এতোই মানসিক প্রেশারে ছিলাম যে, সবসময় ভয় হতো এই বুঝি আবার আমার দোষ ধরে। আবার না র‍্যাগ খাই। এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, কাঁদতে কাঁদতে একেবারে বলেছিলাম, 'বুয়েটেই আর থাকবো না'। 'আউলা ১৬' এর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি ছিলো কমন। এ আমাকে ফার্স্ট ইয়ারে অসহায় বানিয়েছিলো। আমি হল পর্যন্ত ছাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঢাকায় থাকার মতো কোনো জায়গা বা আত্মীয় নেই। আবার মেসে থাকবো, সেই টাকা কোথায় আমার। আমি গ্রামের ছেলে অনেক কষ্ট, সংগ্রাম করে এই বুয়েটে এসেছিলাম। আর এসে এসব হারামিদের হাতে পড়েছিলাম। সে সময়ের মানসিক টর্চার আমি সারাজীবনেও ভুলতে পারবো না। কতটা অসহায় বানিয়েছিলো এই আমাকে। আমাকে যখনই দেখতো, তখনই কোনো না কোনো দোষ ধরে সে র‍্যাগ দিতো। সারাজীবনেও এই হারামিকে ভুলতে পারবো না।

র‍্যাগের নামে হস্তমৈথুনের অভিনয় করানো হতো : 'আমাদের হলে শুরু থেকে প্রতিটি বুধবার রাত থেকেই আমাদের মধ্যে আতঙ্ক ছিলো। কারণ এইদিন আসলেই আমাদের ডাক পড়তো র‍্যাগ খাবার জন্য। বিশ্বাস করেন, আমাদের র‍্যাগ মোটেই কোনো সুন্দর কিছু ছিল না। আমাদের শুরু থেকেই হাওয়াই চেয়ার বানানো হতো, অসংখ্যবার কান ধরে উঠবস করানো হতো, বুকডন দেওয়ানো হতো। এগুলো তাও আমরা মেনে নিতাম। আমাদের পর্ন দেখানো হতো জোর করে এবং বলা হতো আরেক ক্লাসমেটকে এভাবে করে দেখাতে। পর্নে যে রকম শব্দ হয় ঠিক সে রকম করতে বলা হতো আমাদের। আমাদের পর্ন দেখায় হস্তমৈথুনের অভিনয় করানো হতো। চুপচাপ করলেও হতো না, আমাদের সিলিংসে এসে শব্দ করতে বলা হতো। এ রকম না করলে আরো হুমকি করা হতো। ভাইরা মাঝে মাঝে বলতো কারো খারাপ লাগে কি না? খারাপ লাগে যদি বলতো কেউ তাকে আরো এক্সট্রিম আচরণ করা হতো। আগস্ট মাসের শেষ দিকে একবার আমাদের সবাইকে ডাকা হয় এবং আমাদের কয়েকজনকে রেখে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর আমাদের ছাদে তোলা হয়। ছাদে ৭ জন ভাই ছিল ১৭ ব্যাচের। তারা আমাদের সবাইকে অনেক অনেক লেম রিজন দেখিয়ে মারতেই থাকে। একজনকে মারে এই কারণে যে, সে ভাইদের না বলে হলের বাইরে কি করতে গিয়েছিল? সে যখন বলে মা-বাবা এসেছিল তখনও তাকে মারতেই থাকে স্ট্যাম্প দিয়ে। সবাই ঘুরে ফিরে মারে তাকে। আরেকজন ভাইদের না বলে টিউশনিতে যাওয়ায় তাকে মারতে থাকে অমানবিকভাবে। একজন তার গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে যাওয়ায় মার খায়। আর ভাইকে দেখার পরও সালাম দেয় নাই কেন একজন আরো মার খায়। পাশাপাশি এটার জন্যও মার খায় কারণ তার হাঁটার স্টাইল ভাইদের পছন্দ হয় নাই। আমাকে মারার ফার্স্ট রিজন হচ্ছে ভাইদের না বলে মুভি দেখতে যাওয়া। আমি 'হবস এন্ড শ' দেখছি শুনে বলে এটা তো ফালতু মুভি, এটার জন্যও আমারে মারে। একবার র‍্যাগ দেবার সময় ভাইরা আমাদের এক ক্লাসমেটকে মারতে বলে, আমি মারছিলাম। এটার জন্যও আমাকে মারা হয়, সিএসবিতে আমি ভাইদের না বলে কেন পোস্ট দিছি সেজন্যও মারা হয়। আমাকে সবাই মারছে যারা ছিল। আমি আগে থেকেই এক্সারসাইজ করি বলে শরীর পেটানো ছিল। ভাইরা তারপর বলে, জীবনে তো এক্সারসাইজ করা শরীরে মারি নাই, আরেকটু মেরে নিই। এটা বলে সব বিচার শেষ হবার পরও আমাকে মারতে থাকে। আমি নিজে জানি আমি কতটা কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। স্ট্যাম্প দিয়ে মার খেতে খেতে আমি ব্যথার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন। খালি ভাবছিলাম ফেরত যেতে পারব তো আজ? খুব কষ্ট হয়েছিল। শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্ট বেশি ছিল? প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা আমাদের আটকে রেখে মারে ২০১৭ এর ব্যাচের এরা।

আমাকে ভাইরা র‍্যাগ দিতে গেলেই বলছে সবসময় বুকডন দিতে। আমার হাত ভাঙা কিন্তু তবুও দিতে বাধ্য করছে। আসলে আমার কারো উপরই ক্ষোভ নাই, নইলে নাম উল্লেখ করতাম। আমি পাপীদের না, পাপকে ঘৃণা করি। আমি শুধু চাই এরা যেন সুবোধকে ফেরত পায়, বুয়েটে শান্তি আসলেই আমি খুশি।

এদিকে আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর র‍্যাগের বিরুদ্ধে ফুঁসে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। দাবি উঠেছে আইন করে ছাত্র নির্যাতনমূলক র‍্যাগ প্রথা নিষিদ্ধ করার।

উদ্বোধনের অপেক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে- প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রীর অনুমোদন নিমিত্তে সুপারিশ করা হয়, যে সকল ভবনের নির্মাণকাজ চলমান সেসব ভবনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা, গাজীপুরের জায়গা সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া, যেসব ভবন ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে সেসব ভবনে অতিক্রান্ত পাসপোর্ট স্থানান্তর করা, প্রকল্পের কার্যাবলির গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের গতি ত্বরান্বিত করা, এডিপিতে বরাদ্দকৃত শতভাগ অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা, প্রকল্পের কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা।

ওজন ও পরিমাপে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মুহাম্মদ আমিনুল এহসান ভ্রাম্যমাণ আদালতে নেতৃত্ব দেন। এ সময় বিএসটিআইয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, সহকারী পরিচালক ও প্রকৌশলী মো. রাকিবুল আলম, পরিদর্শক ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগিতা করেন।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে।

এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশী এবং বহুজাতিক মিলে ১৪৬ টি কোম্পানী এ তহবিলে অর্থ দিয়েছে। এ তহবিলে জমার পরিমাণ ৩৮৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় সারে দশ হাজার শ্রমিককে প্রায় ৩২ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক রেজাউল হক, কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক আনিসুল আওয়ালসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রেডিট কার্ড বিমার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
গ্যাগার ঘটনায় নিহতদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মামুনের স্ত্রী সানজিদা পারভিনকে ৩ লাখ ৮ হাজার ৭৮২ টাকা, নাহিদুল ইসলামের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার নদীকে ৩ লাখ ১০ হাজার ৭২৪ টাকা ও মাকসুদুর রহমানের মা জেসমিন রহমানকে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৩৮৫ টাকা মৃত্যু পরবর্তী বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব কার্ড বিজনেস মোহাম্মদ মামুন রশিদ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ব্র্যান্ড মার্কেটিং এন্ড কমিউনিকেশনস মোহাম্মদ তারেক উদ্দিন এবং ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী মোহাম্মদ মুহসিন উপস্থিত ছিলেন।

দেশে আসলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
পৃথক তিন মামলায় বুধবার ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এদিন তিন মামলায় ড. ইউনূসের সমনের জবাব দেয়ার জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তিনি আদালতে উপস্থিত হননি।

ড. ইউনূসের পক্ষে আইনজীবী রাজু আহমেদ আদালতকে বলেন, ড. ইউনূস সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ব্যবসার কাজে বিদেশ অবস্থান করছেন। দেশে আসলে আদালতে উপস্থিত হবেন। যদিও তিনি বিদেশে থাকায় আমাকে পাওয়ার দেননি তবুও আপনার কাছে অনুরোধ করছি তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি না করার জন্য।

মামলার বাদী প্রস্তাবিত গ্রামীণ কমিউনিকেশন্স শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম বলেন, প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন গঠন করায় চাকরিচ্যুত হওয়ায় আমরা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করি। তিনি আজ (বুধবার) আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা ও উপ-মহাব্যবস্থাপক খন্দকার আবু আবেদীন আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত- তা মঞ্জুর করেন। আদালতের পেশকার নুরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নভেম্বরে আ.লীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এবং ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগেরও সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া জানিয়েছেন তিনটি সহযোগী ও একটি ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের সম্মেলনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে? এর মধ্যে কৃষক লীগের ২ নভেম্বর, ৯ নভেম্বর জাতীয় শ্রমিক লীগ, ১৬ নভেম্বর স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ২৩ নভেম্বর যুবলীগের সম্মেলনের প্রাথমিকভাবে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষক লীগের সম্মেলনের তারিখ দুই-একদিন আগে পরে হতে পারে।

সম্প্রতি মাদক, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দলে শুদ্ধি অভিযান চালানোর ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর অভিযানে নেমে ক্যাসিনো বা অবৈধ জুয়ার সন্ধান পায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যেখানে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়। আর এর পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করেন যুবলীগের নেতারা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু অভিযানে যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাটসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

অভিযান শুরুর পরপর যুবলীগ চেয়ারম্যান কড়া প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরও বিচার দাবি করেন। তবে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশে এই অভিযান চলছে জেনে একদিন পরই তার সুর নরম হয়ে আসে। ইতিমধ্যে তার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিদেশ ভ্রমণের ওপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এছাড়া যুবলীগের শীর্ষ পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতাও আছেন নজরদারিতে।

এই অবস্থায় যুবলীগে নতুন নেতৃত্ব আসছে এমন একটা জোর প্রচার রয়েছে। যুবলীগসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় দলীয় নেতাদের সঙ্গে বসেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন।

অনির্ধারিত এই বৈঠকে মেয়াদোত্তীর্ণ সহযোগী সংগঠনগুলোর সম্মেলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন। আগামী নভেম্বরের মধ্যে এসব কমিটির সম্মেলন শেষ করতে নির্দেশ দেন।

অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ কোণঠাসা হয়ে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত তখন ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ইউনিটের ছাত্রনেতাদের সাহস জুগিয়েছেন মো. ইসহাক। নেতা-কর্মীরা তার কাছে শিখেছেন কিভাবে একজন ছাত্রলীগের কর্মীকে মূল্যায়ন করতে হয়। তিনি একদিনেই ইসহাক মিয়া তৈরি হননি। অনেক ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে আজ তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি তেজগাঁও কলেজ ছাত্র সংসদে জি.এস পদে নির্বাচন করেন। ১৯৯৪ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক পদ লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০০২ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ২০০২ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। চার দলীয় জোট সরকারের সময় কারাগারে অন্তরীন হন। ২০০৪ সালে ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় মারাত্মক আহত হন এবং শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখনও তিনি ঠিকমতো কানে শুনতে পান না। তিনি ২০১০ সালের ২৭ জুলাই সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতির ইতি টানেন। দীর্ঘ ৮ বছর পদে না থেকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার জনবান্ধব এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

তৃণমূল আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিশ্বাস করে, জননেত্রী শেখ হাসিনা লাখো নেতা-কর্মীদের ভিড়ে একজন সৎ মো. ইসহাক মিয়াকে খুঁজে নেবেন।

দুদক চেয়ারম্যান-র‍্যাব ডিজির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানে পাওয়া বেশ কিছু গোয়েন্দা তথ্য হস্তান্তর করেছেন র‍্যাব ডিজি। দুদকও এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য র‍্যাব ডিজিকে দিয়েছে। দায়িত্বশীল সূত্রটি জানিয়েছে, বৈঠকে সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাসিনো কারবারিদের সম্পর্কে বেশ কিছু গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় হয়। চলমান অভিযানে এক সংস্থা আরেক সংস্থাকে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারবে সে বিষয়েও আলোচনা হয়। প্রতিষ্ঠান দু'টির প্রধানের মধ্যে একান্ত আলোচনায় সামনের দিনগুলোতে তথ্য বিনিময়ের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং দু'জন এ বিষয়ে একমত হন। সূত্র জানিয়েছে, সামনের দিনগুলোতে দু'টি প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক তফসিলভুক্ত অপরাধের বিষয়ে একে অন্যকে সহায়তা করবে। দুই সংস্থার মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় হবে।

সূত্রের তথ্যমতে, দুদক চেয়ারম্যান ও র‍্যাব ডিজির বৈঠকে চলমান অভিযানে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজন ক্যাসিনো মাফিয়ার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য র‍্যাব থেকে পেয়েছে দুদক। দুদক মনে করছে, এ বৈঠকের ফলে র‍্যাবের অভিযানে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং পলাতক আছেন তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের তথ্য অনুসন্ধানে অগ্রগতি হবে।

চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
করার পর ভারতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ফেনী নদীর পানি দিয়ে আসা এবং সর্বশেষ বুয়েটে শিক্ষার্থী খুনের ঘটনায় মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা বেড়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে বিএনপির ওপর কর্মসূচি দেওয়ার চাপ তৈরি হচ্ছে।

বিএনপির একাধিক সূত্র বলছে, 'পরিস্থিতির চাপে' কর্মসূচি দেওয়ার বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত দলটির স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বললেও কেন্দ্রীয় দপ্তর বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় সংবাদ সম্মেলন করা হবে। এতে কমিটির অন্যতম সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বক্তব্য দেবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'সংবাদ সম্মেলনে দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দলের পক্ষ থেকে কথা বলা হবে। সেখান থেকে কর্মসূচির ঘোষণা আসতে পারে।'

ঐক্যফ্রন্টের বৈঠক সকালে : আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় বৈঠক করবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। এ বৈঠক থেকে কর্মসূচির ঘোষণা আসবেও এমন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী।

ফ্রন্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৩ অক্টোবর জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে করণীয় ঠিক করতে জোটের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মানববন্ধন, আলোচনা সভা বা অবস্থান কর্মসূচি দেওয়া হতে পারে। আবরার হত্যাকাণ্ডে বিচারের দাবিতে এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের দাবিতেও কর্মসূচি দেওয়া হতে পারে। ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'দেশের চলমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিয়ে জোটের বৈঠকে আলোচনা হবে। ফলে আলাপ-আলোচনা মাধ্যমে জোটের পক্ষ থেকে কর্মসূচি দেওয়া হতে পারে।

বিকাল ৩টায় এলডিপির সংবাদ সম্মেলন : আবরার হত্যাকাণ্ড, প্রধানমন্ত্রী ভারতে সফরে তিস্তা চুক্তি না হওয়া, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ভারতের কোনও নির্দেশনা না থাকা, চলমান ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের শরিক এলডিপির সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। বেলা ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে 'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' ব্যানারে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অলি আহমদ বলেন, আবরার হত্যাকাণ্ড, সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতা, মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ আসছে, ক্যাসিনো-কাণ্ডে সরকারদলীয় নেতাদের জড়িত থাকাসহ এসব বিষয়ে প্রতিবাদ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় ২০ দলীয় জোটের বৈঠক : দীর্ঘদিন পর বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৬টায় গুলশান বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় এ বৈঠক থেকে কর্মসূচির ঘোষণা আসতে পারে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদার বলেন, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য এ বৈঠক ডাকা হয়েছে। ২০ দলীয় জোটের শরিক ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপি চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, বর্তমানে দেশের অবস্থা ভালো নয়। এ পরিস্থিতি জোটের করণীয় নির্ধারণে বৈঠক ডাকা হয়েছে। আলোচনার পরে জানা যাবে জোটের পক্ষ থেকে কোনও কর্মসূচি থাকবে কিনা।

রিশা হত্যা মামলার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
একমাত্র আসামি ওবায়দুলকে আদালতে উপস্থিত করেনি পুলিশ। এজন্য ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ রায় ঘোষণার জন্য ১০ অক্টোবর দিন ধার্য করেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, পাঁচ-ছয় মাস আগে রিশা ও তার মা তানিয়া ইস্টার্ন মল্লিকা মার্কেটে বৈশাখী টেইলার্সে কাপড় সেলাই করাতে যান। এ সময় তার মা ঐ দোকানের রসিদের রিসিভ কপিতে ফোন নম্বর দিয়ে আসেন। ঐ টেইলার্সের কর্মচারি ওবায়দুল রিসিভ কপি থেকে ফোন নম্বর নিয়ে রিশাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে বিরক্ত করতো। রিশার মা এ বিষয়ে ওবায়দুলকে সতর্ক করেন।

জিকে শামীমের প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ বন্ধ রাখে, নিয়ম অনুযায়ী সেই প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী নোটিশ করেন। তারা যদি নোটিশের জবাব না দেন, তখন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' নোটিশ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকৌশলী মো. সাহাদাত হোসেন বলেন, 'এমন তথ্য আমার কাছে নেই। ফাইলপত্র না দেখে বলতে পারবো না।'

যোগাযোগ করা হলে জি কে বি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের মার্কেটিং ম্যানেজার মো. নাজিম বলেন, 'এখনও কোনও নোটিশ পাইনি। যদি আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টই বন্ধ রাখা হয়, তাহলে কাজ কীভাবে চালিয়ে যাবো? অনেক প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকরা টাকা পাবে। তাদের টাকা দিতে পারছি না। এখন নোটিশ করলে কি লাভ হবে?'

বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাবের আড়ালে ক্যাসিনো ব্যবসা চালানোর অভিযোগে ১৮ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করে র‍্যাব। বিভিন্ন ক্যাসিনো থেকে সরঞ্জামসহ নগদ টাকা জব্দ করা হয়। প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে। আলোচনায় আসে টেন্ডার কিং হিসেবে পরিচিত যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের নাম। পরে র‍্যাব তাকে নিকেতনের বাসা ও কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে। ২৩ সেপ্টেম্বর জি কে শামীম ও তার পরিবারের সবার ব্যাংক লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দিয়ে এগুলোর হিসাব চায় বাংলাদেশ ব্যাংক।

শ্রীপুরে বনের জায়গায় কিন্ডারগার্টেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মহাসড়কের ২নং সিএন্ডবি) সংলগ্ন ৭নং কেওয়া মৌজার সিএস ও এসএ ৯৩৩ নং দাগের বনভূমি। সেখানে শামসুল হকের আধাপাকা ৩টি, টিনশেড ২টি ও একটি মাটির ঘর রয়েছে। যা, ভাড়া দেয়া হয়েছে। দুই বিঘা জমির ওপর একটি পুকুর রয়েছে ও বনের খোলা জায়গায় গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত 'শতদল শিশু একাডেমি'। উত্তর পাশে মাজহারুল ইসলাম নামে একজন বনের জমি দখল করে আধা পাকা ৫টি ও টিনশেডের ৩টি ঘর নির্মাণ করেছেন। আরও দু'টি পাকা ঘরের নির্মাণ কাজ চলছে। অবশিষ্ট খালি জায়গা বাগান সৃজনসহ নানাভাবে দখলের পাঁয়তারা চলছে। এলাকাবাসী জানান, দখলকারী শামসুল হকের ছেলে শাহীন শতদল স্কুলটি গড়ে তুলেন। বনভূমিতে তাদের পাঁচটি বাড়ি ও একটি পুকুর রয়েছে। তারা আরও জানান, দখলীয় ভূমির স্থানীয় বাজারমূল্য অন্তত ১০ থেকে ১৩ কোটি টাকা। এ ব্যাপারে দখলকারী শামসুল হক জানান, আমার বাপ-দাদা এসব জমি ভোগ করেছে। সেই সূত্রে আমিও ভোগ দখল করে আছি। তিনি দখলীয় জমির মালিক কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

শ্রীপুর ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা আনিসুল হক জানান, আমরা দখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নেব। যত দ্রুত সম্ভব ঐ ভোগ দখলীয় জমিতে সার্ভেয়ার দিয়ে মাপজোক করে বন বিভাগের জমি উদ্ধারে ব্যবস্থা নেয়া হবে। শ্রীপুর সদর বিট কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম জানান, দখলকারীদের পক্ষ থেকে বন বিভাগের জমি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য উদ্ধারে অভিযোগের কথা শুনেছি। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর জমির মালিক বন বিভাগ হলে তা উদ্ধারে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মোহাম্মদ ইউসুফ জানান, দখলকারীদের পক্ষ থেকে বন বিভাগের জমি উদ্ধারের জন্য একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। শ্রীপুর ফরেস্ট রেঞ্জ ও সদর বিট কর্মকর্তাকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি ঐ জমির মালিক বন বিভাগ হয় এবং বন বিভাগের জমি দখল করে থাকে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী দখলীয় জমি উদ্ধার ও দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিআইডির এসআই'র ১.৩৮ কোটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
গুলজার বেগম। মামলার এজাহারে বলা হয়, নওয়াব আলী ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থেকে তার নিজের ও স্ত্রী গুলজার বেগমের নামে এক কোটি ৫১ লাখ ৬৬ হাজার ৮৩৪ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে তাদের নামে ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৭৬৮ টাকা মূল্যের সম্পদের আয়ের বৈধ উৎস পাওয়া যায়। বাকি এক কোটি ৩৮ লাখ ৪৮ হাজার ৬৬ টাকা মূল্যের সম্পদ অবৈধভাবে অর্জন করেছেন। দুদক আইন-২০০৪ এর ২৭(১) ধারা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে। অবৈধ সম্পদের মধ্যে আসামি নওয়াব আলীর নামে গোপালগঞ্জে দোতলা ভবন এবং তার স্ত্রী গুলজার বেগমের নামে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ছলিমপুরে নাল জমি, চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিংয়ে ১১০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, লালখানবাজার এলাকায় কার পার্কিং এবং একই এলাকায় স্থাপনাহীন ভিটি ভূমি রয়েছে। এছাড়া এসআই দম্পতি মৎস্য চাষের প্রকল্প বিনিয়োগ দেখিয়ে অবৈধ সম্পদকে বৈধ করার চেষ্টা করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

দৈনিক পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগবে ২০ তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দুই পাতায় ২০টি তথ্য এবং সহনীয় পর্যায়ের অর্থ দিয়েই দেশের যেকোনো ব্যাংকে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। একই সঙ্গে ঋণ আবেদন পদ্ধতিতেও আসছে পরিবর্তন। আর এ নিয়ম খুব শিগগিরই চালু হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ বি এম রুহুল আজাদ। বুধবার সচিবালয়ে ব্যাংকগুলোতে ব্যবহৃত ফরম সহজিকরণের জন্য গঠিত কমিটির বৈঠকে বেশকিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে কমিটির প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ বি এম রুহুল আজাদ বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকে একটি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৯২ ■ ঢাকা বৃহস্পতিবার ■ ১০ অক্টোবর ২০১৯ ■ ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ১০ সফর ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা

মুনাফা কমায় সঞ্চয়পত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মানুষ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸
সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে ভাটা পড়েছে। মুনাফা কমায় নিরাপদ এই বিনিয়োগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বিনিয়োগকারীরা। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-অগাস্ট) ৩ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকার নিট সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে। এই অংক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ। কড়াকড়ি এবং কর বাড়ানোর ফলে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা।
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর বুধবার সঞ্চয়পত্র বিক্রির হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-অগাস্ট সময়ে সবমিলিয়ে ১১ হাজার ৩০৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে।
এরমধ্যে আগে বিক্রি হওয়া সঞ্চয়পত্রের সুদ-আসল বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে সাত হাজার ৬৪৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
এ হিসাবেই এই দুই মাসে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা।
গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-অগাস্ট সময়ে নিট সঞ্চয়পত্রের বিক্রির পরিমাণ ছিল নয় হাজার ৫৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা।
ওই দুই মাসে মোট ১৪ হাজার ৯৬১ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছিল। তা থেকে আগে বিক্রি হওয়া সঞ্চয়পত্রের সুদ-আসল বাবদ পরিশোধ করা হয়েছিল পাঁচ হাজার ৯০৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।
আগে বিক্রি হওয়া সঞ্চয়পত্রের সুদ-আসল পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় নিট বিক্রি। ওই অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা থাকে এবং সরকার তা রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজে লাগায়। বিনিময়ে সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের প্রতি মাসে সুদ দিতে হয়। এ কারণে অর্থনীতির পরিভাষায় সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রিকে সরকারের 'ঋণ' বা 'ধার' হিসেবে গণ্য করা হয়। মুনাফার উপর করের হার বৃদ্ধির কারণে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কম হবে ধরে নিয়ে এবারের বাজেটে এ খাত থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য কম ধরেছে সরকার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সঞ্চয়পত্র থেকে সরকারের ঋণের লক্ষ্য ধরা আছে ২৭ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরের মূল বাজেটে এ খাত থেকে ২৬ হাজার ১৯৭ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে করা হয় ৪৫ হাজার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মৌলভীবাজারে পেঁয়াজের বাজারে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার পশ্চিমবাজার, সাত্তার মার্কেট ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে পেঁয়াজের খুচরা এবং পাইকারি বাজারে ন্যায্য মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রির লক্ষ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়। উক্ত অভিযানে মূল্য তালিকা না রেখে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি করা, মূল্য তালিকায় অতিরিক্ত দাম লিখে বিক্রয় করা, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য বিক্রয় করাসহ বিভিন্ন অপরাধে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার ৫শ' টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বুধবার মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার পশ্চিমবাজার, সাত্তার মার্কেট ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে পেঁয়াজের খুচরা এবং পাইকারি বাজারে ন্যায্য মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রির লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয় —পাঞ্জেরী

হুইপ কন্যার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রতিবাদ

শেরপুর প্রতিনিধি ▸
শেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালানোর অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন হুইপ আতিউর রহমান আতিকের কন্যা ও ভারপ্রাপ্ত সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন রহমান অমি।
বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডা. শারমিন রহমান অমি তার বিরুদ্ধে আনা আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করেন।
তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি করে ডা. শারমিন রহমান অমি বলেন, এখানে নির্বাচন কার্যক্রম চলছে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রোহিঙ্গা নিয়ে জাতিসংঘ

এটা আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ▸
দুই বছরে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে মিয়ানমারকে রাজি করাতে না পারাকে সবার 'সম্মিলিত ব্যর্থতা' হিসেবে বর্ণনা করলেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপ্পো।
বুধবার ঢাকায় 'ডিক্যাব টক'-এ তিনি বলেন, 'আমার মতে এটা স্বীকার করতে হবে যে, মিয়ানমারকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা রয়েছে। এই ব্যর্থতা শুধু জাতিসংঘের নয়, আরও অনেকের।' ঢাকার কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠন ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের প্রতিনিধির সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রাহীদ এজাজ ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব।
বক্তব্যে বাংলাদেশে জাতিসংঘ পরিচালিত সব ধরনের কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন মিয়া সেপ্পো। তবে প্রশ্নোত্তরে গুরুত্ব পায় রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ।
বর্তমানে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিচ্ছে বাংলাদেশ। এদের সাড়ে সাত লাখই এসেছে ২০১৭ সালের অগাস্টে রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দমন অভিযানের মুখে।
বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও মিয়ানমার সরকার এখনও রাখাইনে তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি না করায় তা সফল হয়নি। নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে মিয়ানমারে ফিরতে চায় তারা।
রোহিঙ্গা সংকটকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করে এর সমাধানে জটিলতার দিকগুলো তুলে ধরেন মিয়া সেপ্পো।
সংকটের মূল কারণ মিয়ানমারে রয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এর সমাধান আসবে বিভিন্ন দিক থেকে নানা উদ্যোগের মাধ্যমে।
মিয়া সেপ্পো বলেন, এই সংকটের দিকে অব্যাহত নজর ধরে রাখা এবং এটা নিয়ে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

লালমনিরহাটে ভিজিএফের ৬৫ বস্তা চাল উদ্ধার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ▸
লালমনিরহাটের একটি রাইস মিলের গোডাউন থেকে ভিজিএফের ৬৫ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় রোজি রাইস মিলের মালিক ইকবাল হোসেনকে (৩৯) সাতদিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গত মঙ্গলবার রাতে শহরের ডাইলপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (এনডিসি) টিএম রাহসিন কবির।
সাজাপ্রাপ্ত ইকবাল হোসেন লালমনিরহাট পৌরসভার ডাইলপট্টি এলাকার আকবর আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পাংশা পৌর ভূমি অফিসে ঘুষের রমরমা বাণিজ্য

পাংশা (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি ▸
ঘুষ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে পাংশা উপজেলা ভূমি অফিস। প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক বাবুল চন্দ্র সরকার এবং পৌর ভূমি অফিসের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মো. আক্কাচ আলীর বিরুদ্ধে ঘুষের রমরমা বাণিজ্যে অভিযোগ উঠেছে।

নাটের গুরু আক্কাচ আলী

এখানে ঘুষ স্বাভাবিক ঘটনা। এ অফিসে নথি এলে তা আটকে মোটা অংকের ঘুষ দাবি করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ না পেলেই বাতিল হয়ে যায় নথি। অনুসন্ধানে বাতিল হয়েছে অথবা আটকে আছে এমন একাধিক নথির খোঁজ মিলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নথি আটকে মোটা অংকের ঘুষ বাণিজ্য হয়েছে। আর এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার বিষয়ে বাবুল চন্দ্র সরকার এবং আক্কাচ আলীর নাম এসেছে।
ভুক্তভোগীর সঙ্গে আলাপে জানা যায়, আক্কাচ আলীর এবং বাবুল চন্দ্র সরকার এর পরিচিত একাধিক দালাল আছে। সেবা প্রার্থীদের কথায় কথায় নথি আটকে দেওয়ার হুমকি দেন।
আরেক ভুক্তভোগী মো. জয়নাল মিয়া ও বক্কর মিয়া জানান, পাংশা ইউনিয়নে ভূমি অফিসে নামজারির করার জন্য আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ইবি'র বিভাগীয় সভাপতি ড. মোস্তাফিজুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইবি'র ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের নতুন সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছেন ড. মোস্তাফিজুর রহমান। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হারুন-উর-রশিদ আসকারী তাঁকে তিন বছরের জন্য এ পদে নিয়োগ দেন। তাঁর নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আব্দুল ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

উইটসা-২০১৯ আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড লাভ করলো বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভান-এর কারেন ডেমিরচান কমপ্লেক্সে তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ইনফরমেশন টেকনোলজি'র (ডব্লিউসিআইটি) ২১তম আয়োজনের অ্যাওয়ার্ড নাইটে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অর্জন করলো উইটসা (WITSA) গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯। সম্মেলনে পাঁচটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবজ্জ্বল সম্মাননা চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।
বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারকে গোপন অ্যাকাউন্টের তথ্য দিচ্ছে সুইস ব্যাংক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
সুইস ব্যাংকে যে সব ভারতীয় অর্থ গচ্ছিত রেখেছিলেন; তাদের প্রথম তালিকা ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ভারতীয়দের এই তালিকা দেশটির সরকারের কাছে হস্তান্তরের তথ্য জানিয়েছে সুইজারল্যান্ড।
চলতি বছরের জুলাই ভারতীয় দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক প্রতিবেদনে জানায়, অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন (এইওআই) কর্মসূচির আওতায় যেসব ভারতীয় নাগরিকের সুইস ব্যাংকে বর্তমানে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেগুলোর আর্থিক তথ্য ভারত সরকারকে দেয়া হবে।
২০১৮ সালে যেসব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সেগুলোর তথ্যও ভারতের ক্ষমতাসীন সরকারকে দেয়া হবে। পরবর্তী দফায় এ সম্পর্কিত তথ্য ভারতের হাতে আসবে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে। ২০১৬ সালে ভারত ও সুইজারল্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য আদানপ্রদান সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে; যা ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।
রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুইস ব্যাংকের তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই পদ্ধতি চালু করেছে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভেজাল মশলায় খাবার তৈরি, নানু'সকে লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
চতুর্দিকে ময়লা-আবর্জনা এবং নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রান্নাঘরের। ভেজাল মশলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে খাবার। এসব অপরাধে রাজধানীর বারিধারায় নানু'স ফুড ফ্যাক্টরিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার বারিধারা-বসুন্ধরা এলাকার নানুস ফুড ফ্যাক্টরিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। অভিযানে এমন দৃশ্য দেখতে পান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের (বিএফএসএ) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসএম শান্তনু চৌধুরী।
বিএফএসএর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বারিধারার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

টেকনাফ বন্দরে পচছে মিয়ানমার থেকে আনা পেঁয়াজ

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▸
টেকনাফ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনায় মিয়ানমার থেকে আমদানিকৃত পেঁয়াজ খালাসের আগেই ট্রলারে পচে যাচ্ছে, এমন অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।
বন্দরের ব্যবসায়ীরা জানান, সরকার পেঁয়াজ আমদানিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও টেকনাফ স্থলবন্দরে পেঁয়াজ ট্রলার থেকে খালাসে যে ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন তার কোনোটিই নেই। পর্যাপ্ত জেটি ও শ্রমিকের অভাবে মূলত ট্রলার থেকে পেঁয়াজ খালাস করতে বিলম্ব হচ্ছে। ফলে বন্দরে নোঙ্গর করার দুই-তিনদিন পেরিয়ে গেলেও ট্রলার থেকে পেঁয়াজ খালাস করা যাচ্ছে না।
মঙ্গলবার টেকনাফ স্থলবন্দরের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, পচা পেঁয়াজের গন্ধে বন্দরের বাতাস ভারি হয়ে গেছে। এ ছাড়া খালাসের অপেক্ষায় বন্দরে ৮টি পেঁয়াজবাহী ট্রলার নোঙ্গর করা রয়েছে।
আমদানিকারক এএফ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী মো. সেলিম জানান, খালাস করতে দেরি হওয়ার কারণে মঙ্গলবার তার ট্রলারের আমদানিকৃত ৮০০ বস্তা পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সে সব পেঁয়াজ থেকে ভালো পেঁয়াজ বাছাই করে কোনোরকমে লোকসান কমানোর চেষ্টায় আছেন। একই অবস্থা অন্য ব্যবসায়ীদেরও।
এই দীর্ঘসূত্রতার পেছনে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী। তিনি জানান, সময়ক্ষেপণ করে ট্রাকে লোড করা পণ্য বিকাল ৫টার পর স্কেলে তোলা গেলে একেকটি ট্রাক থেকে নাইট চার্জ হিসাবে বন্দরের অতিরিক্ত আয় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

নামাজের সময়সূচি

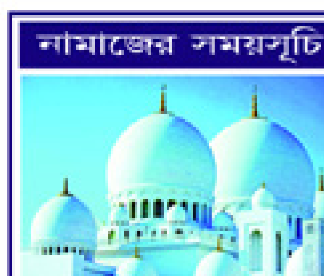

ওয়াক্ত	ওয়াক্ত শুরু	জামাত
ফজর	৪-৩৬	০৫-২৫
জোহর	১১-৫২	০১-১৫
আছর	০৪-১৯	০৪-৩০
মাগরিব	০৫-৫৩	০৫-৫৭
এশা	০৭-০৫	০৭-৪৫

সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

টক অব দ্য টাউন

আবরার হত্যা

দোষী হলে শাস্তি চায় আসামিদের পরিবারও

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত, তাদের (আসামি) পরিবারের সদস্যরাও এমন নৃশংশতা মেনে নিতে পারছেন না। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির চেয়েছে তারা।
আবরারকে যারা হত্যা করেছে তাদের পরিবারের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভুইয়মে উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখেন জেনারেল ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমান —পাঞ্জেরী

উঠান বৈঠক কার্যক্রমে

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর গ্রাহকদের সন্তুষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আয়োজনে গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 'শেখ হাসিনার দর্শন, সেবক হয়ে কর্ম সম্পাদন' এর প্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মান আরো কীভাবে গতিশীল করে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলছে।
এ পর্যন্ত রাইনাদী, নওপাড়া, কাঠালিয়া, আমদিয়া, পাইকারচর, বিরামপুর, ভুইয়মসহ এ প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ্রাহক এবং পল্লী বিদ্যুতের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ উঠানের মাঝে হোগলা এবং পাটি বিছিয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে এ যেন সুখ-দুঃখের এক গল্প বলার আসরে মেতে আছেন। আর সে গল্প শোনাচ্ছেন 'আলোর ফেরিওয়ালা'। এতে করে একদিক দিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান পেয়ে গ্রাহকরা যেমন উচ্ছ্বাসিত, তেমনিভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় সেবা নিতে পেরে পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তা- ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

উদ্বোধনের অপেক্ষায় তিন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দেশের ১৭টি জেলার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সরকার। যার কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবনের ১০টি ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন। এখন তিনটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবন রয়েছে উদ্বোধনের অপেক্ষায়।
পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা গত ১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে সভায় কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এই প্রকল্পের উপর।
পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানা গেছে, এই প্রকল্পটি ১০৯৭৬.২১ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মেয়াদকাল ধরা হয়েছে ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত।
এই প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ১০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে এবং তিনটি ভবন উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া তিনটির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। তবে গাজীপুরে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণকাজ স্থগিত রয়েছে।
গাজীপুরে মামলা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক জানায়, আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে। শুনানির পর মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে সরকারি বাঙলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোহাম্মদ আইয়ুব এর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল টেকনিক্যাল থেকে শুরু হয়ে দারুসসালাম গিয়ে শেষ হয় —পাঞ্জেরী

আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে বাঙলা কলেজ ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে সরকারি বাঙলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোহাম্মদ আইয়ুব এর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল টেকনিক্যাল থেকে শুরু হয়ে দারুস-সালাম গিয়ে শেষ হয়।
বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতি মোহাম্মদ আইয়ুব বলেন, দেশবিরোধী চুক্তি আড়াল করতেই আবরার ফাহাদকে হত্যা করা হয়েছে। অবিলম্বে হত্যার সাথে জড়িত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের শাস্তির দাবি জানান তিনি।
বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রুবায়েত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৃষ্টিপাত

সৌদি থেকে ফেরত আসল আরও ১০৫ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সৌদি থেকে আরও ১০৫ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে সৌদি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ৪২ জন ও পরে দিবাগত রাত ১টা ১৫ মিনিটে সৌদি এয়ারলাইনসের আরেকটি ফ্লাইটে ৬৩ জন দেশে ফেরেন। এ নিয়ে সৌদি থেকে ধরপাকড়ের মুখে চলতি মাসেই দেশে ফিরলেন ৪৪১ কর্মী।
বরাবরের মতো মঙ্গলবারও ফেরত আসা কর্মীদের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ওজন ও পরিমাপে কারচুপি ॥ তিন পেট্রোল পাম্পকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ওজন ও পরিমাপে কারচুপির অপরাধে তিনটি পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)।
বুধবার ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল এলাকার মেসার্স পূবালী ফিলিং স্টেশন, মেসার্স রহমান ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন ও মেসার্স এ হাই এন্ড কোং পেট্রোল পাম্প। বিএসটিআইয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে তিন প্রতিষ্ঠানের ৩ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
মোবাইল অপারেটর রবি, সুইং থ্রেড কোম্পানি কোটস এবং সিমেন্ট উৎপাদনকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান লাফার্জ হোলসিম সরকারের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রায় তিন কোটি টাকা দিয়েছে।
বুধবার সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে কোম্পানির প্রতিনিধিরা নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে চেকগুলো দেন। প্রতিষ্ঠান তিনটি গত এক বছরে তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ২ কোটি ৮৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা দিয়েছে। রবির পক্ষে কোম্পানির প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা ফয়সাল ইমতিয়াজ খান তাদের গত এক বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ এক কোটি ৩৩ লাখ ৯৮ হাজার ৩১০ টাকার চেক মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।
সুইং থ্রেড কোম্পানি কোটস এর মানবসম্পদ পরিচালক মননিতা তাদের লভ্যাংশের ৮৩ লাখ ৩৯ হাজার ৫২৮ টাকা এবং লাফার্জ হোলসিমের মানবসম্পদ পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান ৬৭ লাখ ৩৯ হাজার ৪৩ টাকার চেক দেন।
বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

এফ আর টাওয়ারের আগুন

ক্রেডিট কার্ড বিমার চেক পেল নিহতদের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বনানীর এফ আর টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডে নিহত তিন ব্যক্তির পরিবারের কাছে ক্রেডিট কার্ড বিমার চেক হস্তান্তর করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে এই চেকগুলো হস্তান্তর করেন প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এম রিয়াজুল করিম (এফসিএমএ) ও ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্সের সিইও মুহাম্মদ জামাল এম এ নাসির।
প্রিমিয়ার ব্যাংকের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এফ আর টাওয়ারে আগুন ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রকাশক ও সম্পাদক : মো. নুরুল ইসলাম তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, **নির্বাহী সম্পাদক :** তালুকদার রুমী, প্রকাশক কর্তৃক মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস ৭৬/এ, নয়াপল্টন, থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত এবং ৮৫/১, নয়াপল্টন (৫ম তলা), **থানা:** পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত। **সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় :** ৮৫/১, নয়া পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৩৫৯১৪৬, ৯৩৬০০২৪, **মোবাইল :** ০১৭১২-৬৩১১৩২, ০১৭১৫-৭৯২৫০২, **ফ্যাক্স :** ৮৮-০২-৯৩৫৫০০৪, **E-mail :** panjereep@gmail.com, panjereep@yahoo.com